BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1058 ♦ Friday 13 June - Thursday 19 June 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

দেশের চোখ লন্ডনের দিকে

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

সেই ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবহুল রাজনীতিতে লন্ডনের নাম কোন মতেই বাদ দেয়া যাচ্ছে না । প্রতিটি ঘটনায় কোন না কোনক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে লন্ডনের নাম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে লন্ডন প্রবাসীরা যেমন ভূমিকা রেখেছেন ।সেই ধারাবাহিকতায় এখনো প্রবাসীরা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সকল কর্মকান্ডে অনবদ্য অবদান রেখেই চলছেন।

গেল জুলাই আন্দোলনেও মাস্টারমাইন্ড হিসেবে কলকাটি নেড়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার নির্দেশনায় বিএনপি, যুবদল ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সরকার বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তারেক রহমান বিভিন্ন আন্দোলনের পক্ষে তাৎপর্য্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে বক্তব্য দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে হটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যার ফলে শেখ হাসিনা পাঁচ ই আগস্ট দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন । ঐদিন সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান ছাত্র জনতার সাথে বিএনপি ও জামাতের ভূমিকা কে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে'র ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন।

বুধবার (১১ জুন) লন্ডনের প্রভাবশালী নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউস আয়োজিত নীতি সংলাপে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, '১৭ বছর পর আমরা সত্যিকারের একটি নির্বাচন করতে যাচ্ছি, যা আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন হবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শুধু একটি নতুন সরকার নির্বাচনের জন্য রক্ত দেয়নি বাংলাদেশের তরুণরা। নতুন বাংলাদেশ তৈরির জন্য সংস্কার কমিশন করা হয়েছে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কমিশন তৈরি করেছি। আমরা তাদের সুপারিশের দিকে তাকিয়ে আছি।

আমাদের কাজ হলো সব দলের ঐকমত্য তৈরি করা।'

এ সময় আরেক প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমরা জুলাই সনদ আসার জন্য অপেক্ষা করছি। এই সনদটি জাতির সামনে জুলাই মাসের সনদ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।'

বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত জুড়ে অস্থিরতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির নানা অপকর্মে গোটা সীমান্ত জুড়ে বিরাজ করছে অস্থিরতা। এতে করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ২৭২ কিলোমিটারজুড়ে সীমান্তের অধিবাসীরা।

জানা গেছে, ২০১৭ সালে যখন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সাথে যৌথভাবে আরাকান --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে গত ১০ বছরে মুসলমানদের সংখ্যা অন্য সব ধর্মের সম্মিলিত বৃদ্ধির চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইসলাম এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের নতুন এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত-এই এক দশকের ওপর এ গবেষণা চালানো হয়েছে।

গত সোমবার পিউ রিসার্চের 'গ্লোবাল রিলিজিয়াস ল্যান্ডস্কেপ' শীর্ষক এ গবেষণায় বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্মে এই প্রবৃদ্ধি মূলত প্রাকৃতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনসংখ্যা

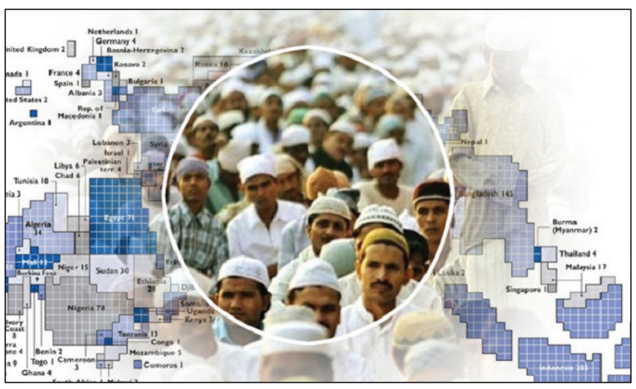

বৃদ্ধির পেছনে ধর্মান্তরের ভূমিকা খুবই সামান্য।

গবেষণায় বলা হয়েছে, মুসলিমদের সন্তানের সংখ্যা অন্য সব বড় ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় বেশি এবং মুসলিমরা --১৬ পৃষ্ঠায়

২০০ টাকার জন্য বন্ধুকে হত্যা!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলায় ধার দেওয়া ২০০ টাকা ফেরত না দেওয়ায় বন্ধুর বিরুদ্ধে এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত মারুফ সরদার (১৯) চরধীপুর গ্রামের শহিদুল সরদারের ছেলে। তিনি ঢাকার মধ্যবাড্ডায় ফলের ব্যবসা করতেন। ব্যবসার সুবাদে ওই এলাকায় থাকতেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

অবৈধ অভিবাসন নিয়ে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেসে অবৈধ অভিবাসন অভিযান ঘিরে প্রবল উত্তপ্ত পরিবেশ। পাঁচ দিন পর, একই ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরে, যেমন শিকাগো, ওয়াশিংটন ডিসি, সিয়াটেল এবং অস্টিনে।

যদিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশজুড়ে ন্যাশনাল গার্ড ও মেরিন সেনা মোতায়েন করেছেন এবং শুধু লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেই প্রায় ২০০ জনকে গ্রেফতার --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের টিকা কমিটির সব সদস্য বরখাস্ত

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে টিকাবিষয়ক পরামর্শক কমিটির ১৭ সদস্যের সবাইকে অপসারণ করা হয়েছে। টিকা নিয়ে সংশয়বাদী হিসেবে পরিচিত দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র তাদের বরখাস্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছেন, অ্যাডভাইজরি কমিটি অন ইমিউনাইজেশন প্র্যাকটিসেসের (এসিআইপি) সদস্যদের 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' টিকার প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করেছে। আমেরিকানদের জন্য 'সবচেয়ে নিরাপদ' টিকা নিশ্চিত করতে চান বলে দাবি করেন কেনেডি।

কেনেডি সোমবার ঘোষণা দেন, এসিআইপির সব সদস্যই 'অবসরে' যাচ্ছেন। এই ১৭ সদস্যের মধ্যে আটজন গত জানুয়ারিতে বাইডেন প্রশাসনের মেয়াদের শেষ মুহূর্তে নিয়োগ পেয়েছিলেন। বেশির ভাগ সদস্যই বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, --১৬ পৃষ্ঠায়

LONDON BANGLADESHI HEALTH PARTNERSHIP

১৭ জুনের আগে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিন!

যদি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে অথবা আপনার বয়স ৭৫ বছর বা তার বেশি হয়

মিস করবেন না!

NHS London

লন্ডনে সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণের জোর দাবী

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে এক জোরালো সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসীদের নাগরিক অধিকার এবং বিশেষ করে ভোটাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন 'প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকে'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন।

সোমবার (৯ জুন) লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই তিনি বলেন, "দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশীর পক্ষে আমরা আজ সরকারের কাছে একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার, বাস্তবায়নের দাবি জানাতে এসেছি। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে এই দাবি শুনেই আসছি, কিন্তু কোনো সরকারই এটি বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।"

তিনি আরও বলেন, "একটি রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব গ্রহণকারী বর্তমান দলনিরপেক্ষ সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুস শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার আনতে উদ্যোগী হয়েছেন। আমরা এই সংস্কার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই এবং বিশ্বাস করি, এই সরকারই প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।"

ড. ইউনুসের আসন্ন লন্ডন সফর প্রসঙ্গে বেলায়েত হোসাইন বলেন, "প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনুসের বৃটিশ রাজপরিবারের আমন্ত্রণে লন্ডন সফর প্রবাসীদের জন্য গর্বের। এই সফর যেমন সম্মানের, তেমনি এটি প্রবাসীদের দাবিগুলো পৌঁছে দেওয়ারও সুযোগ।"

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হিসেবে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বাংলাদেশ অর্থনীতির 'অক্সিজেন'। অথচ এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম অধিকার - ভোটাধিকার - থেকে বঞ্চিত।

তিনি বলেন, "যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও তুরস্কসহ বহু দেশে প্রবাসীরা নিজ নিজ দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার ভোগ করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারও চাইলে এমন ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে। এটি কেবল আন্তরিকতার বিষয়।"

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলা হয়, "৭১-এর যুদ্ধে যেমন যুক্তরাজ্যের প্রবাসীরা বিশ্বজনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, ঠিক তেমনি আজও দেশের সংকটে প্রবাসীরা পাশে থেকেছেন। বিগত আন্দোলনেও প্রবাসীরা রেমিটেন্স বন্ধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখন আর অবহেলার সুযোগ নেই।"

সাংবাদিকদের উদ্দেশে বেলায়েত হোসাইন বলেন, "আপনারাই জাতির চেতনার কণ্ঠস্বর। আমাদের এই দাবি সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন।"

সংবাদ সম্মেলনের শেষাংশে তিনি প্রবাসীদের উদ্দেশে আহ্বান জানান, "আমরা যারা দেশের বাইরে রয়েছি, তারা যেন একসঙ্গে থেকে নাগরিক অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকি। সরকারের প্রতি সহযোগিতা বজায় রেখেই এই ন্যায্য দাবি আদায়ে সোচ্চার হই।"

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক জজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। পরিষদের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান যুগ্ন আহবায়ক ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ । সদস্য সচিব ব্যারিস্টার বদরে আলম দিদারের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যুগ্ন আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম শাহীন, অন্যতম সদস্য সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসাইন, ডঃ শামসুল আলম গোলাপ, ডক্টর মোজাম্মেল হুসাইন, সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাংবাদিক তৌহিদুল করিম মুজাহিদ প্রমূখ। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

ডাবল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ইলফোর্ডের গুডমেইজ এলাকায় কাপল আথবা মহিলার জন্য পরিবারের সাথে একটি ডাবল রুম ভাড়া দেয়া হবে।

● চাইলে দুইজন মহিলা রুম শেয়ার করতে পরবেন ● সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন, আধুনিক ডিজাইন ● গুডমেইজ স্টেশন থেকে হাটার দুরত্ব ● বিদেশী ছাত্রী কিংবা স্বামী-স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর ● সব ধরনের বিল ইনক্লোডেড।

যোগাযোগের জন্য
সেলিম মিয়া - 07931170682

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্তরাজ্য সফরকে স্বাগত জানিয়ে ষড়যন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান জানিয়েছে ইউকে হেফাজত ও সমমনা ইসলামী দল সমুহ

৯জুন সোমবার হেফাজতে ইসলাম ইউকে ও সমমনা ইসলামী দলসমূহের উদ্যোগে ইষ্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে আয়োজিত একটি তাৎক্ষণিক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্তরাজ্য সফরকে ঘিরে ফ্যাসিবাদী শক্তির দোসরদের ষড়যন্ত্র সফল ভাবে মোকাবেলা করার জন্য সবাইকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। জুলাই বিপ্লবের পরাজিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠার জন্য ষড়যন্ত্র, ভাবমূর্তি বৃদ্ধির চেষ্টা যেখানে করা উচিত, সেখানে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য যে হুমকি স্বরূপ, তা বলাই বাহুল্য। ষড়যন্ত্রকারী এমন একটি জঘন্য অপশক্তির মোকাবেলা করার গুরু দায়িত্ব দেশপ্রেমিক সকলের উপর বর্তায়। এ দায়িত্ব পালন যথাসময়ে করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন সময়ের দাবি অনুযায়ী হেফাজতে ইসলাম ইউকে ও সমমনা ইসলামী দলসমূহ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় সেক্রেটারি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। মিটিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন হেফাজতে ইসলাম ইউকে'র উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, সহ-সভাপতি মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল-মাদানী, সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি মুফতি মওছুফ আহমদ, সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী,জয়েন্ট

অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করতে চায়। তাদের হীন ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানো সময়ের অপরিহার্য দাবি। ব্রিটেনে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের রাষ্ট্রীয় সফর বাংলাদেশের অনেক বড় রাজনৈতিক অর্জন। এই অ্যাওয়ার্ডের ইতিবাচক ফলপ্রসু দ্বারা দেশের দেশপ্রেমিক সবাইকে আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করা উচিত। সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের মুহতারাম সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন হেফাজত ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, সহ-সেক্রেটারি মুফতি সালেহ আহমদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বাসিত, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা দিলোয়ার হোসেন, নির্বাহি সদস্য মাওলানা শাহনুর মিয়া, মওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ।

LONDON BANGLADESHI HEALTH PARTNERSHIP

মিস করবেন না!

NHS London

১৭ জুনের আগে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিন।

যদি আপনার বা আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে অথবা আপনার বয়স ৭৫ বছর বা তার বেশি হয়, তাহলে তাদের নেওয়া উচিত। কোভিড-১৯ টিকা যাতে গুরুতর অসুস্থতা থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়।

কোভিড-১৯ টিকা ইনএক্টিভ তাই আপনাকে কোভিড ভাইরাস দিতে **পারে না,** এগুলিতে **শুকরের মাংস থাকে না** এবং বিশ্বজুড়ে **লক্ষ লক্ষ** মানুষ এখন **নিরাপদে** তাদের টিকা গ্রহণ করেছে।

যদি আপনার কোন প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকে, তাহলে কথা বলুন একজন বিশ্বস্ত স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সাথে।

অনলাইনে বুক করুন
nhs.uk/bookcovid

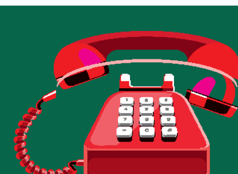

১১৯ নাম্বারে ফ্রি কল করুন
(একজন দুভাষি থাকবেন)

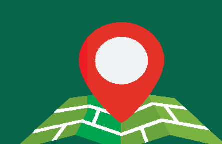

নিকটস্থ ওয়াক-ইন খুঁজে নিন
nhs.uk/covid-walk-in

লন্ডনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুন মিয়া সিআইপি নির্বাচিত : বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন

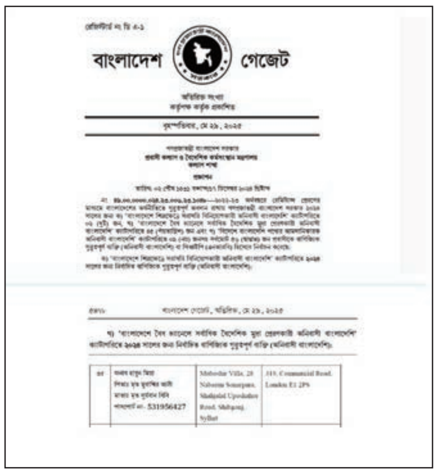

লন্ডন, ৪ জুন ২০২৫: শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমান ডাইরেক্টর, লন্ডনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হারুন মিয়া সিআইপি (কমার্শিয়ালী ইম্পর্টেন্ট পার্সন) নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারি এনআরবি বাংলাদেশি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২৪ সালের জন্য হারুন মিয়াকে সিআইপি নির্বাচিত করে।

গত ২৯ মে সরকারের এক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তিনি সিআইপি'র মেয়াদকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

উল্লেখ্য, জনাব হারুন মিয়া কুশিয়ারা ফান্যান্সিয়াল সার্ভিস, কুশিয়ারা ট্রাভেলস ইউকে ও কুশিয়ারা ট্রাভেলস বাংলাদেশ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । এছাড়াও তিনি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, কুশিয়ারা ক্যাশ এন্ড কারি, বাংলা ফ্রোজেন ফুড লিমিটেড, ঢাকার প্রিতম হোটেল, উইন্ডসর হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিমিটেড, সিলডন হাসপাতাল, ইউকেবিসিআই'র অন্যতম ডিরেক্টর ও বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের স্থায়ী সদস্য এবং গোলাপগঞ্জের আল এমদাদ ডিগ্রী কলেজ ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান। তাঁর দেশের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবারী বাজার ইউনিয়নের লামা চন্দরপুর গ্রামে।

ব্যক্তিগত জীবনে দুই ছেলে দুই মেয়ের জনক হারুন মিয়া সপরিবারে টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাস করেন।

এদিকে জনাব হারুন মিয়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই সম্মাননা লাভ প্রবাসীদেরকে বৈধপথে দেশে অর্থ প্রেরণে উদ্ধুদ্ধ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন কমিউনিটির বিশিষ্টজন।

প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরকে স্বাগত জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম ইউকে ও সমমনা ইসলামী দল সমুহ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্তরাজ্য সফরকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ শুভকামনা সূচক বার্তা দিয়েছে বৃহত্তম ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম ইউ কে ও যুক্তরাজ্যের সমমনা ইসলামী দল সমুহ। ৮ ই জুন রবিবার হেফাজতে ইসলাম ইউকের খাস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিং থেকে প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরকে স্বাগত জানিয়ে এ বার্তা প্রেরণ করা হয়। এতে সমমনা বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ ও যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের মুহতারাম সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন হেফাজত ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। মিটিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সার্বিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আলোচনায় অংশ নেন হেফাজতে ইসলাম ইউকে'র উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, সহ-সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল-মাদানী, সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি মুফতি মওছুফ আহমদ,জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, সহ-সেক্রেটারি মুফতি সালেহ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, ট্রেজারার মাওলানা কামরুল হাসান খান।

গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বিশেষ আলোচনায় ইউকে হেফাজত নেতৃবৃন্দ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফর, সময়ের প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সফরে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এর জন্য কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক কে নির্দ্বিধায় বাংলাদেশের অনেক বড় রাজনৈতিক সাফল্য আখ্যায়িত করা যায়। এর দ্বারা দু-দেশের সম্পর্ক নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন হেফাজত নেতৃবৃন্দ। হেফাজত নেতৃবৃন্দ তাদের আলোচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন ফ্যাসিবাদী শক্তির দোসরেরা অন্তর্বর্তী সরকার ও এর প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে দুর্নাম ছড়াতে ব্যস্ত।

মূলতঃ পরাজিত শক্তি টি ধুম্রজাল, অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার মাধ্যমে নিজেদের ঘুরে দাঁড়াবার চোর দরজা অন্বেষণের দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত। এঅপশক্তির দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে পা দেয়া নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর ও জুলাই বিপ্লবের শহীদানের বুকের তাজা রক্তের সাথে বেঈমানির শামিল। বছরের পর বছর জগদ্দল পাথরের ন্যায় ক্ষমতার মসনদে চেপে বসা অপশক্তির কোন ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত না হওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি জোর আহ্বান জানান হেফাজতে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন যদি প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্তরাজ্য আগমন কে কেন্দ্র করে উশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির কোন অপতৎপরতা চালানো হয়, তাহলে কমিউনিটির আপামর জনসাধারণকে সচেতন ভূমিকা পালন করে শক্ত ভাবে এমন উশৃংখল পরিবেশ রুখে দিতে হবে। সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের গুরু দায়িত্ব হলো,ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপশক্তির মোকাবেলা করা। ইউকে হেফাজত ও সমমনা ইসলামী দল সমুহ পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইনশাআল্লাহ প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজনে শক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এতে দল মত নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জরুরি ভিত্তিতে সময়ের অপরিহার্য দাবি।

কার্ডিফে যথাযোগ্য মর্যাদায় আর ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদ উল আযহা উদযাপিত

সাজেল আহমেদঃ বছর ঘুরে প্রতিটি ঈদ আমাদেরকে শুধু অনাবিল আনন্দই দেয় না, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও অনৈক্য ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের মহান বার্তাকে বুকে লালন করে গত ৬ ই জুন শুক্রবার বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী ঐতিহ্যবাহী কার্ডিফ শহরের মুসলিম কমিউনিটি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায়,ও যথাযোগ্য মর্যাদায় আর ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে হাজারও লোকের উপস্থিতিতে পবিত্র ঈদ উল আযহা উদযাপন করা হয়েছে।

কার্ডিফের শাহ্ জালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারেল সেন্টারে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত ১ম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা কাজি ফয়জুর রহমান এবং সকাল ৯.৩০ মিনিটে দ্বিতীয় জামাতের নামাজ আদায় করান হাফিজ মাওলানা মিফতাউর রহমান কামিল।

রিভারসাইড জালালিয়া মসজিদ এন্ড ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত ১ম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল মোক্তাদির ও সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত ২য় জামাতের নামাজে ঈমামতি করেন হাফিজ মাওলানা জালাল উদ্দিন।

খোতবা পূর্ব আলোচনায় ইমামগণ ঈদ উল আযহা আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর, মূলত মহাণ আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে আত্মকুরবান করার চেতনা জাগ্রত করে বলে উল্লেখ করেন।

শাহজালাল মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল মুমিন ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মাসকুর আহমেদ চৌধুরী টুটুল, জালালিয়া মসজিদের চেয়ারম্যান লিলু মিয়া ও সেক্রেটারি মুহিবুর ইসলাম মায়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সবাইকে ঈদ এর শুভেচ্ছা জানিয়ে উভয় মসজিদ প্রতিষ্টাকাল থেকে আজাবধি যারা অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে অক্লান্ত পরিস্রম করেছেন যাদের কারনে আমরা এত সুন্দর মসজিদ পেয়েছি অনেক আমাদের মাঝে নেই তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মহান আল্লাহ্ যেনো তাদেরকে জান্নাতবাসী করেন এবং যারা জীবিত আছেন তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীঘায়ু কামনা করে সবার নিকট দোয়া চেয়েছেন। উভয় মসজিদের ইমাম ও খতীবগন দোয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মার সূখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সহ বাংলাদেশের শান্তি কামনা করেছেন।

এদিকে ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান, ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ঈদুল আজহা মানুষকে শান্তি, ত্যাগ ও সাম্য শেখায়। মুসলমানরা কুরবানিকৃত পশুর মাংস নিডি আত্মীয়স্বজন ও দুঃস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সবাইকে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার মানসে এর ত্যাগের মহিমা আমাদেরকে আরও উদার ও মানবিক হতে শিক্ষা দিবে। ঈদ-উল-আজহার ত্যাগ ও উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবো এবং পরস্পরের নৈকট্যে আসবো বলে প্রত্যাশা সহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ত্যাগ, আত্মশুদ্ধি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছড়িয়ে পড়ুক-এ হোক ঈদের চাওয়া।

‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ কারি লেজেন্ড সম্মাননা পেয়েছেন টিপু রহমান

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমঃ আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুস্টিত হলো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। এতে কারি লেজেন্ট সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশ ক্যাটেরার্স এসোসিয়েশনের (ইউকে) চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান। তিনি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার সমসেরগঞ্জ দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযুদ্ধের সংঘটক মরহুম আলহাজ্ব আইয়ুবুর রহমানের ছেলে। তিনি এ সম্মাননা পাওয়ায় তার মালিকানাধীন নর্থম্পটনের তামারিন্ড রেস্টুরেন্টে কেক কাটার মাধ্যমে এক আ্নন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চিফ ট্রেজারার ও পাপাদাম টাওয়ার তৈরি করে জিনিজ রেকর্ডধারি সেলিব্রেটি শেফ টিপু রহমান এবার ব্রিটেনের গন্ডি ছারিয়ে রথমবারের মতো, নিউ ইয়র্কে আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডে সেরা কারি লিজেন্ড অ্যাওয়ার্ডে নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রথমবারের মতো, নিউ ইয়র্কে আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসের জমকালো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাঁধুনি এবং নিউ ইয়র্কের স্বদেশী রাঁধুনি সহ প্রায় ১০০ জন রন্ধনশিল্পী এই পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে ৫০০ জনেরও বেশি আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

খলিল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এবং আশা গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ২৪শে মে, শনিবার কুইন্সের মর্যাদাপূর্ণ ভেন্যু, টেরেস অন দ্য পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আলো ঝলমলে জমকালো স্টেইজে হাজারো দেশী বিদেশী অতিথির উপস্থিতিতে এই সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। টিপু রহমান নর্থাম্পটনের তামারিন্ড রেস্টুরেন্টে মালিক হিসাবে কর্মরত আছেন। তবে তিনি গত তিন দশক ধরে কারি ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত।

টিপু রহমান দেশে-বিদেশে অসংখ্য কারি ওয়ার্ডে ভূষিত হলেও এবার প্রথম আমেরিকাতে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডে সেরা কারি লিজেন্ড এওয়ার্ডে পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত অবর্মিত।

দেশে বিদেশে অনেক গন্যমান্য ব্যাক্তি টিপু রহমানের হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করেছেন।

তিনি সমাজসেবামূলক নানা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছেন। এছাড়া কমিউনিটিতে নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পুরস্কারও পেয়েছেন টিপু রহমান।

টিপু রহমান বলেন, আমার এই পুরস্কার আলাদা গুরুত্ব বহন করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আমার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দিলো।

এ দিকে, আমেরিকান এওয়ার্ড পাওয়ায় টিপু রহমান আমেরিকা থেকে নর্থাম্পটন আসলে তার মালিকানাধীন তামারিন্ড রেস্টুরেন্টে শনি নার রাতে এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তার রেস্টুরেন্টের স্টাফরা। কেক কাটার মাধ্যমে অনুস্টান শুরু হয়। টিপু রহমান এ এওয়ার্ড পাওয়ায় সবাই আনন্দিত।টিপু রহমানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন রাফি রহমান, অমি রহমান, ইকবাল, বাবর মিয়া, সোহেল আহমদ, মতিন মিয়া ও সেলিব্রিটি শেফ শামীম চৌধুরী সহ আর অনেকেই।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

টাওয়ার হ্যামলেটসের লেজার সার্ভিস ‘বি ওয়েল’ এর এক বছর পূর্তিঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যাপক প্রভাব

এক বছর আগে, টাওয়ার হ্যামলেটস লেজার সার্ভিস ‘বি-ওয়েল’ যাত্রা শুরু করেছিল বারার বাসিন্দাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা এবং শরীর চর্চায় নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিল বি ওয়েল। যার মাধ্যমে খুব সহজে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা পেতে শুরু করেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারারর বাসিন্দারা।

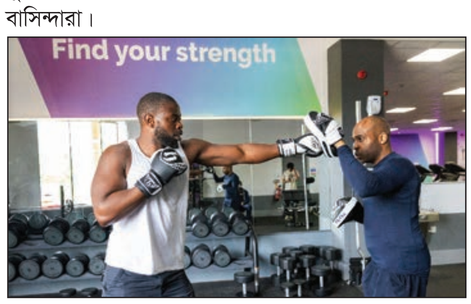

লেজার সার্ভিস প্রোভাইডার জিএলএল বেটার এর সাথে কাউন্সিলের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০২৪ সালের মে মাসে সরাসরি কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বি ওয়েল নামে ব্রান্ড নিউ লেজার সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, বারার সর্বস্তরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, শরীর চর্চায় আগ্রহ বাড়ানোসহ সামগ্রিকভাবে এমন একটা পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে কমিউনিটির নারী, মেয়ে, বয়োবৃদ্ধ এবং বারার যেসব বাসিন্দা দীর্ঘ মেয়াদী স্বাস্থ্য জটিলতা ভুগছেন, শরীর চর্চায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য সেবা গড়ে তোলা।

গত ১২ মাসে, ‘বি ওয়েল’ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করেছে। এই সময়ের মধ্যে বারার বিভিন্ন লেইজার সেন্টারে বারার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে শরীর চর্চায় যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে বৃটেন সফরে স্বাগত জানাতে বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ই জুন সোমবার বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা পূর্ব লণ্ডনের গ্রেটারক্স স্ট্রীটস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজ হকের সভাপতিত্বে ও কমিউনিটি নেতা আইউব করম আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের যুক্তরাজ্যে সরকারী সফরকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন -কে এম আবুতাহের চৌধুরী, আলহাজ্ব রফিক উল্লাহ, ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ, সাবেক সিভিক মেয়র সলিসিটর শফিকুল হক, সাবেক সিভিক মেয়র আব্দুল আসাদ, ব্যারিষ্টার আব্দুস শহীদ, কাউন্সিলার ওসমান গনি, ব্যারিষ্টার এনামুল হক, একাউন্টেন্ট নুরুল আলম, ব্যারিষ্টার জুনায়েদ আহমদ, সাবেক এমপি পদপ্রার্থী আবজল মিয়া, আব্দুস শুকুর খালিসাদার, মোহাম্মদ আব্দুর রব, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সৈয়দ মোশতাক আহমদ, সৈয়দ জিল্লুল হক, শায়েখ ওয়াহিদ সিরাজী, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, সাবেক কাউন্সিলার জয়নাল চৌধুরী, মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন, মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী, শাহ মালিক মর্তুজা, মিসেস নাহিদ নাজিয়া, ডাঃ শাহীন আক্তার, আনসার মিয়া, হাজী ফারুক মিয়া, আনোয়ার হোসেন শাওন, সাংবাদিক আমিনুর চৌধুরী, কবি আবুল হোসেন, রিয়াজ উদ্দিন, আজম আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা -বাংলাদেশের সরকার প্রধান নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে 'কিং চার্লস হারমনি এওয়ারড 'প্রদান করার সিদ্ধান্তে বৃটেনের মহামান্য রাজা চার্লসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে অভিনন্দন জানান।

সভায় আগামী ১০ই জুন বিকাল ৫ টায় ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি সম্মান জানিয়ে আলতাব আলী পার্কে আহুত সমাবেশের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা হয় এবং এই সমাবেশে সবাইকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়।

সভায় প্রফেসার ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাবী দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি পেশ ও বিমান বন্দরে স্বাগত জানানোর প্রস্তাব করা হয়।

সভায় ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে সহযোগিতা ও সমর্থন করার জন্য 'ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটি কোয়ালিশন 'নামে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠণ করা হয়।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র ইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১০ জুন ২০২৫ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম সভা পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

এসিসটেন্ট ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম, এডুকেশন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ইসি মেম্বার আবজল হোসেন, খালেদ

সভায় রামাদান যাকাত ফান্ড বাংলাদেশে গত ২৫ মার্চ ২০২৫ ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ ও ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সংশ্লিস্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণ হাউস থেকে রেন্ট বাবৎ সংগৃহিত পাউন্ড দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে ঘরহীন মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঘর নির্মান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খর্দাপাড়া গ্রামে ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রথম ঘর নির্মাণের পরেই দ্বিতীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

আগামী জুলাই মাস ২০২৫ এর শেষের দিকে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হবে।

আগামী ১৭ আগস্ট ২০২৫ ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আহবান জানানো হয়, বিস্তারিত পরবর্তীতে জানানো হবে।

আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৫ এডুকেশনাল এওয়ার্ড ও বৃটেনের কাউন্সিল নির্বাচনে নির্বাচিত ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী মেয়র, কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন, আজিজুর রহমান।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় উপস্থিত সকলেই আগামীর পথচলায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত মানবতার কল্যানে গৃহিত সকল পদক্ষেপে ঢাকাদক্ষিণবাসী ও সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অতীতের মতোই অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় সরকারের সার্কেল পঞ্চায়েত এবং সরপঞ্চদের উপর স্মারক গ্রন্থ "কালের অভিযান" এর মোড়ক উন্মোচন

ব্রিটিশ শাসনামলে নবীগঞ্জ থানার (বর্তমান সিলেট বিভাগ) ৩৯ নম্বর সার্কেল পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ শ্রীমান সনাতন-দীননাথ দাস এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের স্মারক গ্রন্থ 'কালের অভিযান'-এর মোড়ক উন্মোচন এবং পাঠ প্রতিক্রিয়া বই বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১১ জুন) ২০২৫ বিকেলে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার মুক্তাহার গ্রামের 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস পাঠাগার'-এর সনাতন-দীনানাথ পাঠ কক্ষে সনাতন-দীননাথ কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক রত্না দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কলেজ পরিদর্শক মো. শোয়েব আহমেদ।

সভার শুরুতে শ্রীমান সনাতন দাস এবং শ্রীমান দীননাথ দাসের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সনাতন-দীননাথ কল্যাণ ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক রত্নদীপ দাস (রাজু) এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ৭ নম্বর করগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছাইম উদ্দিন, দিনারপুর কলেজের অধ্যক্ষ তনুজ রায়, হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মো. মোতাহের তরফদার, হাজী আনজব আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিয়াজুল করিম চৌধুরী জানু, নবীগঞ্জ উপজেলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কাঞ্চন বণিক, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (পিওজিআইপি) শাকিল আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা শ্রী রাসমোহন দাস, নবীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং আইডিয়াল ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি সলিল বরণ দাস, নবীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম.এম মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন - শ্রীমান সনাতন দাস এবং শ্রীমান দীননাথ দাস তাদের জীবনের একটি বিরাট অংশ জনসেবায় ব্যায় ছিলেন। স্থানীয় সরকারের সার্কেল পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ হিসেবে তাদের ভূমিকা, স্বদেশী আন্দোলন এবং এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা তাদের ব্যক্তিত্বকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই মহান কর্মকান্ড সনাতন-দীননাথ ভাইদের অমর করে তুলেছে। সেই কারণেই পার্থিব মৃত্যুর এত বছর পরেও তারা তাদের নিজস্ব মহিমায় বেঁচে আছেন।

উল্লেখ্য, স্মারক গ্রন্থ 'কালের অভিযান' এর সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক মতিয়ার চৌধুরী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ও গবেষক। দক্ষ সম্পাদকমণ্ডলীর গবেষণামূলক রচিত একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- লেখক ও সাংবাদিক শাহ আতিকুল হক কামালী, কবি ও সাংবাদিক মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, লেখক, গবেষক ও শামসুল আমিন, সংগঠক ও সমাজকর্মী জার্নেল চৌধুরী জনি, সাংবাদিক ও গীতিকার মুজিবুর রহমান মুজিব, লেখক ও গবেষক রত্নদীপ দাস রাজু। শ্রীমান সনাতন দাস এবং শ্রীমান দীননাথ দাসের জীবনী ছাড়াও, উক্ত স্মারক গ্রন্থে বৃহত্তর সিলেটের ১২০টি সার্কেল পঞ্চায়েত এবং তাদের সরপঞ্চ এবং সহকারী সরপঞ্চ (সরপঞ্চায়েত/সদস্য) এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং সরপঞ্চদের জীবনী নিয়ে এর আগে এমন কোনও বই প্রকাশিত হয়নি। স্মারক গ্রন্থ কালের অভিযান বৃহত্তর সিলেটের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে, এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের উপকারে আসবে।

দক্ষিণ সুরমা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের প্লটারী অনুষ্ঠিত হয়েছে

খালেদ মাসুদ রনি: দক্ষিণ সুরমা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের প্লেয়ারদের গ্রুপ ভাগাভাগি লটারী অনুষ্ঠিত হয়েছে।এ উপলক্ষে গতকাল বিকাল ৭ টায় লন্ডনের বেথনালগ্রীন রোডের দেশী লাউনজ রেস্টুরেন্টে লাইভ ড্র এর আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ সুরমা স্পোর্টস অসোসিয়েশনের ব্যাডমিন্টন কোঅর্ডিনেটর এবং ইউনাইটেড কিংডম ব্যাডমিন্টন কমিউনিটির এডমিন মোঃ সুহেদ আহমেদ এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ সুরমা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আখতার হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকিত নানু মিয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন, ট্রাজারার নিজাম উদ্দিন, আজমল হোসেন, খালেদ, ইউ কেবিসি এডমিন আবু মনসুর এবং মনসুর হাসান চৌধুরী ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার শেখ তানভীর, ফাহিম আহমেদ। উক্ত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট টি ইউ কেবিসি এবং বিবিএফইউকে এর সহযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভায় জানানো হয়, আগামী ১৫ জুন রোজ রবিবার waterside farm leisure Centre, Canvey Island, Essex, United Kingdom এ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট টি অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সর্বমোট ৭৪টিম অংশগ্রহণ করছে। টুর্নামেন্টের প্রথম পুরস্কার ৬০০ পাউন্ড এবং ট্রফি, ২য় পুরস্কার ৩০০ পাউন্ড এবং ট্রফি, তৃতীয় পুরস্কার ১০০ পাউন্ড এবং ট্রফি। খেলাটি দুইটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হবে, ক্যাটাগরি সি এবং ক্যাটাগরি ডি। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টটি weweGd uk listing মোতাবেক পরিচালিত হবে।

এনটিভি ইউরোপ-এর বিশ্বনাথ প্রতিনিধি হলেন আক্তার আহমদ

খালেদ মাসুদ রনি: লন্ডন থেকে প্রচারিত জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন এনটিভি ইউরোপ-এর সিলেটের বিশ্বনাথ প্রতিনিধি হলেন সাংবাদিক আক্তার আহমদ শাহেদ। সম্প্রতি এনটিভি ইউরোপ কর্তৃপক্ষ তাকে এ নিয়োগ দেন। সাংবাদিক আক্তার আহমদ শাহেদ দীর্ঘ ১০বৎসর যাবৎ দৈনিক মানবজমিন ও শ্যামল সিলেটের বিশ্বনাথ প্রতিনিধি হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আক্তার নামেও পরিচিত। তিনি বর্তমানে বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ

সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের দুইবারের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এনটিভি ইউরোপ-এর সিলেটের বিশ্বনাথ প্রতিনিধি হিসাবে আক্তার আহমদ শাহেদকে দায়ীত্ব প্রদান করায় কতৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, প্রবাসী নেতৃবৃন্দসহ সকল সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। একই সাথে তিনি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংবাদ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ করেছেন। মোবাইল +৮৮০১৭৯০৮৭৪৯৮৩।

বার্মিংহাম আনজুমানে আল ইসলাহর ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান

বার্মিংহাম আনজুমানে আল ইসলাহর ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান গত ১১ জুন ২০২৫ইং বুধবার , সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকার সময় আস্টন বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। বার্মিংহাম আনজুমানে আল ইসলাহর সভাপতি মাওলানা বদরুল হক খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি হাফিজ শামীম আল মামুন (রুমেল)এর উপস্থাপনায় আষ্টনের বাংলাদেশ মাল্টি পারপাস সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সেক্রেটারী মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আলহুমায়দী ,এডিংটন জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা নুরুল আমিন , মাওলানা দেলোওয়ার

হোসেন, এডিংটন জামে মসজিদের সভাপতি হাজী সফিকুর রহমান চৌধুরী (গনি) ,হাফিজ এমদাদুর রহমান খান, হাজী সাহাব উদ্দিন, আহমেদ নাফিজুর রহমান , হাফেজ আবুল হোসেন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ। পরিশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্যদের ঈদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠনের ধারাবাহিক কাজের গতি আরও বৃদ্ধি করার আহবান জানিয়ে বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রবাসীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ মার্কেট দখলে বিএনপি-আ'লীগ একজোট

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা মিলে জবরদখল করে নিলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী এক পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পুরো মার্কেট। মারপিট করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহজাহান হোসেনকে। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজারে। এ ব্যাপারে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী যুক্তরাজ্য প্রবাসী জাহাঙ্গীর হোসেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে অভিযোগ পেশ করেছেন। জাহাঙ্গীর হোসেন লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের (CSO) একজন কর্মকর্তা। গত ৯ জুন লন্ডন সময় দুপুরে তিনি হাই কমিশনার বরাবরে এ অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

পেশকৃত অভিযোগপত্র সুত্রে জানা গেছে, ছাতক উপজেলার জাউয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ওয়াশিদ আলীর পরিবার দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ পুরো পরিবার নিয়ে লন্ডনে বসবাস করেন। লন্ডনে তাদের পরিবারের প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। পাশাপাশি পৈতৃক এলাকা স্থানীয় জাউয়াবাজারেও রয়েছে 'হাজী ওয়াশিদ আলী কমপ্লেক্স' নামে একটি মার্কেট। শুধু মার্কেট নয় এই মার্কেটের মধ্যেই রয়েছে বড় পরিসরে তাদের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নিজেরা প্রবাসে থাকায় মার্কেটের ভাড়া আদায় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার জন্য স্থানীয় কয়েকজন পরিচিত লোককে কেয়ারটেকার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এতোদিন নিয়োজিত কর্মচারিরা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করলেও ইদানিং কিছুদিন থেকে তারা নিয়মমাফিক আদায়কৃত অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিল না। যোগাযোগের চেষ্টা করলেও নানা অজুহাতে ওরা এড়িয়ে যেতো। বিষয়টি নিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন সন্দিহান হয়ে গত ১৩ মার্চ ছোট ভাই শাহজাহান হোসেনকে দেশে পাঠান।

শাহজাহান হোসেন দেশে এসে নিয়োজিত কর্মচারিদের কাছে মার্কেট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসেব চাইলে ওরা দিমু-দিচ্ছি করে অহেতুক কালক্ষেপন করতে থাকে। তাদের আচরণে শাহজাহান হোসেন ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে নিয়োজিত কর্মচারিদের অপসারণ করে আপাতত নিজ দায়িত্বে মার্কেট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জাউয়া গ্রামের মৃত আরশাদ আলীর ছেলে, জাউয়াবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সাবেক নেতা আলমগীর হোসেন (৫৩)-এর যোগসাজশে একই গ্রামের মৃত জুবেদ আলীর ছেলে, জাউয়াবাজার ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সভাপতি, ছাতক উপজেলা বিএনপি'র বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য এনাম উদ্দিন (৫৫) ও স্থানীয় খিদ্রাকাপন গ্রামের মৃত আরজু মিয়া তালুকদারের ছেলে, জাউয়াবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের একাংশের সভাপতি, অত্র অঞ্চলের সন্ত্রাসের গডফাদার, চিহ্নিত চাঁদাবাজ, সম্প্রতি কারাভোগ করে ফিরে আসা রেজা মিয়া তালুকদার (৫৯)-এর যৌথ নেতৃত্বে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে শাহজাহান হোসেন জাউয়াবাজার ব্যবসা সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে বিচারপ্রার্থী হন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বিধায় এনাম উদ্দিন ও রেজা মিয়ারা সালিশ প্রক্রিয়া উপেক্ষা করতে থাকেন। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দকে অবগত করে শাহজাহান হোসেন গত ১৫ এপ্রিল দুপুরে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ করে দেন।

এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উপরোক্ত দুই দলের নেতারা গত ২৬ এপ্রিল রাতে নিকটবর্তী শান্তিগঞ্জ উপজেলার বেতকোনা গ্রামের সাহাব উদ্দিনের ছেলে আবু ইসফাক (৩০), একই উপজেলার খাড়ারাই গ্রামের মৃত আব্দুস শহীদের ছেলে হেলাল উদ্দিন (৪০), ছাতক উপজেলার চেচান গ্রামের জহুর আলীর ছেলে জুবেল আহমদ (২৭) সহ অজ্ঞাতনামা আরো ৭/৮ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে সাথে নিয়ে মার্কেটে এসে গ্রাইন্ডার মেশিন দিয়ে দোকানকোটার সাটারিং-এর দরোজা কেটে জোরপুর্বক দখল করে নেয়। খবর পেয়ে প্রবাসী শাহজাহান হোসেন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দখলবাজদের অন্যায়-অপকর্মে বাঁধা প্রদান করলে সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে আহত করে। হামলাকারীদের মারমুখী আচরণে ভীত হয়ে স্থানীয় লোকজন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। কিছুক্ষণ পরে জাহাঙ্গীর হোসেনদের আত্মীয়-স্বজন ও বাজার ব্যবসায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত শাহজাহান হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হামলাকালে সন্ত্রাসীরা জাহাঙ্গীর হোসেনদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে থাকা সিসি টিভি ক্যামেরা, কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, মনিটর, ডেকোরেশন সামগ্রী ভাংচুর করে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিসাধন করে। এ সময় হামলাকারিরা গালাগালি করে হুংকার দিয়ে বলে, 'কেউ যদি তাদের কোন কর্মকান্ডের প্রতিবাদ বা বাঁধা সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে শাহজাহান হোসেন ও তাদের আত্মীয়দের সাথে ওদেরও খুন করা হবে। বর্তমান সময়ে দেশে তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। পুলিশও তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যাবে না।'

প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং ছোট ভাই শাহজাহান হোসেনের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর শংকা দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে লন্ডনে ফিরিয়ে নেয়া হয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রবাসী জাহাঙ্গীর হোসেনদের মালিকানাধীন মার্কেট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখনও অবৈধ দখলদারদের কাছে জিম্মি থাকায় প্রবাসী পরিবারটি চরম হতাশ ও বিক্ষুব্দ। নিরীহ প্রবাসীর উপর অন্যায় হামলার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং জবরদখলে থাকা সম্পত্তি উদ্ধারে দেশের আইন-শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনীকে বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে হাই কমিশনারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

অভিযোগপত্রে আরো বলা হয়, রাজনৈতিক মতাদর্শে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গরা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মতাবলম্বী হলেও দুর্নীতি ও অপকর্মে ওরা এক ও অভিন্ন। যে কারণে কোন কোন অভিযুক্ত সদ্যক্ষমতাচ্যূত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও অভিযুক্তদের কেউ কেউ বিএনপি রাজনীতির মতাদর্শে বিশ্বাসী ও বড় মাপের নেতাও বটে। তবে জবরদখল বা অন্যায় স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভিন্নতা তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি। উভয়দলের স্থানীয় দুর্নীতিবাজ নেতারা মিলেমিশে চাঁদাবাজি, জবরদখল আর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার মতো অপকর্মে লিপ্ত।

উল্লেখ্য, বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে এভাবে আরো কিছু দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো-২)'র তত্বাবধানে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)'র অনুকূলে ছাতক উপজেলার চাউলির হাওরের বিনন্দপুর, কোনাপাড়া, বড়বিল এলাকায় প্রায় পৌণে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ৯৭১ মিটার ডুবন্ত বাঁধ সংস্কার ও মেরামত প্রকল্পে কাজ শুরু হয়। এ কমিটিতে সদস্য সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন এনাম উদ্দিনের ছেলে এহসানুল হক। আর সদস্য হিসেবে বাকি ৫ জনের মধ্যে যারা রয়েছেন, এনাম উদ্দিনের তৃতীয় ছেলে রেদোয়ান। অনুরূপ এনাম উদ্দিন সরকারি একটি ডিপ টিউবওয়েল বেআইনীভাবে বড় ছেলে এহসানুল হকের নামে নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় স্থাপন করেছেন। এভাবেই চলছে দ্বি-দলীয় ভাগ-বাটোয়ারার রাজনীতি।

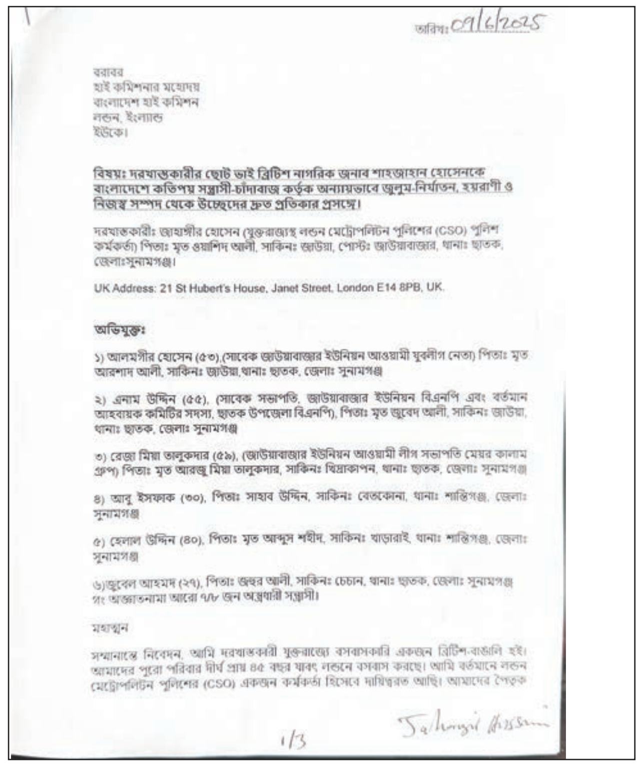

তারিখঃ 09/6/2025

বরাবর
হাই কমিশনার মহোদয়
বাংলাদেশ হাই কমিশন
লন্ডন, ইংল্যান্ড
ইউকে।

বিষয়ঃ দরখাস্তকারীর ছোট ভাই ব্রিটিশ নাগরিক জনাব শাহজাহান হোসেনকে বাংলাদেশে কতিপয় সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ কর্তৃক অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্যাতন, হয়রাণী ও নিজস্ব সম্পদ থেকে উচ্ছেদের দ্রুত প্রতিকার প্রসঙ্গে।

দরখাস্তকারীঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (যুক্তরাজ্যস্থ লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের (CSO) পুলিশ কর্মকর্তা) পিতাঃ মৃত ওয়াশিদ আলী, সাকিনঃ জাউয়া, পোস্টঃ জাউয়াবাজার, থানাঃ ছাতক, জেলাঃসুনামগঞ্জ।

UK Address: 21 St Hubert's House, Janet Street, London E14 8PB, UK.

অভিযুক্তঃ

১) আলমগীর হোসেন (৫৩),(সাবেক জাউয়াবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগ নেতা) পিতাঃ মৃত আরশাদ আলী, সাকিনঃ জাউয়া,থানাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

২) এনাম উদ্দিন (৫৫), (সাবেক সভাপতি, জাউয়াবাজার ইউনিয়ন বিএনপি এবং বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য, ছাতক উপজেলা বিএনপি), পিতাঃ মৃত জুবেদ আলী, সাকিনঃ জাউয়া, থানাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

৩) রেজা মিয়া তালুকদার (৫৯), (জাউয়াবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি মেয়র কালাম গ্রুপ) পিতাঃ মৃত আরজু মিয়া তালুকদার, সাকিনঃ খিদ্রাকাপন, থানাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

৪) আবু ইসফাক (৩০), পিতাঃ সাহাব উদ্দিন, সাকিনঃ বেতকোনা, থানাঃ শান্তিগঞ্জ, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

৫) হেলাল উদ্দিন (৪০), পিতাঃ মৃত আব্দুস শহীদ, সাকিনঃ খাড়ারাই, থানাঃ শান্তিগঞ্জ, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

৬)জুবেল আহমদ (২৭), পিতাঃ জহুর আলী, সাকিনঃ চেচান, থানাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ
গং অজ্ঞাতনামা আরো ৭/৮ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী।

মহাত্মন

সম্মানান্তে নিবেদন, আমি দরখাস্তকারী যুক্তরাজ্যে বসবাসকারি একজন ব্রিটিশ-বাঙালি হই। আমাদের পুরো পরিবার দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ লন্ডনে বসবাস করছে। আমি বর্তমানে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের (CSO) একজন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত আছি। আমাদের পৈতৃক

1/3

Jahangir Hussain

গরমে পুড়ছে সিলেট

সিলেট অফিস : ঈদের দিন থেকেই গরমে পুড়ছে সিলেট। বুধবার সিলেটের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৫ ডিগ্রি থাকলেও অনুভূতি ছিল ৪৪ ডিগ্রির কোঠায়। কড়া রোদ আর ভ্যাপসা গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে গরমে। অনেকে কোরবানির গোশত খাওয়া বাদ দিয়ে সবজি, মাছ দিয়ে খাবার খাচ্ছেন। এই অবস্থায় তাপমাত্রা কমে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। তবে তাপমাত্রা কমলেও ভ্যাপসা গরম জুন পর্যন্ত অব্যহত থাকবে বলে জানিয়েছে তারা।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে সিলেটসহ সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। একইসঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, সিলেট চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি বর্ষণ হতে পারে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, বুধবার সিলেট বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু কিছু জায়গা থেকে প্রশমিত হতে পারে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো, হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। এসময় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সিলেট, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো, হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো, হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

রোববার (১৫ জুন) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো, হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বর্ধিত ৫ দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে এবং তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

দিরাইয়ে ২৪ কোরআনে হাফেজকে সংবর্ধনা

সিলেট অফিস : সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে ২৪ জন কোরআনে হাফেজদের সংবর্ধনা দিলো উপজেলার সরমঙ্গল ইউনিয়নের ধনপুর সমাজ কল্যাণ সংগঠন।

মঙ্গলবার (১০ জুন) সকাল ১১টায় ধনপুর মাদ্রাসায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সংগঠনের উপদেষ্টা মাওলানা কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা মঈন উদ্দিন চিশতির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাপ মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর জাফর সিদ্দিকী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস'র সিনিয়র রিপোর্টার সৈয়দ এলতেফাত হোসাইন, সাংবাদিক আমির মাহবুব, যুবদল নেতা নাসির উদ্দীন, মাওলানা মিনার উদ্দীন, ছাত্রদল নেতা শাহিন আহমদ।

এ সময় বক্তারা বলেন, কোরআনে হাফেজদের সংবর্ধনার মধ্যে আজকে তাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষাকে বাঁকা চোখে দেখে। আমরা কোরআনে হাফেজদের হিফজের পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্য কোন পেশায় যেতে প্রতিবন্ধকতা দেখি না। আমাদের প্রত্যাশা আজকের সংবর্ধিত হাফেজরা আগামী দিনে দেশ ও দশের কল্যাণে কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে সক্ষম হবে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA
QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

চারদিনের মধ্যে জকিগঞ্জের বেড়িবাঁধ মেরামত না করলে দুর্বার আন্দোলন

সিলেট অফিস : জকিগঞ্জের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন। আগামী ৪ দিনের মধ্যে ভাঙা বেড়িবাঁধগুলো জরুরি মেরামতের ব্যবস্থা না করলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর থেকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীতে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। এতে একদিকে দেশের মানচিত্র ছোট হচ্ছে। আবার অন্যদিকে লোকজন বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন। প্রতি বছর দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ বন্যা কিন্তু সংশ্লিষ্টরা উদাসীন।

এমন পরিস্থিতিতে জকিগঞ্জ জনদাবী আদায় পরিষদের আহবায়ক ও জকিগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মুফতি আবুল হাসান এবং সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর মোস্তাক আহমদের আহবানে মঙ্গলবার জকিগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সর্বদলীয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জনদাবী আদায় পরিষদের আহবায়ক ও জকিগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মুফতি আবুল হাসানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর মোস্তাক আহমদের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য দেন জকিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ইকবাল আহমদ তাপাদার, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও জকিগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম রোকবানী চৌধুরী জাবেদ, খেলাফত মজলিস সিলেট জেলা সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুখলিছুর রহমান, জকিগঞ্জ উপজেলা জমিয়তের সহসভাপতি মাওলানা বিলাল আহমদ ইমরান, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুছব্বির, ইসলামী আন্দোলন জকিগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি হেকিম সিহাব আহমদ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী সারওয়ার হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জকিগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালিক, জকিগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি মাসুক উপজেলা জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস শহিদ, জকিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি রহমত আলী হেলালী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক মুন্না, সহ সাধারণ সম্পাদক মুর্শেদ আলম লস্কর, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলা উদ্দিন তাপাদার, ইসলামি আন্দোলন উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জয়নুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শিব্বির আহমদ রনি, সোনার বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি জাফরুল ইসলাম, শ্রমিক জমিয়তের জকিগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আফতাব উদ্দীন নোমানী, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ জকিগঞ্জ উপজেলা নেত মাওলানা ফদ্বলুর রহমান, পৌর আল ইসলাহ সভাপতি কাজী হিফজুর রহমান, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারী আবু রুশদ মো. ইকবাল, যুব জামায়াতের জকিগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবিদুর রহমান, বারঠাকুরী ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন, ব্যবসায়ী আতিকুর রহমান, জকিগঞ্জ প্রেসক্লাব সদস্য ওমর ফারুক, প্রবাসী কয়েছ আহমদ প্রমুখ।সিলেট জেলায় ট্যুরিস্ট স্পট।

অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা বলেন, সারা দেশের নদী ভাঙ্গন আর জকিগঞ্জের নদী ভাঙ্গন এক নয়। এখানে নদী ভাঙ্গনের ফলে দেশের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে। দেশের মাটি ভারতের দখলের চলে যাচ্ছে। জকিগঞ্জের মানুষ ভিটেমাটি হারা হচ্ছে। শত-শত একর ফসলী জমি, ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট হারিয়ে আজ জকিগঞ্জ উপজেলাবাসীর চরম কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন ছাড়া কার্যকরী কোন প্রদেক্ষেপ নিচ্ছে না। চলিত সপ্তাহে নদীর পানি কমলেও এখনো জরুরী মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। বক্তারা হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আগামী ৪ দিনের মধ্যে ভাঙ্গনের স্থানগুলো জরুরী মেরামতের ব্যবস্থা না করলে জকিগঞ্জ জনদাবী আদায় পরিষদের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিয়ে করলেই নাগরিকত্ব পাবেন যেসব দেশের

দেশ আছে, যেসব দেশের নাগরিকদের বিয়ে করলে পেয়ে যাবেন সেই দেশের নাগরিকত্ব। কোনো কোনো দেশে এটি হয় খুব সহজ প্রক্রিয়ায়, আবার কোনো দেশে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলেই মেলে নতুন পাসপোর্ট। চলুন, জানা যাক এমনই কয়েকটি দেশ সম্পর্কে, যেসব দেশ তাদের নাগরিককে বিয়ে করার মাধ্যমে বৈধ উপায়ে নাগরিকত্ব দেয়।

কেপ ভার্ড

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পশ্চিম আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্ড। এটি এমন একটি দেশ, যেখানকার নাগরিককে বিয়ের পরই আপনি সেই দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন, কোনো কালক্ষেপণ না করে। তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বৈধভাবে কেপ ভার্ডের নাগরিককে বিয়ে করতে হবে। নাগরিকত্বের যোগ্যতা অর্জনের জন্য দেশটিতে বসবাসের পূর্বশর্তও নেই। কাজেই প্রক্রিয়াটি সহজ ও সময় সাশ্রয়ী।

স্পেন

দক্ষিণ ইউরোপের সবচেয়ে বড় দেশ স্পেন, যেখানে আপনি কেবল এক বছরেই পেতে পারেন নাগরিকত্ব। স্পেনের আইনে বলা আছে, স্প্যানিশ নাগরিককে বিয়ে করলে তাঁর সঙ্গে এক বছরের বসবাসেই আপনি স্পেনের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন। একবার এই দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে এর পাশাপাশি আপনি পাবেন লাতিন আমেরিকা, ফিলিপাইন, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশের দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা। নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য আপনার লাগবে স্প্যানিশ নাগরিককে বিয়ের বৈধ সনদ ও একসঙ্গে বসবাসের প্রমাণ। এ ছাড়া স্প্যানিশ ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা ও তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও অনেক সময় কাজে লাগে।

আর্জেন্টিনা

ফুটবলপ্রেমী অনেকের কাছেই এক আবেগের নাম আর্জেন্টিনা। স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি পেয়ে যেতে পারেন, যদি বিয়ে করেন আর্জেন্টিনার কোনো নাগরিককে। মাত্র দুই বছর পরই আপনি নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বৈধ বিয়ের প্রমাণের পাশাপাশি লাগবে সেই দেশে কোনো অপরাধ না করার প্রমাণ ও সাধারণ স্প্যানিশ ভাষার জ্ঞান।

মেক্সিকো

মেক্সিকোর আইন অনুযায়ী, একজন মেক্সিকান নাগরিককে বিয়ে করলে তাঁর সঙ্গে মাত্র দুই বছর বসবাস করলেই আপনি দেশটির নাগরিকত্ব পেতে পারেন। তবে এর জন্য আপনার থাকতে হবে স্প্যানিশ ভাষার মৌলিক দক্ষতা, বিয়ের বৈধ সনদ ও একসঙ্গে বসবাসের প্রমাণ। সবচেয়ে ভালো দিক হলো, মেক্সিকোর নাগরিকত্ব পেলেও আপনি আগের দেশের পাসপোর্ট রাখতে পারবেন। এই দেশে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক কম এবং দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নিকটবর্তী।

তুরস্ক

অনেকের কাছেই 'ড্রিম ডেসটিনেশন' বা স্বপ্নের গন্তব্য তুরস্ক। অপরূপ তুরস্কে বিয়ের পর তিন বছর একসঙ্গে থাকলেই মেলে নাগরিকত্ব। মজার বিষয় হলো, লাতিন আমেরিকা বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো তুরস্কের নাগরিকত্বের জন্য সেই দেশের ভাষা বা সংস্কৃতি জানার প্রয়োজন নেই। তিন বছর একসঙ্গে বৈধভাবে দাম্পত্য জীবন কাটালেই করতে পারবেন নাগরিকত্বের আবেদন। এ ছাড়া তুরস্কের নাগরিক হলে আপনি পাবেন এক বিশেষ সুবিধা। তুরস্কের পাসপোর্ট দিয়ে পৃথিবীর ১১০টিরও বেশি দেশে ভিসা ফ্রি বা ভিসা অন অ্যারাইভাল সুবিধা পাওয়া যায়।

সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ড সাধারণভাবে কঠোর অভিবাসন নীতির দেশ হলেও বৈধ বিয়ের মাধ্যমে দেশটিতে নাগরিকত্বের সুবিধা পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াটি বেশ সহজও বটে। আপনার স্বামী বা স্ত্রী যদি সুইস নাগরিক হন এবং আপনারা যদি তিন বছর একসঙ্গে থাকেন, তাহলে পাঁচ বছর বসবাসের পর আপনি নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। আপনি যদি দেশের বাইরেও থাকেন, তারপরও ছয় বছরের বিবাহিতকাল অতিক্রান্ত হলেই আবেদন করতে পারবেন নাগরিকত্বের জন্য। সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্বের প্রক্রিয়া সাধারণত বেশ দ্রুত সম্পন্ন হয়। একবার এই দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে আপনি পাবেন ইউরোপে বসবাসের সুযোগও। আবেদনের জন্য লাগবে সুইস সমাজে ভালোভাবে মিশে যাওয়ার প্রমাণ; যেমন সুইজারল্যান্ডের ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা; যেকোনো অপরাধমূলক কাজে যুক্ত না থাকার রেকর্ড ও বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় আছে, এমন প্রমাণ।

গ্রেটা থুনবার্গকে বহিষ্কার করল ইসরাইল

তাদের পক্ষে আইনি লড়াই করা অধিকার সংস্থা 'আদালাহ' বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আদালাহ আরো জানায়, স্বেচ্ছায় ইসরাইল ছাড়তে অস্বীকার করায় বাকি আটজনকে আটক করে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়।

ইসরাইলি বাহিনী সোমবার আন্তর্জাতিক জলসীমায় 'ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন' পরিচালিত জাহাজটিকে আটক করে। পরে সেটিকে আশদোদ বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আটককৃতদের তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। সেখান থেকে থুনবার্গ প্রথমে ফ্রান্স, পরে সুইডেন ফিরে যান।

প্যারিসের 'চার্লস দ্য গল' বিমানবন্দরে ২২ বছর বয়সী থুনবার্গ বলেন, 'আমাদের আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে অপহরণ করে জোর করে ইসরাইলে নেওয়া হয়েছে। এটি ইসরাইলের অসংখ্য অন্যায় কর্মকাণ্ডের মতো মানবাধিকারের আরো একটি চরম লঙ্ঘন।'

স্টকহোমে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি যা নিয়ে ভয় পাই, তা হলো গণহত্যার সময় মানুষের নীরবতা।'

এদিকে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল বারো জানান, জাহাজে থাকা ফরাসি চার কর্মীকে আদালতের মুখোমুখি করা হবে।

এরআগে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্সে'এক পোস্টে লিখেছিলেন, পাঁচজনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের আদালতে মামলা হবে এবং মাত্র একজন স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতে পারবেন।

বারো সাংবাদিকদের বলেন, 'ফরাসি কূটনীতিকরা ইসরাইলে থাকা ছয় ফরাসি নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেছেন। এছাড়া, স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়তে অস্বীকার করার মধ্যে রয়েছেন ফরাসি-ফিলিস্তিনি ইউরোপীয় এমপি রিমা হাসান।'

অন্য কর্মীরা ছিলেন ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, তুরস্ক, সুইডেন, স্পেন ও নেদারল্যান্ডসের নাগরিক। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া ও ইসরাইলি অবরোধ ভাঙা।

এদিকে 'প্রতীকী কর্মসূচি' হিসেবে, শত শত মানুষ তিউনিসিয়া থেকে লিবিয়া হয়ে গাজা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে।

জাতিসংঘ বলছে, গাজার সব বাসিন্দাই দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে।

-'মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহ'-

ম্যাডলিন আটক করার নিন্দা জানিয়েছে তুরস্ক। তারা এটিকে 'জঘন্য হামলা' বলেছে। ইরান একে আন্তর্জাতিক জলসীমায় 'ডাকাতি' বলে অভিহিত করেছে।

গত মে মাসেও ফ্রিডম ফ্লোটিলার আরেকটি জাহাজ 'কনসায়েন্স' মাল্টার আন্তর্জাতিক জলসীমায় ড্রোন হামলার শিকার হয়। তখন কর্মীরা ইসরাইলকে এর জন্য দায়ী করে।

২০১০ সালে ইসরাইলি কমান্ডোরা তুরস্কের 'মাভি মারমারা' জাহাজে অভিযান চালায়। এটি গাজার নৌ অবরোধ ভাঙার একটি চেষ্টা ছিল। ওই ঘটনায় ১০ জন বেসামরিক নিহত হন।

রোববার ইসরাইলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরাইল কাফজ বলেন, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের আগেও যে অবরোধ চালু ছিল, তা প্রয়োজন ছিল ফিলিস্তিনি সশস্ত্রদের অস্ত্র আমদানি রোধ করার জন্য।

তবে গাজায় মানবিক সংকট বাড়তে থাকায়, সাহায্য প্রবেশের জন্য ইসরাইলের ওপর চাপ বাড়ছে।

দুই মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি কিছু সরবরাহ আবার চালু হয়েছে। সরবরাহ কাজে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ)-এর সঙ্গে কাজ করছে ইসরাইল।

তবে মানবিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলো বলছে, গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ)-এর কার্যক্রম ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সমস্যা আছে। এসব কারণে জাতিসংঘ এ সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করেছে।

গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা জানায়, গত মে মাসের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত জিএইচএফ-এর বিতরণ কেন্দ্রগুলোর কাছে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দপ্তর (ওসিএইচএ) জানায়, গাজার উত্তরে ইসরাইলি সামরিক অভিযান তীব্র হয়েছে। বহু হতাহতের খবর মিলেছে।

একই দিন জাতিসংঘের একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন জানায়, গাজার স্কুল, উপাসনালয় ও সাংস্কৃতিক স্থানে ইসরাইলি হামলা 'যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার' শামিল।

তারা বলেছে, 'স্কুল ও উপাসনালয়ে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করে ইসরাইল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে।'

এ বিষয়ে ইসরাইলি প্রতিক্রিয়া জানতে এএফপি যোগাযোগ করেছে, তবে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানায়, মঙ্গলবার গাজা থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে। পরে তারা গাজার উত্তরের কয়েকটি এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরাইলের ১ হাজার ২১৯ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫৪ হাজার ৯৮১ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক। জাতিসংঘ এ সংখ্যা 'বিশ্বাসযোগ্য' বলে মনে করে।

৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় বন্দি হওয়া ২৫১ জনের মধ্যে এখনো ৫৪ জন গাজায় আটক আছে। এর মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

হজে গিয়ে ২২ বাংলাদেশির মৃত্যু

করেছেন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার গোলাম মোস্তফা (৫৮)। এ নিয়ে হজপালনে গিয়ে এখন পর্যন্ত ২২ বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ ও নারী দুইজন।

বুধবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টালের মৃত্যু সংবাদে এসব তথ্য জানা গেছে। যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে মক্কায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের, মদিনায় ৭ জন ও আরাফায় ১ জন।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টাল সূত্রে জানা যায়, এ বছর হজে গিয়ে গত ২৯ এপ্রিল প্রথম মারা যান রাজবাড়ীর পাংশার মো. খলিলুর রহমান (৭০)। এরপর ২ মে মারা যান কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের মো. ফরিদুজ্জামান (৫৭), ৫ মে মারা যান পঞ্চগড় সদরের আল হামিদা বানু (৫৮), ৭ মে মারা যান ঢাকার মোহাম্মদপুরের মো. শাহজাহান কবির (৬০) এবং ৯ মে মারা যান জামালপুরের বকশিগঞ্জের হাফেজ উদ্দিন (৭৩), ১০ মে মারা যান নীলফামারী সদরের বয়েজ উদ্দিন (৭২), ১৪ মে মারা যান চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের মো. অহিদুর রহমান (৭২), ১৭ মে মারা যান গাজীপুর সদরের মো. জয়নাল হোসেন (৬১) এবং ১৯ মে মারা যান চাঁদপুরের মতলবের আ. হান্নান মোল্লা (৬৩) ও ২৪ মে রংপুরের পীরগঞ্জের মো. সাহেব উদ্দিন।

এ ছাড়া ২৫ মে মারা গেছেন চাঁদপুরের কচুয়ার বশির হোসাইন (৭৪), ২৭ মে মারা যান চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের শাহাদাত হোসেন, ২৯ মে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার মো. মোস্তাফিজুর রহমান(৫৩), একই দিন মাদারীপুর সদরের মোজলেম হাওলাদার (৬৩), গাজীপুরের টঙ্গীর পূর্ব থানার আবুল কালাম আজাদ (৬২), গত ১ জুন মারা যান, গাজীপুরের পুবাইলের মো. মফিজ উদ্দিন দেওয়ান (৬০) ও নীলফামারীর সৈয়দপুরের মো. জাহিদুল ইসলাম (৫৯), ৫ জুন মারা যান ঢাকার কেরানীগঞ্জের মনোয়ারা বেগম মুনিয়া, ৬ জুন খুলনার বটিয়াঘাটা এলাকার শেখ মো. ইমারুল ইসলাম, ৭ জুন নোয়াখালীর সোনাইমুড়ির মো. মুজিব উল্যা ও ৯ জুন মারা যান গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের এ টি এম খায়রুল বাসার মন্ডল।

হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার প্রথম ফ্লাইট ছিল ২৯ এপ্রিল আর শেষ ফ্লাইট ৩১ মে। হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট শুরু হয় গত মঙ্গলবার (১০ জুন)।

এ দিন সকাল ১০টা ৫৪ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 'এসভি-৩৮০৩' ৩৭৭ হাজিকে নিয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। হজযাত্রীদের শেষ ফিরতি ফ্লাইট ১০ জুলাই।

বিশ্বে নজিরবিহীনভাবে কমছে জন্মহার

তাঁর স্বামী কাজ করেন একটি টায়ার কোম্পানিতে। ছোট্ট এই সংসারে একটি সন্তানের লালনপালনের খরচ ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। সন্তানের স্কুলের ফি, স্কুল বাসের খরচ, সাঁতারের ক্লাসের উচ্চ ব্যয়ভার জোগাতে হয়। নম্রতা বলেন, আমরা শুধু বিদ্যালয়েই যেতাম। সহপাঠ্য বলে কিছু ছিল না। কিন্তু এখন খেয়াল রাখতে হয় সন্তানরা আর কী কী করতে পারে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নম্রতা যে পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন, এটা ক্রমেই একটি বৈশ্বিক ধাঁচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান নিতে পারছেন না। এ জন্য সন্তানের লালনপালনের বাড়তি খরচ ও উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবকে অন্যতম কারণ বিবেচনা করা হচ্ছে।

১৪টি দেশের ১৪ হাজার মানুষের ওপর সন্তান নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জরিপ চালিয়েছে ইউএনএফপিএ। পাঁচজনের মধ্যে একজন বলেছেন, তাদের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক সন্তান হয়নি বা তারা সন্তানের আশাও করেননি। থাইল্যান্ড, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, জার্মানি, সুইডেন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জরিপটি করা হয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এসব দেশে বসবাস করে। এর মধ্যে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ- তিন ধরনের আয়ের দেশ রয়েছে। জরিপ করা হয়েছে, তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজননের সময়সীমা পেরিয়ে গেছে, এমন মানুষের মধ্যে।

ইউএনএফপিএর প্রধান নাতালিয়া কানেম বলেন, বিশ্বজুড়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার নজিরবিহীনভাবে কমে গেছে। জরিপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ মানুষ দুই বা ততোধিক সন্তান চান। কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত পরিবার গড়তে পারছেন না। এটাই প্রকৃত সংকট। সব দেশ মিলিয়ে জরিপে অংশ নেওয়া ৩৯ শতাংশ মানুষ বলেছেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতায় তারা কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় সন্তান নিতে পারেননি। এই হার সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ কোরিয়ায়, ৫৮ শতাংশ। সবচেয়ে কম সুইডেনে, ১৯ শতাংশ। অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় সন্তান না নিতে পারার পেছনে জন্মদানে অক্ষমতাকে দায়ী করেছেন ১২ শতাংশ মানুষ। একক দেশ হিসেবে এই হার কয়েকটি দেশে বেশি। যেমন থাইল্যান্ডে ১৯ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৫ শতাংশ, নাইজেরিয়ায় ১৪ শতাংশ এবং ভারতে ১৩ শতাংশ।

ইউএনএফপিএর হিসাবে, কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় সন্তান নিতে না পারার পেছনে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় বাধা সময়ের অপর্যাপ্ততা। মুম্বাইয়ের বাসিন্দা নম্রতার ক্ষেত্রেও এটা খাটে। অফিসে যাতায়াতে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা সময় লাগে তাঁর। বাড়ি ফিরে ভীষণ ক্লান্ত থাকেন। মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চান। তিনি ও তাঁর স্বামী ঘুমানোর জন্য খুব কমই সময় পান।

নম্রতা বলেন, একটি কর্মমুখর দিনের শেষে, মা হিসেবে আপনার মনে একটি অপরাধবোধ কাজ করে যে, আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারছেন না। তাই একটি সন্তানের ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিতে চাই।

কানাডায় নৌকাডুবিতে বিজিএমইএ'র সাবেক সহসভাপতিসহ নিহত ২

পোস্ট ডেস্ক : কানাডার অন্টারিওর একটি কটেজ সংলগ্ন হ্রদে নৌকা ডুবির ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৭৮৭-এর ক্যাপ্টেন সাইফুজ্জামান গুড্ডু ও তাঁর বন্ধু বিজিএমইএ-এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং টিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহিল রাকিব।

বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অফ কানাডার ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট সুবির কুমার দে জানান, টরন্টো থেকে প্রায় ১৫৫ কিলোমিটার দূরে কাওয়ার্থা লেক এলাকায় দুপুর তিনটার দিকে সাইফুজ্জামান এবং তাঁর বন্ধু আব্দুল্লাহিল রাকিব ও তার ছেলে ক্যানো (নৌকা) নিয়ে হ্রদে নামেন। হঠাৎ বাতাসে সেটি উল্টে যায়। এতে রাকিব ও সাইফুজ্জামান নিহত হন।

স্থানীয় অন্টারিও পুলিশের মেরিন টিম, পুলিশের ফায়ার টিম এবং এভিয়েশন টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, ক্যানোইংতে কোনো লাইফ জ্যাকেট ছিল না।

শনিবার কানাডা সফরে যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার দুই দিনের সফরে শনিবার কানাডায় যাবেন। তাঁর এ সফরের কথা বুধবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কর্নি ঘোষণা করেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বলছে, কিয়ার স্টারমার শনি ও রোববার দেশটির রাজধানী অটোয়া সফরে থাকবেন।

দ্বিপক্ষীয় এ সফরের পর কিয়ার স্টারমারের জি৭ দেশের জোটের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা। কানাডার আলবার্টায় ১৫ থেকে ১৭ জুন এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

কানাডাকে নিজেদের অঙ্গরাজ্য বানাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এ সফর হচ্ছে। শনিবার স্টারমার কানাডার প্রধানমন্ত্রী কর্নির সঙ্গে বৈঠক করবেন, যাতে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় বিষয় ছাড়াও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কীভাবে সামলানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে। তাদের আলোচনায় নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ও থাকবে।

হাইতিতে সহিংসতায় ১৩ লাখ বাস্তুচ্যুত : জাতিসংঘ

পোস্ট ডেস্ক : ঢাকা, ১১ জুন, ২০২৫ (বাসস) : জাতিসংঘ বুধবার জানিয়েছে, সহিংসতার কারণে হাইতিতে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় ১৩ লাখ মানুষ নিজ দেশেই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। জেনেভা থেকে এএফপি এ খবর জানায়।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২৪ শতাংশ বেড়েছে। এটি দেশটিতে সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সর্বোচ্চ সংখ্যা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সংস্কারের জন্য দলগুলো কতটা প্রস্তুত

বাংলাদেশে বর্তমানে সংস্কার ও নির্বাচন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত।

একক ভাবে সংস্কার সম্ভব নয়। যৌথ আয়োজন এবং রাজনৈতিক দলগুলির সক্র্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে জুলাই-পরবর্তী সময়ের রাজনীতি একটি ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালিত হবে, তেমন এক প্রত্যাশা জাতির মনে তৈরি হয়েছে। কারণ, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে একটি বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক বদল নিয়ে আসার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে। এ সুযোগকে যথাযথভাবে নিতে চাইলে প্রথমেই রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় স্বার্থে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে, যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে, সেটিই স্বাভাবিক; কিন্তু জাতীয় প্রশ্নে আবার একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা ও তার চর্চার অভ্যাসও জরুরি। মতপার্থক্যের মধ্য দিয়েই আমরা একটি বৃহত্তর ঐক্যে পৌঁছাতে পারব। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় স্বার্থে এক থাকার কোনো বিকল্প নেই।জাতীয় স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার এই তাগিদ আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর নানা সময়ের বিবৃতির মধ্যে দেখতে পাই। একে কেবল তাদের বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাস্তবায়নের পথ দেখাতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থসংবলিত বিষয়াবলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা জরুরি। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর জনগণের প্রত্যাশা পূরণে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করা প্রয়োজন। কেননা বিগত সময়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার পরিণতি ছিল গণবিচ্ছিন্নতা ও আস্থাহীনতা। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ সেই অর্থে কখনোই ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা যায়, তা হবে এক অভূতপূর্ব বিষয়। এতে রাষ্ট্রীয় পরিসরে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও মৌলিক উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা ও কাঠামোর কোনো বদল ঘটবে না। ফলে উন্নয়নপ্রক্রিয়া কোনো পরিস্থিতিতেই বাধাগ্রস্ত হবে না। যদিও এটি সহজ বিষয় নয়, আবার কঠিন বলে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারব না ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও উচিত হবে না। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া; তাই একটি স্বল্প সময়ে অন্তর্বর্তীব্যবস্থায় আমরা সব বিষয়ে একমত হতে পারব; সেই প্রত্যাশাও একটি উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা।

এর জন্য যেমন যথাযথ সময় প্রয়োজন, তেমনি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোরও সেই ইতিবাচক মানসিকতারও প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনো দেশই সংস্কারপ্রক্রিয়া এক দিনে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। আমরা যদি প্রতিবেশী বন্ধুদেশ চীনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তাদের জাতীয় পরিসরে সংস্কারপ্রক্রিয়া ও সংলাপ জারি রেখেছে। তাদের সেই সংস্কার ছিল অগ্রাধিকার ও খাতভিত্তিক।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংস্কারযোগ্য খাতকে চিহ্নিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যখন সবার অংশগ্রহণ ও অংশীদারত্ব থাকে, তখনই তা বাস্তবায়ন করা বাস্তবসম্মত, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়ী হয়।

বর্তমান এই সময়টায় দেশটাকে সত্যিকার অর্থেই বদলে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করেছে। তাদের উচিত হবে সেই বিষয় নিয়ে কাজ করা। সংস্কারের জন্য সকল রাজনৈতিক ঐক্য জরুরি।

আশা করছি একটা সুফল আসবে অতি শীগ্র।

কর্মসংস্থানের হাহাকার ও বাজেটে অপ্রতুল বরাদ্দ

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাজেটে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কী এবং কেমন থাকছে, সেটি খুঁজে বেড়াচ্ছে তরুণরা। দেশের উন্নয়নে তরুণদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে (২০২৫-২৬) ‘তারুণ্যের উৎসব’ উদযাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। বাজেট বক্তৃতায় অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এমন তহবিল এবারই প্রথম।’ আমরা জানি, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশই তরুণ, যারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশাল এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সরকারের বিভিন্ন নীতি থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। বরাদ্দও অপ্রতুল।

উন্নত বিশ্বে বাজেট পরিকল্পনায় তরুণদের সবচেয়ে বড় চাহিদা হিসেবে বিবেচিত হয় শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি ও ফিনল্যান্ড বাজেটে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে।

ফিনল্যান্ডে শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সেখানে প্রযুক্তিনির্ভর, গবেষণাভিত্তিক ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ‘চবষষ এৎধহঃং’ নামক শিক্ষা অনুদান তরুণদের উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকে। কানাডা সরকার তরুণদের টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের জন্য বিশেষভাবে বাজেট বরাদ্দ করে, যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

তরুণদের বেকারত্ব একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ।

উন্নত বিশ্বে সরকারগুলো বাজেটের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘ণড়ঁঃয এঁধৎধহঃবব চৎড়মৎধস’-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় ২৫ বছরের নিচের প্রত্যেক তরুণকে শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ অথবা চাকরি পাওয়া নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়া ব্রিটেনে ‘ঝঃধৎঃ টঢ় খড়ধহং’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তারা স্বল্প সুদে ঋণ পায় এবং ফ্রান্সে তরুণদের জন্য কর রেয়াতসহ বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হয় নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য। এ ধরনের পদক্ষেপ বাজেটে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুতর বিষয় হয়ে উঠেছে।

তাই বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বড় আকারের বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সরকার ‘ঐবধফংঢ়ধপব’ নামক তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্রের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেয়। যুক্তরাজ্যে স্কুল পর্যায় থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্লাস চালু করা হয়েছে এবং বাজেটে তা বহাল রাখা হয়।

তরুণ প্রজন্ম সাধারণত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। তাই উন্নত বিশ্ব তরুণদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে বাজেটে সবুজ অর্থনীতি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন খাতে বড় আকারে বিনিয়োগ করে। নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি ও কানাডা সরকার বাজেটে নবীনদের অংশগ্রহণে জলবায়ু প্রকল্প, তরুণ পরিবেশকর্মীদের জন্য মঞ্জুরি এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সহায়তায় বরাদ্দ বাড়ায়।

উন্নত বিশ্ব তরুণদের ভবিষ্যতের নাগরিক না বলে বর্তমানের অংশীদার হিসেবে দেখে এবং বাজেট প্রণয়নে সে ভাবনাই প্রতিফলিত হয়। শিক্ষা, চাকরি, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, জলবায়ু, সামাজিক নিরাপত্তা ও নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণ-এসব ক্ষেত্রে তারা বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ দেয় এবং বাস্তবায়নেও মনোযোগী থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটি হতে পারে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তরুণদের কথা বাজেটে প্রতিফলিত হলেই কেবল একটি জাতির ভবিষ্যৎ টেকসই ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

সম্প্রতি জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা বিষয়ক সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ডেমোক্রেটিক বাজেট মুভমেন্ট (ডিবিএম) পরিচালিত একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ৬০ শতাংশ প্রকল্পে সরাসরি তরুণদের সংশ্লিষ্টতা নেই। ৯টি জেলার তরুণদের ওপর পারসেপশন স্টাডিতে দেখা যায়, প্রান্তিক তরুণসহ তরুণ নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার তরুণ, তরুণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তরুণরা জাতীয় পরিকল্পনা, বাজেট প্রক্রিয়া ও প্রণোদনায় প্রায় অনুপস্থিত। গবেষণার অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের গণশুনানিতে তরুণরা অভিযোগ করে, জাতীয় বাজেট পরিকল্পনায় তারুণ্যের নেতৃত্ব, তাদের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়গুলোকে কোনো অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। গবেষণায় উঠে আসে, তারুণ্যের বাজেটের সফল বাস্তবায়নে নানামুখী কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, যা শুধু বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ নয়, বরং এর গুণগত কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তরুণদের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এনে এই বাধাগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। বাংলাদেশে এখনো ইয়ুথ ডিস-অ্যাগ্রিগেটেড ডাটা বা তরুণদের বয়স, লিঙ্গ, এলাকা, প্রতিবন্ধিতা বা শিক্ষা অনুসারে পৃথক উপাত্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি। এর ফলে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে বরাদ্দ নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়ই প্রকল্পগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারায়। যেমন-ডিজিটাল প্রশিক্ষণের বাজেট শহুরে তরুণদের জন্য প্রণীত হলেও তা গ্রামীণ তরুণদের বাস্তবতায় সাড়া দেয় না। স্থানীয় প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তা ইয়ুথ সেনসেটিভ বাজেটিং সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নন। এতে তারুণ্যের বাজেটের প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দেখা দেয়, বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে।

প্রায়ই আমার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা তাদের হতাশার কথা ব্যক্ত করে থাকে। অনেকেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। কয়েক দিন আগে আমার এক ছাত্র কুশল বিনিময়ের লক্ষ্যে আমাকে ফোন করে তার হতাশা ব্যক্ত করতে গিয়ে একটি আবেগজড়িত অভিজ্ঞতা শেয়ার করল। সে জানাল তার মা-বাবা হতাশ হয়ে ইদানীং বলছেন, কেন যে তাঁরা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন! কেন তাকে ছোটবেলা থেকেই কোনো কাজে লাগিয়ে দেননি! তাঁরা মনে করেন, যদি পড়াশোনা না করিয়ে কোনো কাজে লাগিয়ে দিতেন, তাহলে আজ হয়তো উচ্চশিক্ষিত সন্তানের এই বোঝা দীর্ঘ সময় ধরে টানতে হতো না। এমন অভিজ্ঞতা খুঁজতে গেলে অসংখ্য পাওয়া যাবে। ধরে নেওয়া যায়, এটিই নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাস্তব চিত্র। ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত দেখলে আমরা অনুভব করতে পারি, দেশে কর্মসংস্থানের হাহাকার কতটা ভয়াবহ! কাজেই প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গটি আরো কতটা তরুণবান্ধব কিংবা কর্মসংস্থানবান্ধব করে তোলা যায়, সেই বিষয়টি খুঁজে দেখার ন্যায্যতা অনেক বেশি।

প্রবাসী আয়ে তৃতীয় স্থানে সিলেট বিভাগ

সিলেট অফিস : চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১১ মাসে (জুলাই-মে) দেশে দুই হাজার ৭৫০ কোটি ৬৩ লাখ ডলার প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ঢাকা জেলায়, ৪৯ শতাংশ। আর সিলেট আছে ৩য় স্থানে, ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ রেমিট্যান্স আয় হয়েছে।সিলেট জেলায় ট্যুরিস্ট স্পট এদিকে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছে লালমনিরহাটে, মাত্র ২ কোটি ৪১ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ জেলাভিত্তিক প্রবাসী আয়ের তথ্য থেকে এ চিত্র পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, দেশের আটটি বিভাগের মধ্যে বরাবরের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোয় প্রবাসী আয়ের প্রবাহ সবচেয়ে বেশি। আর রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে কম।

বিভাগভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, গত জুলাই-মে সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ঢাকা বিভাগে, যা মোট রেমিট্যান্সের ৪৯ শতাংশ। এরপর রয়েছে চট্টগ্রামে ২৭ শতাংশ, সিলেটে ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ, খুলনায় ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ, রাজশাহীতে ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ ও বরিশালে প্রায় ৩ শতাংশ। আর মোট রেমিট্যান্সের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রবাসী আয় এসেছে দুই বিভাগে- রংপুরে ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ এবং ময়মনসিংহে ২ শতাংশ।

সিলেট জেলায় ট্যুরিস্ট স্পট রেমিট্যান্সের শীর্ষে পাঁচ জেলা

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ১১ মাসে দেশে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ঢাকা জেলায়। এরপর রয়েছে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার অবস্থান। জুলাই-মে সময়ে ঢাকা জেলায় ২১৩ কোটি ৮৭ লাখ ডলার, চট্টগ্রাম জেলায় ২২৫ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। এ ছাড়া কুমিল্লায় ১৪৪ কোটি, সিলেটে ১২৫ কোটি ও নোয়াখালী জেলায় ৮৩ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে।

কম রেমিট্যান্সের আসছে যেসব জেলায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে প্রবাসী আয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে লালমনিরহাট জেলা। এই জেলায় আলোচিত সময়ে প্রবাসী আয় এসেছে মাত্র দুই কোটি ৪১ লাখ ডলার। প্রবাসী আয় কম আসার তালিকায় অপর চারটি জেলা হলো- রাঙামাটি, বান্দরবান, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও। রাঙামাটিতে দুই কোটি ৪৬ লাখ, বান্দরবানে দুই কোটি ৪৮ লাখ ডলার, পঞ্চগড়ে ৩ কোটি ও ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। সিলেট জেলায় ট্যুরিস্ট স্পট চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে এবং আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার, নভেম্বরে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি এবং ফেব্রুয়ারিতে ২৫২ কোটি ৮০ লাখ ডলার, মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি ডলার এবং মে মাসে ২৯৭ কোটি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা ৮ মাসে দুই বিলিয়ন এবং মার্চে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে।

সুনামগঞ্জে বিয়ে বাড়িতে হামলা, নারীসহ আহত ১০

সিলেট অফিস : সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার ভীমখালি ইউনিয়নের বড়ঘাঘটিয়া গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলায় নারীসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত ১ টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহতদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বড় ঘাঘটিয়া গ্রামের এর নেতৃত্বে একদল লোক এসে বিয়ে বাড়িতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় ১০ জন আহত হয়ে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আহতরা হলেন- আব্দুস সাত্তার (৭০), জুলেখা বেগম (৫০), এমরুল হাসান (৩০), নুরুজ্জামান (৩০), সাবিকুন নাহার (৪০), আবু তালহা (২৪),

আব্দুস সাত্তারের ভাই আব্দুল কদ্দুসের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল বুধবার। বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলবার আব্দুল কদ্দুসের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এসে রাতে রান্নাবান্নার কাজ করছিলেন। রাত ১ টার দিকে পূর্বশত্রুতার জের ধরে হঠাৎ করে একই গ্রামের আব্দুর রউফ আকমল (৩০) ও আব্দুল হক (৩৫)।

জামালগঞ্জ থানার এসআই সুমন দেব জানান, সংঘর্ষের খবর শুনে রাতেই ঘটনাস্থলে যাই। গুরুতর আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পাঠাই। এখনও কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেবো।

জুড়ীতে সাঁতার শিখাতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের জুড়ীতে মেয়েকে সাঁতার শিখাতে নেমে পুকুরের পানিতে ডুবে বাবা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি সোমবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের হামিদপুর গ্রামে ঘটেছে।

নিহতরা হলেন- হনমিদপুর গ্রামের মৃত খুর্শীদ আলীর পুত্র, বাব ব্রীক্স এর মালিক বাবুল আহমদ (৫৮) ও বাবুল আহমদের মেয়ে হালিমা আক্তার (১৮)। হালিমা ঢাকা ভিখারুননেছা নুন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

জানা যায়, বাবুল আহমদ তার ২য় মেয়ে হালিমাকে সাঁতার শিখাতে পুকুরে নামেন। এক পর্যায়ে তারা পানির গভীরে গিয়ে আর উঠেননি।

বাড়ির লোকজনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে পানি থেকে তাদের উদ্ধার করে কুলাউড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বাবুল আহমদের ছোট ভাই বদরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

নিলুফাকে কেন ধরলো সিলেট র‍্যাব

সিলেট অফিস : সিলেট র‍্যাব-৯ এর সিপিসি-১ এর একটি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে অভিযান চালিয়ে নিলুফা বেগম নামের এক গৃহবধূকে আটক করেছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সিরাপ।

মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর থানার সিঙ্গারবিল ইউনিয়নের নলগড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিলুফা ইয়াসমিনকে আটক করে।

আটক নিলুফা বিজয়নগর থানার নলগড়িয়া গ্রামের রমজান খাঁ ওরফে রঞ্জুর স্ত্রী।

র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, নিলুফা ইয়াসমিনের কাছ থেকে ১৫৭ বোতল নিষিদ্ধ ইসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দকৃত সিরাপসহ তাকে বিজয়নগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

সিএনজি চালককে পিটিয়ে হ ত্যা

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মর্তুজ আলী (৫৫) নামের এক সিএনজি চালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মর্তুজ আলী পৌরসভার নয়ানী এলাকার মৃত রজব আলীর পুত্র। বুধবার রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ জানায়, মর্তুজ আলী তার মালিকানাধীন সিএনজি অটোরিকশা (রেজি: হবিগঞ্জ-থ-১১-৮৪৪৪) নিয়ে চুনারুঘাট সিএনজি স্টেশনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় ৩নং দেওরগাছ ইউনিয়নের কিছু চা-শ্রমিক তার গাড়ি ভাড়া করে চানপুর বাজারে যেতে চান। ভাড়া নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। পরবর্তীতে ওই চা-শ্রমিকরা অন্য একটি সিএনজি নিয়ে চানপুর বাজারে চলে যান। আশেপাশের গাড়ির ডিলারশিপ

পরে মর্তুজ আলী অন্য যাত্রী নিয়ে চানপুর বাজারে পৌঁছালে পূর্বের বিরোধের জেরে ওই চা-শ্রমিকরা তাকে মারধর করে। আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুনারুঘাট থানার ওসি মো. নূর আলম জানান, এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা চা-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

দেবে গেল মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের রাস্তা, মেরামত করল বনবিভাগ

সিলেট অফিস : ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ও ইকোপার্কে প্রবেশের রাস্তার একাংশ দেবে গেছে। ফেটে গেছে পাশের গাইডওয়ালও। এতে পর্যটকরা ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। অবশ্য ইতিমধ্যে রাস্তার দেবে যাওয়া অংশ মেরামত করে সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করেছে বনবিভাগ। সতর্কতা হিসেবে সেখানে লাল পতাকা টাঙানো হয়েছে। এর আগে ২০১৭ সালে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে একইস্থান দেবে যায়। পরে সংশ্লিষ্টরা তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন-অব্যবস্থাপনার কারণে জলপ্রপাতে যাওয়ার রাস্তাটি দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকলে ফের রাস্তাটি দেবে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন।

বনবিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত বড়লেখা উপজেলায় ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢল নামে। এতে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ও ইকোপার্কে যাওয়ার রাস্তার ৩১ মিটার দেবে যায়। পাশের গাইডওয়ালেও ফাটল দেখা দেয়। তবে স্থানীয় বনবিভাগ রাস্তার দেবে যাওয়া অংশে ইতিমধ্যে বালুর বস্তা ফেলে তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করেছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, মাধবকুণ্ড ইকোপার্কের পর্যটন রেস্তোরার সামনের রাস্তার একাংশ দেবে গেছে। গাইডওয়ালও ফেটে গেছে। বনবিভাগ রাস্তাটির দেবে যাওয়া অংশ মেরামত করে সেখানে সতর্কতামূলকভাবে লাল পতাকা টাঙিয়েছে। জলপ্রপাতে নামার সিঁড়ির নিচের মাটি অল্প অল্প করে সরে

যাচ্ছে। এতে তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। পর্যটক সমাগম কম।

মাধবকুণ্ডে সিরাজগঞ্জ থেকে ঘুরতে আসা শিক্ষার্থী আব্দুল আলিম, আশিক হাসান, আছের উদ্দিন ও রনি আহমেদ বলেন, তারা সবাই শিক্ষার্থী। এখানে তারা প্রথমবার ঘুরতে এসেছেন। এখানকার জলপ্রপাত ও প্রকৃতি মনোমুগ্ধকর। তাদের ভালো সময় কেটেছে। তবে জলপ্রপাতের রাস্তা দেবে যাওয়ার বিষয়টা তারা জানতেন না। এসে শুনেছেন।

স্থানীয় ক্যামেরাম্যান জুয়েল আহমদ বলেন, কয়েকদিন আগে ভারী বৃষ্টি ও ঢলের কারণে জলপ্রপাতের যাওয়ার রাস্তা দেবে যায়। বর্তমানে এটি মেরামত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন ঈদের সময়। এই সময় আমাদের একটু আয় হয়। তবে কয়দিন ধরে পর্যটকরা খুব কম আসছেন। তবে ঈদে পর্যটকের সমাগম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

মাধবকুণ্ড পর্যটন পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুমন সিংহ বলেন, বৈরি আবাহাওয়ার মধ্যে আমরা পর্যটকের নিরাপত্তায় কাজ করছি। ভারী বর্ষণে রাস্তা কিছুটা দেবে গেলেও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। আমরা সবসময় সতর্ক আছি।

বনবিভাগের বড়লেখা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মো. রেজাউল মৃধা বলেন, চার দিনের ভারীবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ও ইকোপার্কে যাওয়ার রাস্তাটির প্রায় ৩১ মিটার দেবে গেছে। এর আগেও একবার একইস্থানে দেবে গিয়েছিল। তিনি ইতিমধ্যে দেবে যাওয়া স্থানটি পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে বালুর বস্তা ফেলে তা মেরামত করে পর্যটকের চলাচলের জন্য উপযোগী করেছেন। বিষয়টা তিনি লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যা করণীয়

অধ্যাপক ডা. তৌফিকুর রহমান ফারুক

উচ্চরক্তচাপের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণত বংশগত, লবণ বেশি খাওয়ার অভ্যাস, অতিরিক্ত ওজন, মদ্যপানের কারণে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপের সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় এবং যা চিকিৎসা করলে রোগী পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়, এক্ষেত্রে রোগীর উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

● কেন হয়

সাধারণত কিডনিতে সমস্যা হলে, হরমোনজনিত সমস্যা হলে, হৃদযন্ত্র থেকে বের হওয়া বড় মহাধমনীতে ব্লক হলে সেকেন্ডারি উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। উচ্চরক্তচাপের কিছু পরিবেশগত কারণ, কিছু জেনেটিক বা বংশগত কারণ ও কিছু চাইল্ডহুড বা শৈশবগত কারণ থাকে। পরিবেশগত কারণের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক ওজন, শারীরিক পরিশ্রমে অলসতা, খাবারে লবণের আধিক্য ও অত্যধিক মদ্যপান করা। শরীরের ওজনের সঙ্গে উচ্চরক্তচাপের সরাসরি সম্পর্ক আছে। হালকা ধরনের ব্যায়াম করলে উচ্চরক্তচাপের মাত্রা কমে। অতিরিক্ত লবণ খেলে শুধু রক্তচাপই বাড়ে না, ব্রেইন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকেরও ঝুঁকি বাড়ে। কিছু কিছু ওষুধ বা খাবার আছে যা রক্তচাপ বাড়ায় বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় যেমন মদ্যপান, ইয়াবা বা এমফিটামেন জাতীয় ওষুধ। কিছু ওষুধ যেমন যা ডিপ্রেসন কমায়, কফি পান, নাকের সর্দির ওষুধ, কিছু ভেষজ ওষুধ, কিছু শরীর ব্যথার ওষুধ, কিছু জন্ম নিয়ন্ত্রণ ওষুধ, কিছু স্টেরয়েড ওষুধে রক্তচাপ বাড়তে পারে। জন্মের সময় ওজন কম থাকা, অপরিণত অবস্থায় শিশু জন্মগ্রহণ করা, নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থান, অতিরিক্ত মানসিক ও সামাজিক চাপ থাকলেও রক্তচাপ হতে পারে।

● কী কী কারণে রক্তচাপ ওঠানামা করে

দুশ্চিন্তা করলে রক্তচাপ হঠাৎ খুব বেড়ে যেতে পারে আবার দুশ্চিন্তা কমে গেলে বা নিয়ন্ত্রণে এলে রক্তচাপ স্বাভাবিক হতে পারে। যদিও প্রাথমিকভাবে এ বাড়তি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাময়িকভাবে কিছু উচ্চরক্তচাপের ওষুধ ও দুশ্চিন্তা নিয়ন্ত্রণের ওষুধ লাগতে পারে, পরবর্তীকালে সাধারণত উচ্চরক্তচাপের ওষুধের প্রয়োজন নাও লাগতে পারে। দুশ্চিন্তা বেশি করলে রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কমেও যেতে পারে। রোগী যদি দীর্ঘদিন ধরে শরীরের ব্যথা কমানোর ওষুধ বিশেষ করে এনএসএআইডি-জাতীয় ওষুধ সেবন করে তাতে রোগীর রক্তচাপ বাড়তে পারে বা ওঠানামাও করতে পারে। রোগী যদি নিয়মিত ওষুধ না খায় বা মাঝে মাঝে ওষুধ বাদ দেয় তবে রক্তচাপ ওঠানামা করতে পারে। রোগী যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ দীর্ঘদিন খান তবে রক্তচাপ বাড়তে পারে বা ওঠানামা করতে পারে। রোগীর যদি কিডনিতে সমস্যা থাকে তাহলেও রক্তচাপ উঠানামা করতে পারে। রোগীর যদি কিছু হরমোনজনিত রোগ যেমন হাইপারথাইরয়েডিজম (থাইরয়েড গান্ড থেকে বেশি বেশি থাইরয়েড হরমোন বের হওয়া রোগ) বা ফিওক্রোমোসাইটোমা (কিডনির ওপর অবস্থিত এড্রেনাল গান্ডের টিউমারের রোগ) জাতীয় রোগ হয় তবে রক্তচাপ ওঠানামা করতে পারে।

● উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রভাব

উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা যেমন ওজন কমিয়ে আদর্শ ওজন বজায় রাখা, স্বাস্থ্যকর খাবার বা ড্যাশ ডায়েট অবলম্বন করা, খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনা, অধিক পটাশিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা ও মদ্যপান পরিহার করলে ওষুধ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্তচাপ কমানো সম্ভব।

● স্বাস্থ্যকর খাবারের ভূমিকা

স্বাভাবিক রক্তচাপ আছে এমন কোনো ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর খাবার বা ড্যাশ ডায়েট (শাকসবজি, ফলমূল, আস্ত শস্যদানা ও কম সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাদ্যসামগ্রী) খান তবে তার সিস্টোলিক রক্তচাপ ৩ মি.মি. পারদ কমানো সম্ভব। আর যদি উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর খাবার বা ড্যাশ ডায়েট অবলম্বন করে তবে শুধু খাবার নিয়ন্ত্রণ করে সিস্টোলিক রক্তচাপ ১১ মি.মি. পারদ কমানো সম্ভব।

● ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আদর্শ ওজন বজায় রাখতে হবে। উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তি ওজন কমিয়ে আদর্শ ওজন বজায় রাখে তবে শুধু খাবার নিয়ন্ত্রণ করে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৫ মি.মি. পারদ কমানো সম্ভব।

● অতিরিক্ত লবণ খাওয়া বন্ধ করতে হবে

একজন ব্যক্তির প্রতিদিন ১৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। অতিরিক্ত লবণ লবণ খাওয়া অবশ্যই কমাতে হবে। যদি উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কমায় তবে শুধু লবণ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেই সিস্টোলিক রক্তচাপ ৫-৬ মি.মি. পারদ কমানো সম্ভব।

● খাবারে পটাশিয়াম বাড়াতে হবে

কোনো ব্যক্তির প্রতিদিন ৩৫০-৫০০ গ্রামের বেশি পটাশিয়াম খাওয়া স্বাস্থ্যকর বিশেষ করে যেসব খাবারে পটাশিয়াম বেশি আছে সেসব খাবার বেশি বেশি খেতে হবে।

● নিয়মিত ব্যায়াম করুন

প্রতি সপ্তাহে ১২০-১৫০ মিনিট জোরে হাঁটা ভালো। উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তি নিয়মিত ব্যায়াম করেন তবে শুধু এ কাজ করে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৫ মিমি পারদ কমানো সম্ভব।

● রক্তচাপ কীভাবে মাপবেন

একই মানুষের রক্তচাপ বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন হতে পারে, এমনকি দুই হাতে দুই রকমের হতে পারে।

▶ রক্তচাপ মাপতে ভালো ও পরীক্ষিত অটোমেটেড মেশিন ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসকরা সাধারণত যেসব মেশিন রক্তচাপ মাপতে ব্যবহার করেন যেমন পারদযুক্ত বা এনেরয়েড যেখানে রক্তচাপ মাপার জন্য স্টেথোস্কোপ দিয়ে বিশেষ ধরনের শব্দ শোনা হয় তা সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ ও অধিক দক্ষতা প্রয়োজন।

▶ যেসব যন্ত্রে মেমোরি থাকে অর্থাৎ রক্তচাপ মাপার মান সংরক্ষিত থাকে তা ব্যবহার করা ভালো।

▶ রক্তচাপ মাপার মেশিনের সঠিক মাপের কাফ সাইজ ব্যবহার করতে হবে, কাফের ভেতর যে ব্লাডার বা বাতাসপূর্ণ হওয়ার থলি থাকে তা অবশ্যই বাহুর ৮০ ভাগের বেশি প্রস্থের জায়গা পূর্ণ করতে হবে। উপযুক্ত কাফ সাইজের চেয়ে ছোট বা বড় কাফ সাইজ রক্তচাপ মাপার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তা লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

▶ প্রথমবার রক্তচাপ মাপার সময় অবশ্যই দুই হাতেই রক্তচাপ দেখতে হবে এবং যে হাতে রক্তচাপ বেশি ওই মান লিপিবদ্ধ করতে হবে ও ভবিষ্যতে ওই হাতে রক্তচাপ মাপতে হবে।

▶ রোগীকে পা মাটিতে লাগিয়ে কমপক্ষে ৫ মিনিট আরাম করে চেয়ারে বসতে হবে এক পা আরেক পায়ের ওপর রাখা যাবে না। সোফায় বসে রক্তচাপ মাপা যাবে না।

▶ রক্তচাপ মাপার আগে আধা ঘণ্টার মধ্যে রোগী কোনো রকমের কফি বা চা পান, ধূমপান বা ব্যায়াম বা পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে না।

▶ প্রস্রাবের বেগ নিয়ে রক্তচাপ মাপা যাবে না, তাই রক্তচাপ মাপার আগে প্রস্রাবের থলি খালি করতে হবে।

▶ রক্তচাপ মাপার মেশিনের কাফ লাগানোর জায়গায় অর্থাৎ বাহুতে কোনো কাপড় রাখা যাবে না, সব ধরনের কাপড় সরাতে হবে।

▶ বিশ্রাম বা আরাম করার সময় অথবা রক্তচাপ মাপার সময় রোগী বা চিকিৎসক বা যিনি রক্তচাপ মাপবেন কেউই কোনো ধরনের কথা বলতে পারবেন না।

▶ রোগীর যে বাহুতে রক্তচাপ মাপা হবে সে বাহু অবশ্যই টেবিল বা ডেস্কের ওপর রাখতে হবে।

▶ রক্তচাপ মাপার মেশিনের কাফসহ রোগীর বাহু অবশ্যই বুকের মাঝ বরাবর রাখতে হবে।

● প্রতিদিন কয়বার মাপতে হবে

সকালে ওষুধ খাবার আগে ও রাতে খাবার খাওয়ার আগে ১ মিনিট পর পর অন্তত ২ বার করে রক্তচাপ প্রতিদিন মাপতে হবে ও লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোনো নতুন ওষুধ যোগ করার বা ওষুধের মাত্রা বা পরিমাণ কমানোর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ও ২ সপ্তাহ পর সপ্তাহে ১ দিন রক্তচাপ মাপার নিয়ম। ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ১ সপ্তাহ প্রতিদিন রক্তচাপ মাপতে হবে ও লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষাতের সময় মেশিনের মেমোরিতে সংরক্ষিত রক্তচাপের মানের ফলাফল বা আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ রক্তচাপ মাপার মান রোগীর সঙ্গে আনতে হবে।

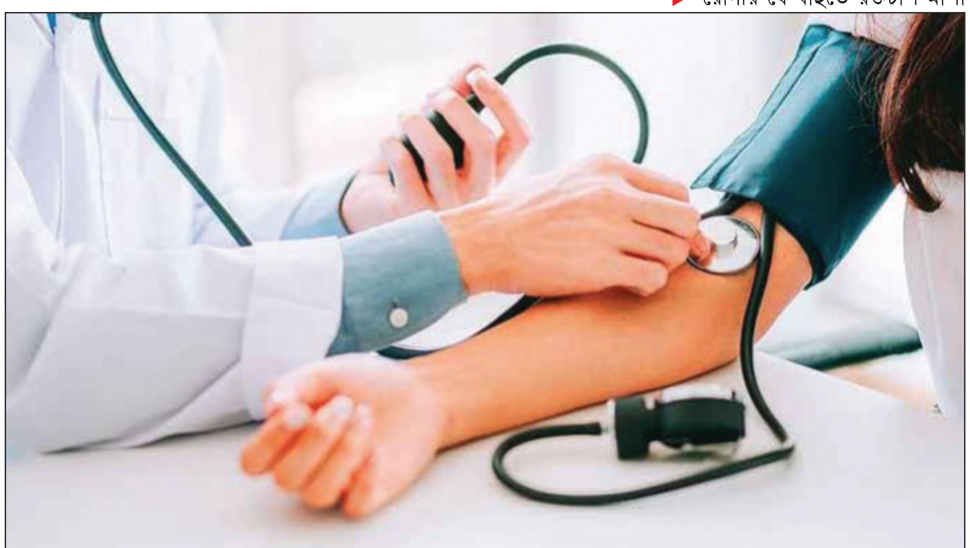

রক্তচাপ মাপার মেশিনের কাফসহ রোগীর বাহু অবশ্যই বুকের মাঝ বরাবর রাখতে হবে

রোগপ্রতিরোধে হাঁটার পরিবেশ জরুরি

মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ

অসুস্থতার কারণে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছেলের বাসায় থাকতে হচ্ছে রওশন আরা বেগমকে। তার বয়স ৭০। ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও বার্ধক্যজনিত বাতব্যথা রোগে আক্রান্ত তিনি। চিকিৎসক বলেছেন প্রতিদিন তাকে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটতে। কিন্তু শহরের বাসায় হাঁটার মতো জায়গা নেই, বাসার বাইরে হাঁটতে একা যেতে ভয় পান তিনি। বলেন, ‘রাস্তার পাশের ফুটপাতে অনেক সময় বাইক তুলে দেয়। তাছাড়া ফুটপাতগুলো চওড়া না। অনেক জায়গা ভাঙা আবার হকাররা ফুটপাত দখল করে রাখে। এসব কারণে ভয়ে হাঁটতে যেতে পারি না। ফলে শুধু ওষুধের ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে, অথচ চিকিৎসক শুধু হাঁটতে বলেন।’

রাজধানী ঢাকা বা অধিকাংশ শহরের মানুষ রওশন আরা বেগমের মতোই ইচ্ছা থাকলেও হেঁটে চলাচল করতে পারেন না এসব সমস্যার কারণে। চিকিৎসকেরা বলছেন, নগরে সুস্থ জীবনযাপনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নগরে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মুটিয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ওজনসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। তারা বলছেন, শহরের অধিকাংশ মানুষ হেঁটে চলাচল করতে চাইলেও ঢাকা শহরের যাতায়াত পরিকল্পনায় হাঁটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ফলে রোগ প্রতিরোধ, যানজট হ্রাস ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বাড়াতে হাঁটার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি।

স্বাস্থ্যসেবা নগর-গ্রাম সর্বত্র সব মানুষের মৌলিক অধিকার। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধই মুখ্য। বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নগরে বাস করছে। বাংলাদেশেও নগরে মানুষের আগমন ঘটছে, বাড়ছে দ্রুতহারে জনসংখ্যা। তাই নগরে সুস্থ জীবনযাপনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

চিকিৎসকেরা বলছেন, প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা হাঁটার মাধ্যমে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ অতিরিক্ত ওজন ও মুটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব। নিত্যদিনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে হেঁটে চলাচলের মাধ্যমে এই সুবিধা অর্জন করা যায়। এর জন্য ঢাকাসহ দেশের সব শহরে হাঁটার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, প্রথমত, হাঁটার জন্য প্রয়োজন সুস্থ শরীর। আর শরীর নামক যন্ত্রটিকে সুস্থ রাখতে একে প্রতিদিন কাজ করাতে হবে। এই কাজ করাটা হচ্ছেআমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করি, সেই পরিমাণ ক্যালোরি খরচ করার জন্য আমাদের কাজ করতে হয়। যেহেতু শহরের সংস্কৃতিতে একটা বড় অংশের মানুষ কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত নয়, সে কারণে তাদের আমরা হাঁটতে বলি। এর বাইরে হৃদরোগে যারা আক্রান্ত, তারা যদি নিয়মিত হাঁটে, তাহলে রক্ত চলাচল বেড়ে গেলে হৃদপিণ্ডের রক্তবাহী ধমনিগুলো সচল থাকে এবং ফ্যাট জমে সেগুলো বন্ধ হয় না বা ব্লক হয় না। শুধু এটাই নয়, আমাদের শরীরটা হাড় দিয়ে তৈরি, চলাফেরা করার মধ্যে হাড়ের এই জোড়াগুলো সচল থাকে এবং মাংসপেশিগুলো সবল হয়, শরীর সক্রিয় থাকে। ফলে রোগবালাই কম হয়। আমরা জানি, কেউ যদি নিয়মিত হাঁটে, তাহলে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগগুলো কম হবে। সব মিলেই আমরা বলি, হাঁটা ভালো এবং রোগ কম হয়। শরীরটা যখন সবল থাকে, তখন রক্তবাহী ধমনিগুলো সচল থাকে, ফলে স্ট্রোক কম হয়, দুশ্চিন্তা দূর হয়, মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা বাড়ে। কেউ কেউ বলছেন, প্রতিদিন ১০ হাজার স্টেপ হাঁটতে হবে একজন সাধারণ সুস্থ মানুষকে। যারা রোগাক্রান্ত, তাদের আমরা প্রয়োজন এবং রোগের ধরন বুঝে হাঁটতে বলি, যেমন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যারা সুস্থ-সবল, তাদের প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে হাঁটতে বলি। আবার একটু দুর্বল হলে তাকে ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট হাঁটতে বলি। এজন্য বয়স, রোগ, সুস্থতা, অসুস্থতার ওপর ভিত্তি করে আমরা হাঁটার পরিমাণটা নির্ধারণ করি। তবে একজন সুস্থ মধ্যম বয়সের মানুষ দিনে ১০ হাজার স্টেপ বা ৩৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটলে ভালো বলে জানান।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান বলেন, ঢাকায় ৭৬ ভাগ যাতায়াত হয় পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে, যার অর্ধেক আবার দুই কিলোমিটারের কম। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই দূরত্বে অধিকাংশ মানুষের হেঁটেই যাতায়াত করা সম্ভব। কিন্তু ঢাকা শহরে সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই নির্মিত অবকাঠামো, যান্ত্রিক যানের ব্যবহার বৃদ্ধি, ফুটপাত ভেঙে ফেলা, ফুটপাতে গাড়ি পার্কিং ও কনস্ট্রাকশনের জিনিসপত্র-ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা, রাস্তা পারাপারে ফুটওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করাসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ মানুষকে হাঁটতে নিরুৎসাহিত করছে। ঢাকায় গাড়ির হর্ন-শব্দ, বায়ুদূষণ আর দুর্ঘটনার ভয় মানুষকে হাঁটতে শঙ্কিত ও নিরুৎসাহিত করছে।

এই পরিবেশবিদ আরও বলেন, হাঁটার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ ও আকর্ষণীয় মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। হাঁটার জন্য ফুটপাত প্রশস্ত এবং সমতল হওয়া প্রয়োজন। ফুটপাতের পাশে গাছ লাগানো এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখাও জরুরি। হাঁটার জন্য শুধু ফুটপাতের উন্নয়ন করলেই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে রাস্তা পারাপারেও হেঁটে চলাচলকারীদের প্রাধান্য দিতে হবে। সহজে হাঁটার জন্য ফুটওভারব্রিজ নয়, সারা শহরের জেব্রা ক্রসিং প্রয়োজন বলে জানান। এছাড়া ফুটপাতে হকারদের সুষ্ঠুভাবে বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে মানুষকে হেঁটে চলাচলে আকর্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব। এর মাধ্যমে সস্তায় জিনিসপত্র ক্রয় এবং প্রচুর মানুষের স্বল্প বিনিয়োগে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতা হত্যাকান্ড : ৪৮০ মামলার আসামিদের তদবির তৎপরতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নিজেদের রক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কতিপয় উপদেষ্টা, রাজনৈতিক দলের নেতা এবং শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হচ্ছেন ডিএমপির ছাত্র-জনতা হত্যার সঙ্গে জড়িত ৪৮০টি মামলার আসামিরা। গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজধানীর ৩৯টি থানায় হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে এসব মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলার বেশিরভাগ আসামিই আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী। আসামিদের মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, আমলা, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র শিল্পীরাও রয়েছেন। তবে অধিকাংশ আসামি এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এমনকি গত ১০ মাসে একটি মামলারও প্রতিবেদন জমা দিতে পারেননি তদন্ত কর্মকর্তারা।

অভিযোগ রয়েছে, আসামিদের রক্ষায় সরকার ও পুলিশের একটি প্রভাবশালী চক্র নেপথ্যে কাজ করছে। ফলে মামলার তদারকি ও তদন্তের সঙ্গে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তারা ধীরগতিতে তদন্ত করছেন।

ডিএমপির আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের ডিসি মো. তারেক জুবায়ের বলেন, পুলিশ সদর দপ্তরের বিশেষ মনিটরিং সেলের মাধ্যমে জুলাই-আগস্টে দায়েরকৃত হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলাগুলোর তদন্ত চলছে। সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে তদন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এগিয়ে নেওয়ার কথা শুনেছি। অনেক মামলার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিগগিরই সেগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিএমপির কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আওয়ামী লীগসহ পতিত সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছাত্র-জনতার হত্যা ও হত্যা চেষ্টার মামলায় আসামি করা হয়েছে। এসব ব্যক্তিরা বিপুল অর্থের মালিক এবং নিজেদের রক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা, রাজনৈতিক নেতা ও শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নানা কৌশলে তদবির করছেন। কেউ কেউ পুলিশ কর্মকর্তাদের 'ম্যানেজ' করতেও মরিয়া। ফলে তদন্ত কর্মকর্তারা ব্যাপক চাপের মধ্যে রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর ৩৯টি থানায় গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আন্দোলনকেন্দ্রিক ৪৮০টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে গুলশান থানায় ১৫, বনানীতে ১০, বাড্ডা ও ভাটারায় ৭১, সূত্রাপুরে ৬, গেন্ডারিয়ায় ১, নিউমার্কেটে ৯, কলাবাগানে ৩, খিলক্ষেতে ৩, ক্যান্টনমেন্টে ৩, রামপুরায় ২১, সবুজবাগে ২, মোহাম্মদপুরে ৪৩, আদাবরে ১৫, তেজগাঁওয়ে ৫, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ১, হাতিরঝিলে ১৯, কাফরুলে ১৩, পল্লবীতে ৫, রূপনগরে ১, মতিঝিল, পল্টন ও শাহজাহানপুরে ১৫, যাত্রাবাড়ীতে ১২২, ডেমরায় ১, খিলগাঁওয়ে ১৪, মুগদায় ৬, মিরপুর ও শেরেবাংলা নগরে ৬১ থেকে ৬৫টি, লালবাগ, চকবাজার ও কামরাঙ্গীরচরে ১৩, উত্তরা পূর্বে ২৮, পশ্চিমে ৪২, শ্যামপুরে ৫, কদমতলীতে ২০, ধানমন্ডি ও হাজারীবাগে ২৩টি করে এবং বিমানবন্দর থানায় ৬টি মামলা দায়ের হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট মো. রায়হান হোসেন সাদ্দাম চিকিৎসার জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে যান। চিকিৎসা না পেয়ে তিনি ছুটে যান মুগদা হাসপাতালে। সেদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় স্ত্রীকে ফোন করে মুগদা হাসপাতালের সামনে সংঘর্ষের কথা জানান। এরপর পরিবারের সদস্যরা বারবার কল দিলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ওই রাত ৩টার দিকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা একটি প্রাইভেটকার থেকে রায়হানের লাশ হাতিরঝিল ব্রিজের ওপর ফেলে যায়। তার শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এরপর ১৯ আগস্ট হাতিরঝিল থানায় রায়হানের পিতা মো. সালাউদ্দিন হত্যা মামলা দায়ের করেন। এজাহারে দুইজনকে নামীয় ও আরও অনেককে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। তবে এ মামলায় এখন পর্যন্ত একজন আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের উপপরিদর্শক সাদ্দাম হোসেন বলেন, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, তবে কে বা কারা হত্যা করেছে সে বিষয়ে এখনো কিছু পাইনি। এজাহারভুক্ত দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তারা দুজনই বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। কিছু আলামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, আবার কিছু হারিয়ে গেছে। আমি এ মামলার চতুর্থ তদন্ত কর্মকর্তা। লাশ যে কার্পেটে মোড়ানো ছিল, সেটি পরে আর পাওয়া যায়নি। তবুও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। তদন্ত কবে শেষ হবে, এখনই বলা যাচ্ছে না।

পুলিশ কর্মকর্তা ময়নালের ছেলে ইমাম হোসেন তাইম ছিলেন নারায়ণগঞ্জের আদমজী সরকারি এম ডব্লিউ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত বছরের ২০ জুলাই দুপুরে কারফিউ শিথিলের সময় কাজলা এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে চা খেতে রাস্তায় বের হন তিনি। তখন ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ চলছিল। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল ও গুলি ছুড়লে ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে সাটার নামিয়ে দেন তারা। সাটারের নিচে আধা হাত খোলা থাকায় পুলিশ তাদের দেখতে পায়। এরপর পুলিশ তাদের মারধর করে এবং পালিয়ে যেতে বলে। পালানোর সময় পুলিশ তাইমকে কয়েকটি গুলি করে। তার এক বন্ধু টেনে ধরলে আবারও গুলি করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহতের মা পারভীন আক্তার যাত্রাবাড়ী থানার তৎকালীন পরিদর্শক জাকির হোসেনসহ পাঁচজনকে আসামি করে ২১ আগস্ট মামলা করেন। এজাহারভুক্ত তিনজন ও অজ্ঞাতনামা একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই পরিদর্শক মো. রমিজুল হক বলেন, আমরা ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। হেলমেট পরা থাকায় সবার পরিচয় নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে শনাক্তের চেষ্টা করছি। মামলায় ২৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সাজ্জাদ নামে পুলিশের এক উপপরিদর্শককে অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের ধরতে র ্যাবকে জানানো হয়েছে। তদন্ত চলছে, কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও অনেক কিছুই এখনো অজানা। পুরো তদন্ত শেষ হতে সময় লাগবে।

গত বছরের ১৯ জুলাই নিউমার্কেট থানার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময় গুলিতে নিহত হন তরুণ সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়। তার মা সামসি আরা জামান ২১ আগস্ট নিউমার্কেট থানায় ৭ জনকে এজাহারভুক্ত এবং অজ্ঞাত ৩০-৪০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। অভিযুক্তদের মধ্যে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বর্তমানে কারাগারে আছেন। বাকিদের গ্রেপ্তার করা যায়নি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মারুফ হাসান বলেন, মামলার তদন্ত অনেক দূর এগিয়েছে। ট্রাইব্যুনালও তদন্ত করছে। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে আসামিদের শনাক্ত করা হয়েছে। ৪০ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। ঈদের পর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। এজাহারভুক্ত হলেই কেউ অপরাধী এমন নয়। প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে।

বাংলাদেশে আর কোনো দিন দিনের ভোট রাতে হবে না: অ্যাটর্নি জেনারেল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেছেন, বাংলাদেশে আর কোনো দিন দিনের ভোট রাতে হবে না। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি আপনাদের গোপন বুথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার। সেখানে গিয়ে আপনার ভোট যাকে ইচ্ছা, তাকে দিতে পারবেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সপ্তাহব্যাপী কয়েকটি সভা ও সেমিনারে অংশ নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক এবং সৈয়দ মাহমুদ হোসেনদের মত কুলাঙ্গাররা ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে ভোটের অধিকার হরণ নিশ্চিত করেছিলেন। বিচারাঙ্গনে কোন মাফিয়া থাকবে না, কোন চক্রের সিন্ডিকেট থাকবে না বলেও উল্লেখ করেন আসাদুজ্জামান।

অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, তিনি প্রতিনিয়ত মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এ লড়াইয়ে সফলও হচ্ছেন। তিনি মাদক ও দুর্নীতির তথ্য দিয়ে সগযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা শৈলকুপাকে মাদকমুক্ত করে গড়ে তুলবো। কথা দিচ্ছি মাদকের তথ্যদাতাদের নাম পরিচয় গোপন রেখে কেবল মাদকের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করা হবে।

অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান সপ্তাহব্যাপী ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে সভা, সমাবেশ, সেমিনার ও ব্যাংকার্স ফোরাম অব শৈলকুপার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, শৈলকূপায় এখন যে উন্নয়নের কাজ চলছে, তা আপনাদের করের টাকায়। এ উন্নয়ন কাজে যদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে জড়িত হন, তবে তথ্য দেবেন। শৈলকুপার চলমান উন্নয়ন কাজে কাউকে দুর্নীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না। দুর্নীতি করলেই তাকে শাস্তি পেতে হবে-সতর্ক করেন তিনি।

আবারো 'ধর্মের নামে মব' বানাচ্ছে কারা?

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে 'ইসলামের নামে মব' তৈরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডা. জাহেদ উর রহমান। সম্প্রতি তিনটি নির্দিষ্ট ঘটনা তুলে ধরেছেন তিনি। আজ বুধবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন।

সরকারের সমালোচনা করে ডা. জাহেদ বলেন, ড. ইউনূস সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এই প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে। মব সৃষ্টির জন্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেন এবং সরকার হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভিডিওর শুরুতে ডা. জাহেদ বলেন, খানিকটা বিরত ছিল কিছুদিনের। আবারো শুরু হল ইসলামের নামে মব তৈরি করার ভয়ংকর ঘটনা ঘটানো। ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর এসব ঘটনা ক্রমাগত অব্যাহত রয়েছে। সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে এসব ঘটনা ক্রমাগত বেড়েছে। সরকার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চায় না। গত দুদিনে এমন তিনটা ঘটনা ঘটেছে পরপর।

"সিলেটের একটি পর্যটন এলাকায় বেহায়াপনার কথা বলে পর্যটকদের বাধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামনে একটি ভিডিও এসেছে। এখানেও একই ধরনের ঘটনা। মুসল্লি ধরনের লোকজন এসে কঠোরভাবে নিষেধ করছেন, বাধা দিচ্ছেন। তারা বলেছেন, তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মূলত ধর্ম পালনকারী মুসলমান ইসলামের দোহাই দিয়ে এটা করেছে" বলেন তিনি।

রাজনৈতিক এই বিশ্লেষক আরো বলেন, ওখানে যারা গেছেন তারা বলার চেষ্টা করছেন, ওখানে মাদক সেবন বা নানা রকম ঘটনা ঘটে যেগুলো বেআইনি কাজ। কিন্তু বেআইনি কাজ ঠেকানোর জন্য তো এলাকাবাসীর প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে দেখেছি, যখন সেখানে প্রশাসন গিয়েছে তখন তারা বলেছেন, তারা দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য গেছেন। তারা অসামাজিক ও বেআইনি কাজ ঠেকানোর জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন। আসলে সেটাই হওয়ার কথা ছিল। যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তারা সেটা প্রশাসনের দৃষ্টিতে আনবেন। দৃষ্টিতে আনার পর যেভাবে যে পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা সেভাবে নেওয়া হবে। এটাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু না। এখানে একটা গ্রুপের হেডাম দেখানোর টেনডেন্সি বেড়েছে।

বাংলাদেশ আইন এবং সংবিধান দ্বারা পরিচালিত একটি প্রজাতন্ত্র, ইসলামী খেলাফত নয় মন্তব্য করে তিনি জোর দিয়ে বলেন, যারা এটি মেনে নেয় না তারা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে অপরাধ করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা তার নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সিলেটের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র থেকে পর্যটকদের বের করে দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এঘটনায় দেশজুড়ে নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, কিছু স্থানীয় ব্যক্তি বা নিরাপত্তাকর্মী পর্যটকদের দ্রুত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এই ঘটনা সিলেটের পর্যটন শিল্প এবং দেশের সামগ্রিক পর্যটন ইমেজের জন্য একটি বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন অনেকে।

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার ব্যবহারকারী এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ঢাকায় পোষা প্রাণীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক হোটেল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মানুষের অবকাশ যাপনের জন্য অনেক আগেই গড়ে উঠেছে আবাসিক হোটেল। এসব হোটেলে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে সময় কাটিয়ে মানুষের মনে প্রশান্তি আসে। প্রাণীর অবকাশ যাপনের জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক হোটেল। কথাটি শুনে অনেকেই অবাক হতে পারেন। মূলত প্রাণীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই আমরা বিড়াল, কুকুর, পাখি পুষি। তবে এসব প্রিয় প্রাণী নিয়ে 'বিড়ম্বনায়' পড়তে হয়, যখন ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যেতে হয়। কেননা মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পোষা প্রাণীর দিনযাপন কষ্টকর। এসব বিড়ম্বনার অবসানে রাজধানীতে চালু হয়েছে পোষা প্রাণীর আবাসিক হোটেল।

রাজধানীতে এমন আবাসিক হোটেল রয়েছে ১৫ থেকে ২০টি। যেখানে টাকার বিনিময়ে পোষা কুকুর-বিড়ালের যত্ন নেওয়া হয়। বিড়ালের জন্য দিনে খরচ কমপক্ষে নয়শো আর কুকুরের জন্য লাগে অন্তত ১৭ শো টাকা। এখানে পোষা প্রাণীরা পাচ্ছে নতুন বন্ধু, মালিকের মাথাব্যথাও কমেছে। সারি সারি কেবিনে আদুরে বিড়ালেরা। এটি কোনো পেট শপ নয়। বলা চলে, পোষা প্রাণীদের আবাসিক হোটেল।

রাজধানীতে সাময়িক সময়ের জন্য কুকুর বা বিড়াল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে ফসটার হোমগুলোতে। এমনই একটি জায়গা, ফারিঘর। কেবিনে দেখা গেল সিম্বা, মম, টাইফুন, লুকি নামের বিড়ালগুলোকে। ঈদের ছুটিতে যারা ঢাকা ছেড়েছেন তাদের অনেকেই পোষা কুকর-বিড়াল এখানে রেখে গেছেন।

ফারিঘর গুলশান শাখার জিএম কাজী জীহাদ উল্লা দাস্তগীর বলেন, সিকিউরিটি লক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুরো ঘরটি, ফলে এখানে থেকে কোনো বিড়াল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একদিন থেকে যদি ছয় দিন হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিদিনের খরচ ৯০০ টাকা হয়ে থাকে। দিন যত বাড়বে, টাকা সে অনুপাতে কমতে থাকে।

জানা যায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে কুকুর ও বিড়ালের জন্য রয়েছে আলাদা বিছানা ও টয়লেট। খেলার জায়গা ও বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে। যারা পোষা প্রাণী রেখে যান, তারা ভিডিওকলে দেখতেও পারেন।

বেসরকারি চাকরিজীবী খান মনসুরুল রহমান বলেন, আসলে পোষা প্রাণীকে আমাদের সন্তানদের মতোই লালন-পালন করি। আর এখানে সবকিছুই আত্মবিশ্বাস দেয় আমাকে। যার কারণে এখানে রাখা।

উদ্যোক্তারা পোষা প্রাণীর আবাসিক হোটেলকে বিলাসিতা নয় বরং প্রয়োজন বলে মনে করেন। এতে প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালবাসাও বাড়ে।

হোটেলে রাখার বিভিন্ন শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে কুকুর, বিড়ালের টিকা দেওয়া থাকতে হবে। এ শর্ত মানুষকে টিকার বিষয়টিতেও সচেতন করছে। এছাড়াও আগেভাগে বুকিং দিতে হবে। যতদিন রাখা হবে, ততদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবারও দিয়ে যেতে হবে। মালিকের ভোটার পরিচয়পত্রের ফটোকপি রাখা, জরুরি যোগাযোগের নম্বর রাখাসহ বিভিন্ন সতর্কতা মানা হচ্ছে।

দেশে চোখ রাঙাচ্ছে করোনা : যাদের ফের টিকা নেওয়ার পরামর্শ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে নতুন করে চোখ রাঙাচ্ছে মহামারি করোনাভাইরাস। এমন পরিস্থিতিতে গর্ভবতী নারী, ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি এবং যেসব রোগী বিভিন্ন জটিল অসুস্থতায় ভুগছেন-তাদের অতিরিক্ত ডোজ টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বুধবার (১১ জুন) দুপুরে রাজধানীর মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. আবু জাফর সাংবাদিকদের বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাতে এখন ১৭ লাখ ১৬ হাজার ৯০০ ডোজ টিকা আছে। এই টিকাই আপাতত দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, এখনো যারা টিকা নেননি তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট কনট্যাক্ট পারসনের সঙ্গে কাজ করে, গর্ভবতী নারী এবং যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড, তাদের টিকা নেতে হবে। পুরনো যারা এরই মধ্যে টিকা নিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা ষাটোর্ধ্ব, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি আছে, কোমর্বিডিটি আছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদেরও ছয় মাস পর আরেকটা ডোজ দেওয়া উচিত।

যাদের টিকা নেওয়া আছে তারা কেন্দ্রে গেলে টিকা নিতে পারবেন কি না, এমন প্রশ্নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, কভিডের টিকাদান এখনো চালু আছে। নির্ধারিত কেন্দ্রে গেলে টিকা দেওয়া যাবে।

সরকারের হাতে মজুদ টিকার কার্যকারিতা আছে কি না, এমন প্রশ্নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক হালিমুর রশিদ ইউএস-সিডিসির গাইডলাইনের বরাত দিয়ে বলেন, সেখানে ২০২৪-২০২৫ সালের যে টিকা এসেছে, সেগুলো দেওয়ার পরামর্শ এসেছে। কারণ ওই টিকা ওমিক্রনের জন্য সুনির্দিষ্ট করা আছে। তবে বাংলাদেশে যে টিকা আছে সেগুলোও নিরাপত্তা দেবে।

তিনি বলেন, ডব্লিউএইচের গাইডলাইন অনুযায়ী কোনো দেশে যদি লেটেস্ট টিকা না থাকে আগের টিকা দিলেও রোগের সিভিয়ারিটি কমাবে।

তারা পরামর্শ দিয়েছে, আগের যে টিকা আছে সেগুলো দেওয়ার জন্য। টিকার জন্য নতুন করে যোগাযোগ এখনো শুরু হয়নি। আমরা শিগগিরই তা করব।

সব হাসপাতালে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা করা যাচ্ছে কি না-এমন প্রশ্নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, সাধারণ মানুষের এই পরীক্ষা করানোর কোনো প্রয়োজন নাই। যাদের লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে আসেন তাদের পরীক্ষা করা যেতে পারে। হাসপাতালে যদি আসে, আমরা যদি মনে করি তার পরীক্ষা করানো দরকার, তাহলে করা হবে। সব জায়গায় এই পরীক্ষা করার সুবিধা থাকবে। আমরা কাল বিভিন্ন হাসপাতালে আরটিপিসিআর পৌঁছে দেব। আমাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউশন লিস্ট আছে, কোন হাসপাতাল কত লাগবে। আমরা কিট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে, ঈদের জন্য কিছুটা দেরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ) ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সংক্রমণ বাড়তে থাকায় দেশের জেলা পর্যায়ের সব সরকারি হাসপাতালে শয্যা প্রস্তুত করে রাখছেন তারা।

ছাত্রলীগ নেতাকে ছাড়াতে গুলি, ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাবুকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

বুধবার (১১ জুন) দুপুরে ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

এতে বলা হয়েছে, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাবুকে প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।

আরো বলা হয়েছে, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বিষয়টি অনুমোদন করেন।

এ ছাড়া ছাত্রদলের সব নেতাকর্মীকে তার সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জাহিদুল ইসলাম বাবুর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (১০ জুন) নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জনতার হাতে অবরুদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতাকে ছাড়িয়ে নিতে ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাবুর বিরুদ্ধে এলোপাতাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। এ সময় এক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হন। পরে উত্তেজিত জনতা পিটুনি দিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

রাজশাহীর দুই বিএনপি নেতাকে আজীবন বহিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির দুই নেতাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার জেলা বিএনপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দুজনকে বহিষ্কারের কথা জানানো হয়েছে।

বহিষ্কৃত দুজন হলেন- উপজেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম জুম্মা ও বানেশ্বর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম রফিক। এদের মধ্যে আনোয়ারুল ইসলাম পুঠিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। আর রফিকুল ইসলাম বানেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য।

বিজ্ঞপ্তিতে সই করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মার্শাল ও সদস্য সচিব বিশ্বনাথ সরকার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই দুজনকে সব পর্যায়ের পদ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ারুল ইসলাম কিছু দিন ধরে পুঠিয়া উপজেলার নন্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ার হোসেন মিমকে বিদ্যালয়ে যেতে দিচ্ছেন না। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে জেলা বিএনপি আনোয়ারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দিয়েছিল। আনোয়ারুল জবাব দিলেও তা সন্তোষজনক হয়নি।

এদিকে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে গত সোমবার ইউপি সদস্য রফিকুল তার লোকজন নিয়ে পুঠিয়ার হাতিনাদা গ্রামের দুই সেনা সদস্যের বাড়িতে হামলা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দুই সেনা সদস্য সম্পর্কে চাচাতো ভাই। একজনের বাড়িতে হামলা, লুটপাটের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগও করা হয়। অন্যজনের বাড়ির কয়েকটি জানালার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। এক সেনা সদস্যের বাবা আওয়ামী লীগের সমর্থক। এ জন্য চাঁদা দাবি করা হচ্ছিল বলে পরিবারটির অভিযোগ। হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় রফিকুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে পুঠিয়া থানায় একটি মামলা হয়েছে। তবে পুলিশ এখনও রফিকুলকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব বিশ্বনাথ সরকার বলেন, আনোয়ারুল ইসলাম একজন হেডমাস্টারকে স্কুলে যেতে দিচ্ছেন না। এজন্য শোকজ করেছিলাম। তিনি জবাব দিলেও সেটা গ্রহণযোগ্য না। তাই তাকে বহিষ্কার করা হলো। আর রফিকুল ইসলাম দুই সেনা সদস্যের বাড়িতে হামলা করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। তাই তাকেও বহিষ্কার করা হলো।

গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের ঘেরে ডাকাতি, আহত ৪

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার চিংড়ি জোনে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের মৎস্য ঘেরে ডাকাতি হয়েছে। এ সময় ঘেরের চারজন কর্মচারী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১০ জুন) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার চিংড়ি জোনের রামপুর মৌজায় ৩০০ একর আয়তনের ঘেরে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের খামার ব্যবস্থাপক উৎপল কান্তি চৌধুরী।

খামার ব্যবস্থাপক উৎপল কান্তি চৌধুরী বলেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে অস্ত্রধারী ৭-৮ ডাকাত আমাদের খামার অফিস এলাকায় ঢুকে পড়ে। ডাকাতরা খামার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিম্মি করে খামারে রক্ষিত বাগদা, কোরাল, বাটাসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাছ ও ঘের কর্মচারীদের দুটি মোবাইল ও ছয়টি টর্চলাইটও লুট করে নিয়ে যায়। বিষয়টি চকরিয়া থানার ওসিকে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ডাকাত দল রাতের আঁধারে যখন মাছ লুট করছিল, তখন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাধা দিলে তাদের মারধর করা হয়। মারধরে ঘেরের মসজিদের ইমাম মোজাম্মেল হক, কর্মচারী নাসির উদ্দিন, মো. মোজাম্মেল ও মো. মিজান আহত হয়েছেন।

উৎপল কান্তি চৌধুরী বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আগের দখলবাজ সন্ত্রাসীরা ঘের ছেড়ে পালিয়ে গেলে গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আবার মাছ চাষ শুরু করে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাতে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে।

যৌতুক হিসেবে পুত্রবধূর কিডনি চাইলেন শ্বশুর-শাশুড়ি

পোস্ট ডেস্ক : যৌতুকে আসবাব, টাকা ও গহনা না পেয়ে পুত্রবধূর কিডনি চেয়ে বসলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শ্বশুরবাড়ির এমন অস্বাভাবিক দাবির জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী। বিহারের মুজাফফরপুরে ঘটেছে এমন ঘটনা। মঙ্গলবার (১০ জুন) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে জানা যায় এমন তথ্য।

প্রতিবেদনে জানা যায়, দীপ্তি নামের ওই তরুণীর বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা-গহনা আনার জন্য চাপ দিতেন। একবার স্বামীকে মোটরসাইকেলও কিনে দিতে বলেন। পরে তরুণী পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগে তিনি জানান, এগুলো দিতে না পারায়, তাকে স্বামীর জন্য একটি কিডনি দিতে বলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

দীপ্তি তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়।

পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদে বলা হয়, ২০২১ সালে বিয়ে হয়েছিল ওই তরুণীর। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকেন শ্বশুর-শাশুড়ি। এর মধ্যেই বিয়ের বছর দুয়েক পরে ওই তরুণী জানতে পারেন, তার স্বামীর একটি কিডনি ঠিকমতো কাজ করে না।

সেই সময় থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন দীপ্তির স্বামীর জন্য তার কিডনি দিতে বলে আসছেন।

অভিযোগ পেয়েই দুই পক্ষকে থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ওই তরুণী বিবাহবিচ্ছেদ চান। স্বামী তাকে ডিভোর্স দিতে অস্বীকার করেন।

এই পরিস্থিতিতে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের

পোস্ট ডেস্ক : আসন্ন ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক আলোচনার ষষ্ঠ দফার কয়েক দিন আগে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, পারমাণবিক আলোচনা ব্যর্থ হলে এবং সংঘাত সৃষ্টি হলে ইরান আঞ্চলিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাবে।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে নাসিরজাদেহ বলেন, 'বিপরীত পক্ষের কিছু কর্মকর্তা হুমকি দিচ্ছেন যে যদি আলোচনা সফল না হয় তাহলে সংঘাত হবে। যদি আমাদের ওপর সংঘাত চাপিয়ে দেওয়া হয়... তবে অঞ্চলের সব মার্কিন ঘাঁটিই আমাদের নাগালের মধ্যে এবং আমরা সাহসিকতার সঙ্গে সেগুলো লক্ষ্যবস্তু করব-তা যে-ই দেশে থাকুক না কেন।'

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইরান যদি নতুন পারমাণবিক চুক্তি না করে, তবে বোমাবর্ষণ করা হবে।

এই সপ্তাহেই আলোচনার পরবর্তী দফা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, বৃহস্পতিবার এই আলোচনা শুরু হবে, তবে তেহরান জানিয়েছে, তারা রবিবার ওমানে বৈঠকে বসবে। ইরান পূর্ববর্তী মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একটি পাল্টা প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প মঙ্গলবার বলেন, 'ইরান পারমাণবিক আলোচনায় আরো আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

নাসিরজাদেহ আরো জানান, সম্প্রতি ইরান একটি দুই টন ওয়ারহেড বিশিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে এবং তারা কোনো সীমাবদ্ধতা মানে না। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছিলেন, ইরানের সামরিক শক্তি-বিশেষ করে ক্ষেপণাস্ত্র-আরো উন্নত করা উচিত।

২ ইসরায়েলি মন্ত্রীর ওপর ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

পোস্ট ডেস্ক : গাজা উপত্যকা নিয়ে দেওয়া মন্তব্যের কারণে যুক্তরাজ্য দুই ইসরায়েলি কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিবিসি মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জাজিয়েছে।

ইতামার বেন-গভির ও বেজালেল স্মোটরিচ-এই দুই মন্ত্রী এখন থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশে নিষিদ্ধ থাকবেন এবং তাদের ব্রিটেনে থাকা যেকোনো সম্পদ জব্দ করা হবে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এই পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন।

ডেভিড ল্যামি বলেন, ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী স্মোটরিচ ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী বেন-গভির 'চরমপন্থী সহিংসতা উসকে দিয়েছেন এবং ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন'।

টেসলার বিরুদ্ধে মামলা করলেন ১০ হাজার ক্রেতা

পোস্ট ডেস্ক : ক্ষতিপূরণের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ১০ হাজার টেসলামালিক। কোনো আগাম সতর্কতা বা দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ ব্রেক কষে টেসলা কোম্পানির গাড়িগুলো। বিশেষ করে 'অটোপাইলট' ফিচার চালু থাকলে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। আর এ কারণে ক্লাস অ্যাকশন মামলা করেছেন তাঁরা।

অটোপাইলট মোডে গাড়িটি নিজেই গতিনিয়ন্ত্রণ ও ব্রেক করে। যদিও এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় নয়, টেসলাচালককে সব সময় স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখতে বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্যার কারণে টেসলার বিরুদ্ধে মামলার পর অস্ট্রেলিয়াতেও প্রায় ১০ হাজার চালক একত্রিত হয়ে ফেডারেল কোর্টে মামলা করেছেন।

মামলায় বলা হয়েছে, টেসলা 'ফ্যান্টম ব্রেকিং', ব্যাটারির পরিসীমা ও স্বচালিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছে।

দুই বছর আগে টেসলা গাড়ি কেনেন ডমিনিক ইয়িন। সিডনি থেকে মেলবোর্ন যাওয়ার পথে হাইওয়েতে হঠাৎ করেই ইয়িনের টেসলা গাড়িটি ব্রেক কষে, যার পেছনে কোনো কারণ ছিল না।

ইয়িন বলেন, 'পেছনে থাকা ট্রাকচালক হর্ন বাজিয়ে রেগে গিয়েছিলেন। আমি হাত তুলে দেখালাম, ''এটা আমি করিনি, গাড়িই এমন করছে।''

এই সমস্যা 'ফ্যান্টম ব্রেকিং' বা ভৌতিক ব্রেকিং নামে পরিচিত এবং এটি বহুবার ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইয়িন বলেন, 'হঠাৎ মনে হয়, যেন কেউ আরেকজন আপনাকে চালাচ্ছে। এটা খুব ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।'

আইনি প্রতিষ্ঠান জেজিএ স্যাডলারের আইনজীবী রেবেকা জানকাউস্কাস জানান, চালকেরা বলছেন, হাইওয়েতে ঘণ্টায় ১০০ বা ১১০ কিলোমিটার বেগে চলার সময় হঠাৎ গাড়ি ব্রেক কষে দেয়-কোনো কারণ ছাড়াই। এতে কিছু দুর্ঘটনাও ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে টেসলা অস্ট্রেলিয়ার মন্তব্য চাওয়া হলেও তারা সাড়া দেয়নি। তবে প্রতিষ্ঠানটি আগে বলেছে, তাদের অটোপাইলট প্রযুক্তি গাড়ি চালনার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য তৈরি।

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল অবকাঠামো বিভাগ জানিয়েছে, গত দুই বছরে এ-সংক্রান্ত মাত্র ছয়টি অভিযোগ তারা পেয়েছে।

অন্যদিকে চালকদের উদ্দেশে এনআরএমএর পিটার খুরি বলেন, 'এমন কিছু ঘটলে অবিলম্বে গাড়ির নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যদি সেখান থেকে সমাধান না পান, তবে অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে জানাতে পারবেন।'

ডমিনিক ইয়িন বলেছেন, 'যদি জানতাম এমন কিছু ঘটবে, তাহলে কখনোই এই গাড়ি কিনতাম না। গাড়ি চালাতে গিয়ে সব সময় ভাবতে হয়, আবার কখন এটা ঘটবে!

তিনি টেসলাকে পুরো অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বা অন্তত সমস্যা সমাধান দিতে বলেছেন।

নিউইয়র্ক কি ইতিহাসে প্রথম কোনো মুসলিম মেয়র পেতে যাচ্ছে

পোস্ট ডেস্ক : ৪ জুন অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বাছাইপর্বের বিতর্কে অংশ নেন ডেমোক্র্যাট দলের মেয়র পদপ্রার্থী (বাঁ থেকে) অ্যান্ড্রু কুমো, হুইটনি টিলসন, জোহরান মামদানি এবং মাইকেল ব্লেক। ছবি: রয়টার্স

নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইপর্বে একজন তরুণ অভিবাসী এবং রাজনৈতিক পরিবার থেকে আসা নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক এক গভর্নরের মধ্যে মূল লড়াইটা হবে। ওই তরুণ অভিবাসী ডেমোক্রেটিক পার্টির বামপন্থী রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। আর সাবেক ওই গভর্নর একজন মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থিতার দৌড়ে এগিয়ে থাকা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার ডেমোক্র্যাট সদস্য জোহরান মামদানি এবং সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো। নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইপর্বকে প্রগতিশীল আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রক্ষণশীল ধারার পুরোনো প্রজন্মের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২৪ জুন প্রাথমিক বাছাইপর্বের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ডেমোক্র্যাটদের প্রাথমিক বাছাই কেন গুরুত্বপূর্ণ

নিউইয়র্ক নগর মূলত ডেমোক্রেটিক পার্টির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তাই বলা যায়, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীরই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ২০২১ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে এরিক অ্যাডামস প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করেছিলেন। সেই জয়ের পর থেকে এরিক অ্যাডামস জাতীয় পর্যায়েও একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।

নতুন মেয়রকে কী কী সামলাতে হবে

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হওয়ার অর্থ হলো, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম ও ব্যস্ততম শহরের নির্বাহী কর্মকর্তা। শহরটির নতুন মেয়র যিনি হবেন, তাকে অনেক সমস্যা ও জরুরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এর মধ্যে আছে আবাসন, জীবনযাত্রার ব্যয়, যানজট ও গণপরিবহন।

নিউইয়র্কবাসীর ক্ষেত্রে এ নির্বাচনের প্রভাব স্পষ্ট। তবে প্রতিবছর শহরটিতে ভ্রমণে আসা প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষের ওপরেও এ নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব পড়বে। নিউইয়র্ক শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, পুরো বিশ্বের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

রাজনৈতিকভাবে প্রাথমিক বাছাইপর্বের এ প্রতিযোগিতা ডেমোক্রেটিক পার্টির ভবিষ্যৎ এবং দলটির বামপন্থী অংশের প্রার্থীদের নির্বাচনী সক্ষমতা বোঝার পূর্বাভাস হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং দুই বছর পর হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে এ বাছাইপর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার মানে দেশজুড়ে পরিচিতি পাওয়া। সর্বশেষ তিনজন মেয়রের সবাই পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক বাছাইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

ডেমোক্র্যাটদের প্রাথমিক বাছাইপর্বে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ৬৭ বছর বয়সী অ্যান্ড্রু কুমো এবং ৩৩ বছর বয়সী জোহরান মামদানি। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নরের সন্তান এবং নিজেও গভর্নর হওয়া কুমোর কর্মজীবন বিস্তৃত। ২০১১ সালে নিউইয়র্কের গভর্নর হওয়ার আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী এবং নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন।

২০২১ সালে যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুমো পদত্যাগ করেন। তিনি এখন রাজনীতিতে ফেরার চেষ্টা করছেন। কুমোকে কয়েক বছর আগে পদত্যাগের আহ্বান জানানো মানুষদের সঙ্গেই তিনি আবার সম্পর্ক গড়ে তুলছেন।

কুমো তার নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন, তার মধ্যে আছে-শহরের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করা এবং ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো।

কুমো একজন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

জোহরান মামদানি কোনো রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান নন। উগান্ডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার ঘরে জন্ম নেওয়া মামদানি ২০২১ সাল থেকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকা (ডিএসএ) সমর্থিত প্রার্থী।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সী মামদানি নিজেকে এমন একজন প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরেছেন, যিনি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারাতে পারেন। তিনি ভোটারদের মন জয় করতে আবাসন, গণপরিবহন ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ওপর জোর দিচ্ছেন।

জোহরান মামদানি নির্বাচিত হলে তিনিই হবেন নিউইয়র্ক নগরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার সন্তান মার্কিন মেয়র।

জোহরান মামদানির জন্ম উগান্ডার কাম্পালায়। তিনি সাত বছর বয়সে নিউইয়র্ক নগরে চলে আসেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তার মা মিরা নায়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা, আর বাবা মাহমুদ মামদানি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

মামদানি একটি প্রগতিশীল প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি বিষয়গুলোর ওপর জোর দিচ্ছেন, তার মধ্যে আছে ভাড়া স্থিতিশীল রাখা, সরকারি বাসের ফি তুলে নেওয়া এবং নগর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সাশ্রয়ী মূল্যের মুদিদোকান তৈরি করা।

দেশের চোখ লন্ডনের দিকে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনে কলকাঠি নেড়ে রাজনৈতিক মহরে প্রশংসার দাবি রাখেন। যার ফলে ৫ ই আগস্ট এরপর থেকে এ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সরকারের এ টিম হিসেবে কাজ করছে। সরকারের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকায় দলটি সর্বক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করছে । দেশ বিদেশের সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয় লোক।

এদিকে কথা মঙ্গলবার সকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মোঃ ইউনুস লন্ডন এসে পৌঁছেছেন। তিনি ব্রিটিশ রাজার আমন্ত্রণে একটি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে আসলেও এর সুযোগ হাতছাড়া করেননি বিএনপির প্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান । তিনি অন্তর্বর্তীকালের সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস তাতে সাড়া দেন আর সেই কাঙ্ক্ষিত বৈঠক আগামী শুক্রবার সকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ যে হোটেলে উঠেছেন সেই হোটেলের লবিতে হওয়ার কথা রয়েছে ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এর সাথে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর আসন্ন বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তাদের দিপাক্ষিক এই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি । আগামী নির্বাচনের দিন তারিখ নির্ধারণ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসবে । বিশ্লেষকরা মনে করছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন তারিখ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস লন্ডনে ঘোষণা করে আসবেন । বিশ্লেষকদের মতে, তারেক রহমান আগামী নির্বাচন নিয়ে যেসব দাবিগুলো উত্থাপন করবেন সেসব যুক্তিসঙ্গত দাবি দেশের প্রধান উপদেষ্টা বিবেচনায় আনবেন এবং একটি নির্বাচনের রোড ম্যাপ তিনি সেখানেই ঘোষণা করবেন ।

যুক্তরাজ্য বিএনপির অনেক নেতা মনে করেন ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এর সাথে বৈঠকের পর ভালো ফলাফল প্রাপ্তি সাপেক্ষে শীঘ্রই তারেক রহমান দেশে গিয়ে নির্বাচনের সভা সমাবেশ শুরু করবেন এবং নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবেন । এ লক্ষ্যে তারেক রহমান ইতিমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছেন বলে সূত্রটি দাবি করেছে ।

এদিকে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এর সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একান্ত সাক্ষাৎ ঘিরে দেশ ও বিদেশে চলছে নানামুখী আলোচনার সমালোচনা।

প্রধান উপদেষ্টাকে বৈঠকে যে বার্তা দিবেন তারেক রহমান :

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস এর সঙ্গে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বৈঠক নিয়ে সর্বত্র কৌতুহলের শেষ নেই। আগামী শুক্রবার সকালে নির্ধারিত এই বৈঠকে তারেক রহমান একাই দেখা করবেন কিনা? এ নিয়েও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। যদিও তারেক রহমানের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত এনিয়ে কোন বার্তা মিডিয়ার কাছে পৌছানো হয়নি।

যুক্তরাজ্য বিএনপি'র একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যে বৈঠক হওয়ার কথা তার দিন তারিখ ঠিক রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু মিডিয়া এ নিয়ে অনুমান নির্ভর সংবাদ প্রকাশ করছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তার কোন প্রতিক্রিয়া মিডিয়ার কাছে জানান নি । এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠজনের কাছেও প্রকাশ করছেন না। তিনি বিষয়টি অনেকটা চেপে যাচ্ছেন এবং গোপন রাখার চেষ্টা করছেন। তবে পরামর্শকদের সাথে অনেকবার মিটিং করেছেন বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে।

তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এর সঙ্গে একাই দেখা করবেন এবং তিনি আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বের সাথে কথা বলবেন। বিনেপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে অনুরোধ করবেন যত দ্রুত সম্ভব দেশে নির্বাচন দিতে যর মাথ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে। এজন্য তিনি নিদৃষ্ট দিন তারিখও নির্ধারণ করে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য দাবি করবেন।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস লন্ডনের যে হোটেল এ অবস্থান করছেন সেই হোটেল লবিতে শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলা ছাড়াও যেসব বিষয়ে কথা বলবেন তার একটি খচড়া ইতিমধ্যে তৈরি করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে, তারেক রহমান আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন।

আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ :

চার দিনের সফরে যুক্তরাজ্য পৌঁছেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (১০ জুন) স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৫ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি লন্ডন পৌঁছান।

এদিকে ড.ইউনুসের আগমন কে কেন্দ্র করে লন্ডনে সকাল থেকে ড. ইউনুস যে হোটেলে অবস্থান করবেন সেই হোটেলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দাবি দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও প্রবাসী বাঙালিরাও এ বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন।তাদের হাতে ছিলো ড. ইউনুসের ছবি সম্বলিত বিভিন ব্যঙ্গাত্মক ফেস্টুন ও ব্যানার।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান ,ড. ইউনূস যেসব জায়গায় মিটিং করবেন, সেখানে বিক্ষোভ করবেন তারা। এ বিক্ষোভের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারকে কড়া বার্তা দিতে চায়। একই সঙ্গে বিদেশে দলটির শক্তি জানান দিতে চায়।

অপর দিকে ড. ইউনুসকে স্বাগত জানাতে হোটেলর সামনে স্বল্প সংখ্যক প্রবাসীকেও দেখা তাদের হাতে ছিলো এনসিপির ব্যানার ও ড. ইউনুসের ছবি।

বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত জুড়ে

রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল তখন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী ছিল এই সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি। সেদিন গণহত্যার শিকার লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশের আশ্রয় নিয়েছিল। এই আরাকান আর্মি সেদিন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে রোহিঙ্গাদের উপর জুলুম নির্যাতন করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ভীটে-বাড়ি ছাড়া করেছিল। গুম-খুন ও ধর্ষণের শিকার লাখ লাখ রোহিঙ্গা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

সেদিনের সেই সন্ত্রাসীরা এখন বিদ্রোহ করে আরাকান আর্মী নামে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে। আরাকান আর্মী এখন রাখাইন বা আরাকান রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের ২৭২ কিলোমিটার এলাকা বেইচ করে এই আরাকান আর্মী মিয়ানমার সরকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে তারা।

বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ সীমান্ত ব্যবহার করে আরাকান আর্মী প্রতিদিন চাল, ডাল, ওষুধ, রড, সিমেন্টসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেলেও তাদের অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে অধিবাসীরা। গণহত্যাকারী এই আরাকান আর্মী বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রতিদিন কাঠুরিয়া ও জেলেদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে প্রতিনিয়ত।

সীমান্তবর্তী নাফনদীতে মাছ শিকার বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। চিংড়ী প্রজেক্টগুলোতে ভয়ে যেতে পারেনা মালিক শ্রমিকরা। সীমান্তের পাহাড়ি এলাকায় মরণঘাতি স্থল মাইন বসিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। এতে প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে বাংলাদেশী কাঠ শ্রমিক ও বাঁশ শ্রমিকরা।

সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ রাখা হয় আরাকান আর্মীর গুলাগুলির ভয়ে। চাঁদাবাজী অপহরণ ও গুম খুনের ভয়ে দীর্ঘদি বন্ধ রয়েছে টেকনাফ স্থলবন্দর কেন্দ্রীক ব্যবসা বাণিজ্য। এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে প্রতিমাসে ১০-১২ কোটি টাকা। এতে করে আরাকান আর্মীর ব্যাপারে সীমান্তের অধিবাসীরা দারুনভাবে ক্ষুব্ধ।

রোহিঙ্গা গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত এই সন্ত্রাসী আরাকান আর্মীর জন্য সম্প্রতি মানবিক করিডোর বা মানবিক চ্যানেল সৃষ্টির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এর বিরুদ্ধে ফোঁসে উঠে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সর্বস্তরের সচেতন মানুষ। তাদের মতে এই এই কথিত করিডোর বা চ্যানেল বাংলাদেশের কোন উপকারে আসবে না। অপর দিকে এই চ্যানেল ব্যবহার করে বাংলাদেশে অবস্থানরত দেড় মিলিয়ন রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কোন কথাও নেই। তাহলে প্রশ্ন উঠে এই মানবিক করিডোর বা মানাবিক চ্যানেল কার স্বার্থে? সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরাকান আর্মীর স্বার্থে?

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ হোসেন চৌধুরী বলেন, সীমান্তে আরাকান আর্মির ভয়ে এলাকার স্বাভাবিক কার্যক্রম মানুষ করতে পারছে না। বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রাখা দরকার। পালংখালীর বিশিষ্ট সমাজসেবক মাওলানা আলিমুল্লাহ জানান, প্রতিদিন যেই পরিমাণে বাংলাদেশ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মিয়ানমারে পাচার হচ্ছে এটি উদ্বেগজনক। এখানে আমাদের সীমান্তরক্ষী বা কোন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না।

করিডোর বা চ্যানেল হলে এই পথে মাদক ও অস্ত্রের মত অবৈধ মালামাল আনা নেয়া হতে পারে বলে সচেতন মহলে উদ্বেগ বাড়ছে।

সচেতন মহলের মতে মিয়ানমারের যুদ্ধরত আরাকান আর্মি মূলত মিয়ানমার জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি চীন রয়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের পক্ষে। তাহলে যেভাবে আরাকান আর্মি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার ভূখণ্ড ব্যবহার করে মিয়ানমার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে বিষয়টি সরাসরি চীনের সাথে বাংলাদেশের সংঘাতে জড়ানোর শামিল।

অবৈধ অভিবাসন নিয়ে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র

করা হয়েছে, তারপরও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস ছাড়াও, অন্যান্য শহরে দেখা গেছে বিক্ষোভকারীরা 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)' এর বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন, সাইনবোর্ড বহন করছেন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে রাস্তা অবরোধ করছেন, ফেডারেল অফিসগুলোর সামনেও জট তৈরি করছেন অনেক মানুষ। যদিও অনেক জায়গায় বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল, কিছু জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষও হয়। পুলিশ কেমিক্যাল স্প্রে ব্যবহার করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে এবং গ্রেফতার চালায়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে আরও বড় পরিসরের বিক্ষোভের পরিকল্পনা চলছে। আগামী শনিবার 'নো কিংস' নামের দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে, যেটি ট্রাম্পের ওয়াশিংটনে নির্ধারিত মিলিটারি প্যারেডের দিনেই আয়োজন করা হবে।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, বিক্ষোভ সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অভিযান ও বিতাড়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মঙ্গলবার রাতে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বিক্ষোভগুলোকে 'বিদেশি শত্রুর হামলা' বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রতিবাদের নামে লস অ্যাঞ্জেলেসের কেন্দ্রস্থলে লুটপাট, ভাঙচুর, আগুন লাগানোসহ একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। যে বিক্ষোভগুলি সকালে শান্তিপূর্ণ বলা হয়েছিল, সেগুলিরই রং পাল্টে যায় রাতে। ভয়ঙ্কর হিংসার আগুন ছড়িয়ে পরে দাউ দাউ করে।

সাংবাদিকদের সামনে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র ক্যারেন ব্যাস বলেন, 'আমি শহরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছি এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে কারফিউ জারি করেছি যাতে লুটপাট, ধ্বংস বন্ধ করা যায়।' তিনি জানান, শহরের মোট ৫০০ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে এক বর্গমাইল অঞ্চল সকাল ৬টা পর্যন্ত (১৩০০ জিএমটি) সাধারণ নাগরিকদের জন্য বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র বাসিন্দা, সাংবাদিক ও জরুরি পরিষেবার কর্মীরা চলাফেরা করতে পারবেন।

বিক্ষোভ পঞ্চম দিনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিক্ষোভকে 'শান্তি ও জনশৃঙ্খলার উপর আক্রমণ' বলে অভিহিত করেন এবং আরও সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন। যদিও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসাম এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তবুও ক্যালিফোর্নিয়ার সম্মতি ছাড়াই লস অ্যাঞ্জেলেসে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল গার্ড এবং ইউএস মেরিন মোতায়েন করা হয়েছে।

২০০ টাকার জন্য বন্ধুকে হত্যা!

ঈদের পরদিন রোববার বিকাল সোয়া ৫টার দিকে উপজেলার চরধীপুর গ্রামে বন্ধু রিফাতের ছুরিকাঘাকাতে আহত হন তিনি। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন মারুফকে তিন দিন পর বুধবার সকালে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার দিন রোববার নিহত মারুফের বড় বোন পাপিয়া গোসাইরহাট থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেছিলেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ঈদ উপলক্ষে চরধীপুর গ্রামের বাড়ি গেলে মারুফ সরদারের বন্ধু একই বাড়ির রিফাতের (২০) সঙ্গে দেখা হয়। এ সময় মারুফের কাছে পাওনা ২০০ টাকা ফেরত চায় রিফাত। জবাবে মারুফ বলে- আজকে নাই পরে দিয়ে দিমু।

এ সময় রিফাত ধারের ২০০ টাকা ফেরত না দেওয়ার কারণ জানতে চান। এ নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। পরে মারুফকে মেরে ফেলার ভয়ভীতি দেখায় রিফাত ও তার লোকজন। মারুফ ভয়ে দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। তখন রিফাত তাকে মারার জন্য ঘরে ঢুকে মারুফকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তার পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যায়। মারুফের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে রিফাত দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিন দিন পর বুধবার সকালে চিকিৎসক মারুফকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মারুফের বড় বোন পাপিয়া আক্তার বলেন, আমার ভাই মারুফের কাছে ২০০ টাকা পায় রিফাত। ঈদের পরদিন বিকালে মারুফ ঘুরতে বের হওয়ার সময় তাকে পথে আটকায় বন্ধু রিফাত। মারুফ ২-১ দিন পর টাকা দিতে চাইলে রিফাত তা নিয়ে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে মারুফকে মারপিট শুরু করে।

গোসাইরহাট থানার এসআই মফিজ বলেন, ধারের টাকা ফেরত না দেওয়ায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে রিফাত। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে মারা যান মারুফ। রিফাতকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে। ঢাকার শাহাবাগ থানা পুলিশ লাশের ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের টিকা কমিটির সব সদস্য

আমেরিকার বিজ্ঞানীদের একটি অংশ টিকা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন কয়েক বছর ধরেই। তাদের দাবির মুখে এই সিদ্ধান্ত নিলেন রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কেনেডি নিজেও টিকা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন। মার্কিন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন অনেকবার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একের পর নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন কেনেডি। মার্কিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশটির খাদ্য ও ওষুধ ব্যবস্থায়ও আমূল পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন। সেই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবার টিকা কমিটির সবাইকে বরখাস্ত করলেন।

তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী টিকা কমিটির সবাইকে বরখাস্ত করায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে যাবে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কেননা, এই কিমিটিই এতদিন পরামর্শ দিয়ে এসেছে কীভাবে ও কাদের টিকা দেওয়া যাবে। তবে কেনেডি বলছেন, তিনি আশা করছেন, এই সিদ্ধান্তের পর মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।

বিবিস লিখেছে, এই পদক্ষেপ কেনেডির শপথবাক্যের সময় দেওয়া আশ্বাসের ঠিক বিপরীত। লুইজিয়ানার রিপাবলিকান সিনেটর ও চিকিৎসক বিল ক্যাসিডি বলেছেন, এসিআইপিতে কোনো পরিবর্তন না করার আশ্বাস তাঁকে দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে মুসলমানদের

তুলনামূলকভাবে কম বয়সি।

২০১৫ থেকে ২০২০ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গড়ে একজন মুসলিম নারী তার জীবনে ২.৯টি সন্তান জন্ম দেন। যেখানে একজন অমুসলিম নারীর গড় সন্তান সংখ্যা ২.২।

গবেষণায় ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের ধর্মীয় অনুপাতে কী পরিবর্তন এসেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, খ্রিষ্টধর্ম এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্ম। বিশ্বের মোট প্রায় ২৩০ কোটি মানুষ এ ধর্মের অনুসারী। তবে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন কমছে।

গবেষণার তথ্যমতে, ২০১০ সালের পর থেকে বিশ্বে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে মূলত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই।

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড় প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে কাজাখস্তান, বেনিন ও লেবাননে। অন্যদিকে ওমান ও তানজানিয়ায় মুসলিমদের অনুপাত কমে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয়ভাবে কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই-এমন মানুষের সংখ্যা ২০১০ সালের তুলনায় ৯৭ শতাংশ বেড়েছে।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ধর্মহীন মানুষ বাস করেন চীনে। সেখানে প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নন।

পিউ রিসার্চের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এখনো ৬০ শতাংশ দেশ ও অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৪০টি দেশে অন্তত ৫ শতাংশ করে কমেছে এবং মাত্র একটি দেশে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

পিউ গবেষণা সংস্থা এ কমার একটি কারণ হিসেবে দেখিয়েছে, অনেক মানুষ খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করছেন। তারা যেই ধর্মে বড় হয়েছেন, পরবর্তী সময়ে সেই ধর্ম পরিবর্তন করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এমন প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা গণনা করেই পিউ এ বিশ্লেষণ করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, সেখানে তিনজন খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন।

পিছু হটলেন ইলন মাস্ক, এবার ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ

অন্যদিকে কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন মানুষের ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র দেখা গেছে। প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যেখানে ধর্মহীনতা ছেড়ে গেছেন, সেখানে তিনজন ব্যক্তি নতুন করে ধর্মহীন হয়েছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মেও ধর্ম গ্রহণের চেয়ে ধর্ম ত্যাগের হার বেশি ছিল। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যেখানে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা ধর্মত্যাগী ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি।

ইসলাম এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এ ধর্মের অনুসারী, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

২০১০ সাল থেকে ইসলাম ধর্মে প্রায় ৩৫ কোটি নতুন মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যা খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি এবং অন্যান্য সব ধর্মের সম্মিলিত বৃদ্ধির চেয়েও বেশি।

বিশ্বে কোনো ধর্মের বিশ্বাসী নন (ধর্মহীন), এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটিতে পৌঁছেছে, যা ২০১০ সাল থেকে ২৭ কোটি বেড়েছে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যাও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশি হারে বেড়েছে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মের অনুসারী ১২০ কোটি মানুষ। ২০১০ সাল থেকে এক দশকে এই ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৬০ লাখ বেড়েছে। তবে এই ধর্মের অনুপাত বিশ্ব জনসংখ্যায় অপরিবর্তিত আছে।

শিখ, বাহাইসহ অন্যান্য ধর্মে মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ দশমিক ২ শতাংশ।

সিন্ধু অববাহিকায় ভারত বড় জলাধার

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে সিন্ধু অববাহিকায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জন্য বাড়তি জলাধার তৈরি করা হবে। এসব প্রকল্পের কাজ অবশ্য একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।

মনোহর লাল খাট্টার অবশ্য বলেছেন, সিন্ধু পানি চুক্তি অনুযায়ী যেসব প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে কোনো বদল ঘটানো হবে না। কারণ, সেসব প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হয়ে আছে। কিছু নতুন প্রকল্পের কাজ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সেগুলোর জলাধারের ক্ষমতা বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে, যাতে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সিন্ধু পানি চুক্তি ভারত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছিল। সেই ঘোষণা আজও বলবৎ আছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত বিদ্যমান প্রকল্পগুলোতে কোনো রকম পরিবর্তন করতে পারে না। জলাধারের ক্ষমতাও বাড়াতে পারে না। ভারতের এ ভাবনা নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে।

মনোহর লাল বলেন, সেসব নতুন প্রকল্পের জন্য জলাধারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে নতুন চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ)। চার প্রকল্পের কোনোটির কাজ এখনো শুরু হয়নি।

মন্ত্রী বলেন, এই চার প্রকল্পেরই বহর বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। বহর বাড়ানোর অর্থ বড় জলাধার নির্মাণ, যাতে পানি ধারণের ক্ষমতা বাড়বে এবং আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। সরকার জম্মু-কাশ্মীরের বিদ্যুৎ নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে চায়।

মনোহর লাল দাবি করেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর ওপর পাকিস্তান সাইবার হামলার পরিকল্পনা করেছিল। সেগুলোকে টার্গেটও করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত সফলভাবে সেসব আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

ভারতের বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে সাইবার নিরাপত্তা প্রটোকল আরও বাড়ানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন বা ট্রান্সমিশন-উভয় ক্ষেত্রেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনে প্রয়োজনীয় যা কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে সাইবার আক্রমণের শঙ্কা কমে।

সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত রাখার প্রতিবাদ জানিয়েছে পাকিস্তান। সিন্ধু অববাহিকার পশ্চিমের তিনটি নদী সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগার সিংহভাগ পানি পাকিস্তানে প্রবাহিত হয়। পেহেলগাম-কাণ্ডের পর সেই পানি প্রবাহ কমাতে ভারত তৎপর। সেই কারণেই চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা।

ভারতের নতুন প্রকল্পের জন্য বড় জলাধার তৈরির অর্থ পশ্চিমের তিন নদীর পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া। তাতে পাকিস্তানে কম পানি যাবে। স্পষ্টতই, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আনা ভারত পাল্টা হিসেবে সিন্ধু অববাহিকার উজানে পানিকে হাতিয়ার করতে চাইছে।

পাকিস্তান গত ১৫ মে প্রথমবার সরকারিভাবে ভারতকে চিঠি দিয়ে পানি চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তারপর আরও দুবার তারা সেই আগ্রহ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছে ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু ভারত এখনো আগ্রহ দেখায়নি। জলশক্তি মন্ত্রণালয় সূত্রের খবর, পাকিস্তানের লেখা চিঠিগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সব ধরনের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ২০১৬ সাল থেকে বন্ধ। ভারত বলতে চাইছে, সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না।

পেহেলগাম-কাণ্ডের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা যেমন একসঙ্গে চলতে পারে না, জল ও রক্তও তেমন একই সঙ্গে বইতে পারে না।'

তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদদের অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে ইসলামাবাদ। বরং তারা এখন বিভিন্ন সময় বেলুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ভারতের উসকানি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলছে।

সরকারের ব্যয় সংকোচন ৪৬ হাজার

ভূঞাপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৪৮০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প- ৫৪.১৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প- ১৫৭৬.৫ কোটি টাকা। আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ- ৬৫৪ কোটি টাকা। ওয়েস্টার্ন ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট- ৬১৫.৪৭ কোটি টাকা। ময়মনসিংহ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প- ৪৫.৫৩ কোটি টাকা। ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড- ৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ- ২৪০.৪৫ কোটি টাকা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন- ২১ কোটি টাকা। ২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও কালভার্টগুলোর জরুরি পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের হবিগঞ্জ অংশের ৪টি প্যাকেজ অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে- ৪৪২.৭৭ কোটি টাকা। ঢাকা মাস র‍্যাপিড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫) সাউদার্ন রুট- ৬৮৭২.৪৬ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত মিরপুর-১০ ও কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশন মেরামত ৩৩২ কোটি টাকা।

সেতু বিভাগ:

পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় সংকোচন- ১৮৩৫ কোটি টাকা। মিঠামইন উপজেলায় উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় সংকোচন- ৫৫০০ কোটি টাকা। কর্ণফুলী টানেল পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি পর্যালোচনাক্রমে ব্যয় সংকোচন-১২৭ কোটি টাকা। পদ্মা সেতু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি পর্যালোচনাক্রমে ব্যয় সংকোচন- ৭৫ কোটি টাকা।

রেলপথ মন্ত্রণালয়:

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প- ৬২১.৮৯ কোটি টাকা। দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প- ৬৬৯৮.৫০ কোটি টাকা। আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প- ৫১৮.০৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প- ৩৯.১২ কোটি টাকা। আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) শীর্ষক প্রকল্প- ১৫৯.২৮ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ বিভাগ:

১০ শতাংশ ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনার আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আগস্ট/২০২৪ হতে মে/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়-১৫০০ কোটি টাকা। জ্বালানি ভিত্তিক বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জ্বালানি আমদানির সার্ভিস চার্জ ৯ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়- ৪৭০ কোটি টাকা। তরল জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি শিপমেন্টে ১৫,০০০ মেট্রিক টনের পরিবর্তে ২০,০০০ মেট্রিক টন নির্ধারণের ফলে ব্যয় সাশ্রয়-৩৫৪ কোটি টাকা। মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্যারিফ ৮.৪৪৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বিদ্যুতের বর্তমান গড় বিক্রয়মূল্য (৮.৯৫ টাকা) এর চেয়ে কম। এ উদ্যোগের ফলে বছরে সাশ্রয়- ২৫০০কোটি টাকা ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর ট্যারিফ হ্রাসকরণের মাধ্যমে সাশ্রয়- ২৬৩০.৩১ কোটি টাকা।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ:

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ রহিত করে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসরণ করে এমএসপিএ স্বাক্ষরকারী ২৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্পট মার্কেট থেকে ১৭ কার্গো এলএনজি ক্রয়ে ২০২৪ সালের তুলনায় অর্থ সাশ্রয়-১২৬.৭৬ কোটি টাকা। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১৫০টি অনুসন্ধান/উন্নয়ন কূপ খনন করাসহ নতুন ৩টি রিগ ক্রয় করে বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮টি অনুসন্ধান/উন্নয়ন কূপ খনন করে দৈনিক ৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস (গড় মূল্য ৬ কোটি টাকা) জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে- সাশ্রয় ২১৯০ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্ত শিথিল করাসহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকরী নেগোসিয়েশনের ফলে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে ২০২৩- ২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৯,৮১৪ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প- ৫৬.২৫ কোটি টাকা। কেজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প-৩৩.৫৩ কোটি টাকা।

চট্টগ্রামে অগ্রাবাদ এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধন প্রকল্প)- ৫৮.৬৮ কোটি টাকা। বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প-১১৭.৭২ কোটি টাকা। ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ডু-মীরসরাই পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প-১৮.৮৩ কোটি টাকা। ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফো মিটার উইথ সুপারভাইসরি কন্ট্রোল এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম- ৯.৭৪৭৭ কোটি টাকা।

ক্ষমতার শেষ প্রান্তে নেতানিয়াহু?

সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রীর শেষ অধ্যায়? আমরা যা জানি :

ইসরায়েলি জনগণের মধ্যে নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তা কতটা কমেছে?

খুবই এবং আরো কমছে।

গাজায় যুদ্ধকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ বহুদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু মার্চ মাসে এই অভিযোগ নতুন মাত্রা পায়, যখন ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং গাজায় জিম্মি ইসরায়েলিদের জীবন আরো ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

মে মাসের শেষ দিকে চ্যানেল ১২ টেলিভিশনের এক জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ ইসরায়েলি বিশ্বাস করেন, নেতানিয়াহু গাজায় আটক ইসরায়েলিদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন নিজের ক্ষমতা ধরে রাখাকে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস নেতৃত্বাধীন হামলার সময় জিম্মি হওয়াদের মুক্তির দাবি ঘিরেই ইসরায়েলের বিক্ষোভগুলো মূলত আবর্তিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, নেতানিয়াহু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে জিম্মিদের আরো বিপদে ফেলছেন। সম্প্রতি একটি ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশের ইসরায়েলিরা গাজার মানুষের ওপর যে ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ করছেন। শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানানো হয়েছে। তেল আবিবে শনিবার রাতের বিক্ষোভে এখন অনেকেই ফিলিস্তিনি শিশুদের ছবি বহন করেছেন।

এমনকি সেনাবাহিনীতেও অসন্তোষ বাড়ছে। সংরক্ষিত সেনারা (রিজার্ভিস্ট) যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন-এমন খবর প্রকাশের পর বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তারা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে কী কী সমালোচনা উঠেছে?

সম্প্রতি ইসরায়েলের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। সাবেক সেনা জেনারেল এবং ১৯৯৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকা এহুদ বারাক টাইম ম্যাগাজিনে বলেছেন, নেতানিয়াহুর এখন দুটি পথ-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় জিম্মিমুক্তি ও যুদ্ধ শেষ, অথবা রাজনৈতিক স্বার্থে চালানো 'প্রতারণার যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়া।

এ ছাড়া ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা এহুদ ওলমার্ট হারেৎজ পত্রিকায় লিখেছেন, গাজায় ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করেছে এবং 'এটি এখন একটি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক যুদ্ধ'।

এ ছাড়া রেশেত বেত রেডিওকে ডেমোক্র্যাটস পার্টির নেতা ও সাবেক জেনারেল ইয়াইর গোলান বলেন, 'একটি সুস্থ দেশ বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় না, শিশুদের হত্যা করে না এবং জনগণকে গণহারে উচ্ছেদ করে না।'

তিনি এ কথা বলেন, যখন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ও ইতামার বেন-গভির গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

ওলমার্ট মঙ্গলবার আরো বলেন, ট্রাম্পের উচিত নেতানিয়াহুকে সোজাসুজি বলা, 'এবার যথেষ্ট হয়েছে।'

নেতানিয়াহুর জোট সরকার ভাঙার সম্ভাবনা কতটা?

বহু বছর ধরেই ইসরায়েল সমাজে বিতর্ক চলছে-আল্ট্রা-অর্থোডক্স (কট্টরপন্থী ধর্মীয়) যুবকদের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ দেওয়া হবে কিনা। তারা যদি পূর্ণকালীন ধর্মীয় শিক্ষার্থী হন, তবে এত দিন এই নিয়োগ থেকে ছাড় পেতেন। ২০২৪ সালের জুনে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, এই ছাড় আর চলবে না। এটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ইসরায়েলিদের দীর্ঘদিনের দাবি, যারা এই দ্বৈত নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছিলেন।

কিন্তু ক্ষমতাসীন জোটের দুই আল্ট্রা-অর্থোডক্স দল-শাস ও ইউনাইটেড তোরাহ জুদাইজম হুমকি দিয়েছে, এই রায়কে অকার্যকর করতে সরকার যদি আইন না করে, তাহলে তারা জোট থেকে বেরিয়ে যাবে।

নতুন নির্বাচন হলে সংসদে আল্ট্রা-অর্থোডক্সের পক্ষে ফল আসবে কিনা, তা অনিশ্চিত। কিন্তু সাম্প্রতিক পদক্ষেপ, যেমন আল্ট্রা-অর্থোডক্স শিক্ষার্থীদের জন্য সেনানিয়োগের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা এই বিষয়টিকে আরো সামনে নিয়ে এসেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েল কতটা একঘরে হয়ে পড়েছে?

আরব ও ইউরোপীয় নেতারা নেতানিয়াহু ও তার গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমালোচনায় আরো সরব হয়েছেন। তবে আপাতত তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক এখনো রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মে মাসের শুরুতে সৌদি আরব ও আরব লিগ নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে। ওই সময় তিনি বলেছিলেন, উচ্ছেদ করা ফিলিস্তিনিরা সৌদি আরবে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। এ ছাড়া মে মাসের শেষ দিকে কানাডা, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য এক যৌথ বিবৃতিতে গাজার মানবিক সংকটকে 'সহ্য করা অসম্ভব' বলে উল্লেখ করে। কিন্তু তারা আগে ইসরায়েলের যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল।

স্পেন ও আয়ারল্যান্ড, যারা ২০২৪ সালের মে মাসে নরওয়ের সঙ্গে মিলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, তারাও নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও নরওয়ে মঙ্গলবার একসঙ্গে ইসরায়েলি মন্ত্রী স্মোট্রিচ ও বেন-গভিরের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার কথা জানায়।

তবে ট্রাম্প কত দিন এই সমর্থন ধরে রাখবেন, তা স্পষ্ট নয়। অনেকেই বলছেন, এই পরিবর্তনশীল মার্কিন প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু থেকে বিরক্ত হতে শুরু করেছেন।

আইনি সংকট কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

এদিকে ২০১৯ সাল থেকে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির তদন্ত চলছে। তিনি দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

২০২০ সালে তার বিচার শুরু হলেও কভিড-১৯ মহামারি এবং পরে গাজার যুদ্ধের কারণে তা বারবার বিলম্বিত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এই বিচার এড়াতে তিনি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন।

স্ত্রীকে ভিডিও কলে রেখে ফাঁস নিলেন

হাসপাতালের পরিচালক (মার্কেটিং) হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, পারিবারিক কলহের জেরে ঝগড়া করে খলিলুর রহমানের স্ত্রী জেবা আক্তার সোমবার তার বাবার বাসায় চলে যান। পরে রাতে খলিলুর রহমান স্ত্রীকে ভিডিও কল দেন। এসময় স্ত্রীকে ভিডিও কলে রেখে গলায় রশি পেঁচিয়ে সিলিং ফ্যানে ফাঁস নেন তিনি। তার স্ত্রী ঘটনাটি অন্যদের জানালে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে বাসায় ঢোকে এবং ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত খলিলের চাচতো ভাই শামীম হোসেন জানান, খলিল মাঝে মধ্যেই বাসার বাইরে থাকতেন। ঈদের দিনও তিনি বাইরে ছিলেন। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কলহের এক পর্যায়ে তার স্ত্রী ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে সোমবার সকালে বাবার বাড়ি চলে যান। ছোট মেয়ে খুশনোকে বাসায় রেখে যান তিনি।

শামীম আরও জানান, খলিল সোমবার বাসায় এসে স্ত্রীকে না পেয়ে ফোন করে বাসায় আসতে বলেন। কিন্তু স্ত্রী না আসায় ওইদিন রাত ৩টার দিকে স্ত্রীকে ভিডিও কল দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

সাভার মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা জানান, পুলিশ দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে যেভাবে যারা

একটি ক্লাব ও স্বাগতিক দেশের দুটি ক্লাব।

এখন থেকে ক্লাব বিশ্বকাপ প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফা। মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন অথবা মহাদেশী প্রতিযোগিতায় চার বছর ধরে ক্লাবগুলোর র ্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে এই টুর্নামেন্টের বাছাইপর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন:

২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিম্নের ১৬টি দল চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তারা হলো:

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী: চেলসি (ইংল্যান্ড/২০২১), রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন/২০২২ ও ২০২৪), ম্যানচেস্টার সিটি (ইংল্যান্ড/২০২৩)।

কোপা লিবার্তাদোরেস বিজয়ী: পালমেইরাস (ব্রাজিল/২০২১), ফ্ল্যামেঙ্গো (ব্রাজিল/২০২২), ফ্লামিনেন্স (ব্রাজিল/২০২৩), বোটাফোগো (ব্রাজিল/২০২৪)।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগ বিজয়ী: আল হিলাল (সউদী আরব/২০২১), উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস (জাপান/২০২২), আল এইন (সংযুক্ত আরব আমিরাত/২০২৩ ও ২০২৪)।

কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী: মন্টিয়ারি (মেক্সিকো/২০২১), সিটল সাউন্ডার্স (যুক্তরাষ্ট্র/২০২২), পাচুয়া (মেক্সিকো/২০২৪)।

সিএএফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী: আল আহলি (মিশর/২০২১, ২০২৩ ও ২০২৪), ওয়াইদাদ ক্যাসাব্লাঙ্কা (মরক্কো/২০২২)।

ওএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী: অকল্যান্ড সিটি (নিউজিল্যান্ড/২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪)

চার বছরে সেরা র ্যাঙ্কিং:

গত চার বছরে মহাদেশীয় ক্লাব প্রতিযোগিতায় পারফরমেন্সে ভিত্তিতে ১৪টি দল এবারের আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তারা হলো:

ইউরোপ: বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানী), পিএসজি (ফ্রান্স), বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (জার্মানী), ইন্টার মিলান (ইতালি), পোর্তো (পর্তুগাল), আতলেতিকো মাদ্রিদ (স্পেন), বেনফিকা (পর্তুগাল), ইউভেন্তুস (ইতালি) ও রেড বুল সালজবার্গ (অস্ট্রিয়া)।

দক্ষিণ আমেরিকা: রিভার প্লেট (আর্জেন্টিনা), বোকা জুনিয়র্স (আর্জেন্টিনা)।

এশিয়া: উলসান এইচডি (দক্ষিণ কোরিয়া)।

আফ্রিকা: এসপেরেন্স (তিউনিশিয়া), মামেলোডি সানডাউন্স (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

স্বাগতিক প্রতিনিধিত্ব:

ঘরের মাঠে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দুটি দল মনোনীত হয়েছে। সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ী লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামি ও প্লে-অফের বিজয়ী দল লস অ্যাঞ্জেলস এফসি।

সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়, যা ইউরোপ আজও ভোলেনি

পোস্ট ডেস্ক : ২৯শে মে ১৪৫৩, ঘড়িতে সময় রাত দেড়টা। পৃথিবীর এক অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ শহরের প্রাচীর আর গম্বুজগুলোর ওপর দিয়ে চন্দ্র মাসের উনিশ তারিখের হলুদ চাঁদ পশ্চিমের দিকে হেলে পড়ছে, যেন বড় কোনো বিপদের সংকেত দিচ্ছে।অস্তমিত চাঁদের ম্লান আলোয়, আকাশের তারাগুলো দেখতে পাচ্ছে যে শহরের প্রাচীরের বাইরে সেনারা ধীরে ধীরে এবং সুশৃঙ্খলভাবে জড়ো হচ্ছে।ওই সৈন্যরা তাদের হৃদয় দিয়ে যেন অনুভব করছিল যে তারা ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। (এই প্রতিবেদনটি বিবিসি বাংলা থেকে নেওয়া হয়েছে)

এই শহর হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) এবং প্রাচীরের বাইরে অটোমান বা উসমানীয় সেনারা চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শহরের প্রাচীর লক্ষ্য করে উসমানীয় কামান ৪৭ দিন ধরে গোলাবর্ষণ করছে। সেনাপতিরা বিশেষভাবে তিনটি স্থান লক্ষ্য করে তাদের গোলাবর্ষণ চালিয়ে যায়, যাতে প্রাচীর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২১ বছর বয়সী উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ হঠাৎ করেই তার বাহিনীর সামনে সারিতে পৌঁছে যান।তিনি সিদ্ধান্ত নেন, চূড়ান্ত হামলা হবে 'মেসুত টিকিওন'নামক প্রাচীর মাঝামাঝি অংশে, যেখানে অন্তত নয়টি ফাটল সৃষ্টি হয় এবং পরিখার একটি বড় অংশ ফাটল ধরে।

মাথায় মোটা পাগড়ি আর সোনালি পোশাক পরে সুলতান তুর্কি ভাষায় তার সৈন্যদের বললেন, 'আমার বন্ধু ও পুত্ররা, এগিয়ে চলো, নিজেদের প্রমাণ করার সময় এসে গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশি, শিঙা, ঢোল এবং বিউগলের শব্দ রাতের নীরবতা ভেদ করে দেয়। কিন্তু এই কানফাটা শব্দেও উসমানীয় সেনাদের আকাশ ফাটানো চিৎকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। এরপর তারা প্রাচীরের দুর্বল অংশে হামলা চালায়।এক পাশে স্থলভাগ থেকে আর অন্য পাশে সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজে লাগানো কামানের মুখ থেকে গোলা ছুঁড়তে শুরু করে সেনারা।

বাইজেন্টাইন সৈন্যরা প্রাচীর রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দেড় মাস ধরে চলা অবরোধে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সাধারণ মানুষও সেনাদের সাহায্য করতে প্রাচীরের কাছে এসে হামলাকারীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। অন্যরা কাছের একটি গির্জায় ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে শুরু করে। পাদ্রিরা গির্জার ঘণ্টা জোরে বাজাতে শুরু করে, এর ঢং ঢং শব্দে যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও জেগে ওঠে। সব খ্রিষ্টান, নিজেদের ধর্মীয় বিভেদ ভুলে, একত্রিত হয়ে শহরের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র গির্জা হাজিয়া সোফিয়ায় জড়ো হলো। অটোমানদের অগ্রযাত্রা থামাতে প্রতিরক্ষা বাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো।কিন্তু সেদিন ওই শহরে থাকা ইতালীয় চিকিৎসক নিকোলো বারবেরো লিখেছেন, সাদা পাগড়ি পরা হামলাকারীরা নির্ভীক সিংহের মতো আক্রমণ চালাচ্ছিল, আর তাদের স্লোগান ও ঢোলের শব্দ এমন ছিল যেন তারা এই পৃথিবীর না।

ভোরের দিকে, তুর্কি সেনারা প্রাচীরের চূড়ায় পৌঁছে যায়। ততক্ষণে অধিকাংশ প্রতিরক্ষা সেনা মারা গেছে এবং তাদের সেনাপতি জিওভান্নি জাস্টিনিয়ানি গুরুতর আহত হন এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।পূর্ব দিক থেকে সূর্যের প্রথম আলোতে দেখা গেল, একজন তুর্কি সেনা কিরকোপোটা ফটকের ওপরে থাকা বাইজেন্টাইন পতাকা নামিয়ে উসমানীয় পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছেন। সুলতান মেহমেদ তার মন্ত্রী এবং সহযোগীদের সঙ্গে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে হায়িয়া সোফিয়ায় যান।

প্রধান ফটকের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে তার পাগড়িতে ছিটিয়ে দেন। আর তা দেখে তার সহচরদের চোখ ভিজে ওঠে। মুসলমানরা সাতশো বছরের প্রচেষ্টার পর অবশেষে কনস্টান্টিনোপল জয় করেছে। এই জয় শুধু একটি শহরের দখল বা এক রাজা থেকে আরেক রাজার ক্ষমতা বদল ছিলো না-এর সঙ্গে সঙ্গে এক ঐতিহাসিক যুগের পতন ও আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো।

একদিকে, ২৭ খ্রিস্টপূর্বে শুরু হওয়া রোমান সাম্রাজ্য ১৪৮০ বছর ধরে কোনো না কোনো রূপে টিঁকে থাকার পর অবশেষে পতন ঘটে। অন্যদিকে, উসমানীয় সাম্রাজ্য তার শীর্ষে পৌঁছায় এবং পরবর্তী চারশো বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু অংশে রাজত্ব করে।

১৪৫৩ সালকেই মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে সামরিক ইতিহাসের একটি মাইলফলক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।কারণ পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, বারুদ ও বড় বড় কামানের গোলাবর্ষণের যুগে শহরকে শুধুমাত্র প্রাচীর দিয়ে রক্ষা করা যাবে না।

তুর্কিরা শহরটি দখল করার পর, হাজার হাজার গ্রীকভাষী নাগরিক এখান থেকে পালিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে ইতালিতে বসতি স্থাপন করে। সে সময় ইউরোপ 'অন্ধকার যুগ'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো এবং প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলে তখনও গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হতো।

এখানে আগত শরণার্থীদের কাছে হীরা এবং রত্নপাথরের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ ছিল অ্যারিস্টটল, প্লেটো, টলেমি, গ্যালেন এবং অন্যান্য দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনে তাদের সকলেরই বিরাট ভূমিকা ছিল এবংঐতিহাসিকদের মতে, এই কারণেই ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের শুরু হয়। যা পরবর্তী কয়েকশো বছর ইউরোপকে গোটা পৃথিবীর থেকে এগিয়ে দেয়, যে ধারা আজও অব্যাহত।

তবে তরুণ সুলতান মেহমেদ, যিনি আজকের সময়ে সুলতান মেহমেদ বিজেতা নামে পরিচিত তিনি ২৯ মে সকাল বেলা যে শহরটি দেখেছিলেন সেটি তখন আর সেই শহর ছিল না, যার জাঁকজমকের কাহিনী তিনি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন।

দীর্ঘ অবক্ষয়ের পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়ে পড়ে, এবং শত শত বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর ধনবান শহর কনস্টান্টিনোপলেও লোক সংখ্যা কমতে কমতে কয়েক হাজারে নেমে আসে।শহরের অনেক অংশ জনশূন্য হয়ে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রামে পরিণত হয়।

বলা হয়ে থাকে, তরুণ সুলতান শহরের এই করুণ অবস্থা দেখে পারস্যের কবি শেখ সাদির নামে লেখা এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, 'উলু ডাকে আফরাসিয়াবের মিনারে ... মাকড়সা জাল বোনে রোমান সম্রাটের প্রাসাদে!'

কনস্টান্টিনোপলের পুরনো নাম ছিলো বাইজেন্টিয়াম। কিন্তু যখন ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন প্রথম তার রাজধানী রোম থেকে এখানে স্থানান্তর করেন, তখন শহরের নাম বদলে তার নাম অনুসারে 'কনস্টান্টিনোপল'রাখা হয় (আরবরা যাকে 'কুসতন্তিনিয়া'বলত)।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতনের পরেও, এই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপলে টিকে থাকে এবং চতুর্থ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই শহর এতটা উন্নতি করে যে তখন দুনিয়ার আর কোনো শহর তার ধারেকাছে ছিল না। এই কারণেই মুসলমানরা শুরু থেকেই এই শহরটি জয় করার স্বপ্ন দেখে আসছিলো।

এই লক্ষ্য পূরণে প্রথমদিককার কয়েকটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ৬৭৪ সালে একটি বিশাল শক্তিশালী নৌবহর প্রস্তুত করে আরবরা কনস্টান্টিনোপলের দিকে রওনা দেয়। এই বহর শহরের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করে এবং পরবর্তী চার বছর ধরে বারবার প্রাচীর ভেদ করে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। অবশেষে ৬৭৮ সালের শেষদিকে বাইজেন্টাইনদের নৌবাহিনী শহর থেকে বেরিয়ে এসে হামলাকারী আরবদের উপর আক্রমণ চালায়। এইবার তাদের হাতে ছিল এক ভয়ানক অস্ত্র, যার নাম ছিল 'আতিশে ইউনানী',বাংলায় যার অর্থ, গ্রিক আগুন।

এই গ্রিক আগুন কী ছিল তা আজও জানা যায়নি, তবে এটি ছিল এমন এক দাহ্য পদার্থ, যা তীরের সাহায্যে ছুঁড়ে দেওয়া হত এবং এটি নৌকা ও জাহাজের গায়ে আটক থাকত। আরো আশ্চর্যের কথা, পানি ঢাললেও এই আগুন আরো জ্বলে উঠত। আরবরা এই ভয়ানক অস্ত্রের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো নৌবহর আগুনের সমুদ্রে পরিণত হয়।

সেনারা পানিতে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাতেও রক্ষা হয়নি, কারণ এই গ্রিক আগুন পানির ওপরে পড়েও জ্বলতে থাকত। মনে হচ্ছিল, পুরো মারমারা সাগরে আগুন ধরে গেছে।

আরবদের পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ফেরার পথে একটি ভয়াবহ সাগর ঝড় আরও সর্বনাশ ডেকে আনে, এবং শত শত জাহাজের মধ্যে মাত্র অর্ধেক জাহাজ ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

এই অবরোধ চলাকালেই, প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মারা যান। তার কবর আজও শহরের প্রাচীরের বাইরে রয়েছে।সুলতান মেহমেদ বিজেতা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে তুর্কিরা পবিত্র স্থান বলে মানে। এরপর, ৭১৭ সালে উমাইয়াদের আমির সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক, আরো ভালো প্রস্তুতি নিয়ে আবার কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু এইবারও পরিণতি ভালো হয়নি। প্রায় দুই হাজার যুদ্ধজাহাজের মধ্যে মাত্র পাঁচটি ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

সম্ভবত এই কারণেই, পরবর্তী ছয়শ বছর ধরে মুসলমানরা আর কনস্টান্টিনোপল-মুখী হননি, যতক্ষণ না সুলতান মেহমেদ অবশেষে শহরের ওপর নিজের পতাকা উড়িয়ে পুরনো সব বদলা পূর্ণ করেন। শহর দখল করার পর, সুলতান তার রাজধানী এডিরনে থেকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করেন, এবং নিজের জন্য রোমের সম্রাটের উপাধি 'কায়সার-ই-রোম'গ্রহণ করেন। পরবর্তী দশকে, এই শহর আবার এমন উত্থান দেখে, যা অতীতের গৌরবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

সুলতান নিজের সাম্রাজ্য জুড়ে এক ফরমান পাঠালেন, 'কেউ আসতে চাইলে এই শহরে আসতে পারে, তাকে শহরে ঘর ও বাগান দেওয়া হবে'। শুধু এটুকুই নয়, তিনি ইউরোপ থেকেও লোকজনকে কনস্টান্টিনোপলে আসার আমন্ত্রণ জানান, যাতে শহরটি আবার জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এ ছাড়াও, তিনি শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মৌলিক অবকাঠামো নতুন করে নির্মাণ করেন, পুরনো খালগুলো মেরামত করেন, এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বড় পরিসরে নতুন নির্মাণকাজ শুরু করেন, যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো তোপকাপি প্রাসাদ এবং গ্র্যান্ড বাজার। অল্প সময়ের মধ্যেই, বিভিন্ন রকম হস্তশিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী, ক্যালিগ্রাফার, চিত্রশিল্পী, স্বর্ণকার এবং অন্যান্য দক্ষ পেশাজীবীরা শহরের দিকে আসতে শুরু করে।

সুলতান মেহমেদ হায়িয়া সোফিয়া নামের গির্জাটি মসজিদে রূপান্তর করেন, তবে তিনি শহরের দ্বিতীয় বড় গির্জা 'ক্লিসায়ে হাওয়ারিয়ান'বা চার্চ অব দ্য অ্যাপোস্টলসকে গ্রিক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের কাছেই রেখে দেন এবং এই সম্প্রদায় আজও একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে।

সুলতান মেহমেদের ছেলে সেলিমের শাসনামলে ওসমানী সাম্রাজ্য খিলাফতের মর্যাদা লাভ করে, এবং কনস্টান্টিনোপল হয় এর রাজধানী ও সকল সুন্নি মুসলমানের কেন্দ্রীয় শহর।

সুলতান মেহমেদের নাতি সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের শাসনামলে, কনস্টান্টিনোপল নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। এই সেই সুলেমান, যাকে বিখ্যাত তুর্কি ধারাবাহিক 'মাই সুলতান'-এ দেখানো হয়েছে।

সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের রাণী হুররাম সুলতান বিখ্যাত স্থপতি সিনানকে ভাড়া করেছিলেন, যিনি রাণীর জন্য একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সিনান-এর অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে- সুলেমানিয়া মসজিদ, হুররাম সুলতান হামাম, খোসরু পাশা মসজিদ, শাহজাদা মসজিদ এবং অন্যান্য স্থাপনা।

কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বই, কবিতা লেখা হয়, অনেক চিত্রকর্ম আঁকা হয়, এবং এই ঘটনাটি ইউরোপীয়দের সামষ্টিক চেতনার অংশ হয়ে ওঠে।এই কারণেই ইউরোপ কখনো একে ভুলতে পারেনি।

ন্যাটোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্ককে সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়ে আজও গড়িমসি করে, এবং এর কারণ শত বছরের পুরনো সেই ইতিহাস। গ্রিসে আজও বৃহস্পতিবারকে অশুভ দিন হিসেবে ধরা হয়।কারণ ১৪৫৩ সালের ২৯ মে ছিল বৃহস্পতিবার।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৩.০৬.২৫ শুক্রবার	3:15	4:48	01:45	6:30	9:16	10:45
১৪.০৬.২৫ শনিবার	3:13	4:47	01:30	6:31	9:18	10:45
১৫.০৬.২৫ রবিবার	3:54	4:06	01:30	6:46	9:57	10:45
১৬.০৬.২৫ সোমবার	3:52	4:04	01:30	6:47	9:59	10:45
১৭.০৬.২৫ মঙ্গলবার	3:50	4:02	01:30	6:48	9:01	10:45
১৮.০৬.২৫ বুধবার	3:45	4:00	01:30	6:49	9:02	10:45
১৯.০৬.২৫ বৃহস্পতিবার	3:45	4:57	01:30	6:50	9:04	10:45

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বকাপ আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসননীতি নিয়ে উদ্বেগ

পোস্ট ডেস্ক : কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে দেশটির সাম্প্রতিক অভিবাসননীতি ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট ঘিরে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর হতে যাচ্ছে। ১৬টি শহরে ১০৪টি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনায় রয়েছে আয়োজকরা।

যেখানে কোটি কোটি দর্শক, খেলোয়াড়, মিডিয়াকর্মী ও কর্মকর্তা এই ইভেন্টে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে সাম্প্রতিক মার্কিন অভিবাসননীতির পরিবর্তন, যেমন নির্দিষ্ট দেশগুলোর ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর ভিসা বিধি-নিষেধ, এই বৈশ্বিক আয়োজনকে ব্যাহত করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের নীতিমালায় যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, তা অনেক দেশের সমর্থক, গণমাধ্যমকর্মী ও পরিবার-পরিজনের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এতে বিশ্বকাপের বহুজাতিক ও বর্ণিল পরিবেশে ভাটা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া অভিবাসী, এলজিবিটিআই সম্প্রদায় বা অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে গৃহীত কিছু নীতি বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে এমন পরিবেশ তৈরি হতে পারে, যা অতিথিদের জন্য অস্বস্তিকর ও অমার্জনীয়।

আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর সম্ভাব্য বিধি-নিষেধ। এতে করে উৎসবমুখর পরিবেশে অংশ নেওয়া দর্শকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

তবে একটি স্বস্তির বিষয় হলো-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এক নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া দলগুলো ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি পাবে। এতে করে খেলোয়াড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্টাফদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও দর্শক, মিডিয়া এবং পরিবার সদস্যরা এই ছাড়ের আওতাভুক্ত নন। ফলে টুর্নামেন্টের পূর্ণ অভিজ্ঞতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

এই সংকট মোকাবেলায় তিনটি মূল পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ফিফা ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা :

১. স্বচ্ছ নীতিমালা ও সময়সীমা ঘোষণা : বিশ্বকাপের আগেই অভিবাসননীতি সংস্কারে স্পষ্ট পরিকল্পনা ও সময়সূচি প্রকাশ করতে হবে।

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত : এলজিবিটিআই, সাংবাদিক ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৩. অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বাধীন ব্যবস্থা : যেকোনো বৈষম্য বা হয়রানির অভিযোগ দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্বকাপ আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক ঐতিহাসিক সুযোগ। বিখ্যাত ভেন্যু লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়াম ও নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু সফল ম্যাচ আয়োজন নয়, বরং বিশ্বকে দেখানো-কিভাবে বৈচিত্র্য ও সহাবস্থানের মাধ্যমে বড় আয়োজন বাস্তবায়ন করা যায়।

বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীরা এখন তাকিয়ে আছেন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০২৬ বিশ্বকাপকে মাঠের ভেতর ও বাইরে সফল করে তোলে।

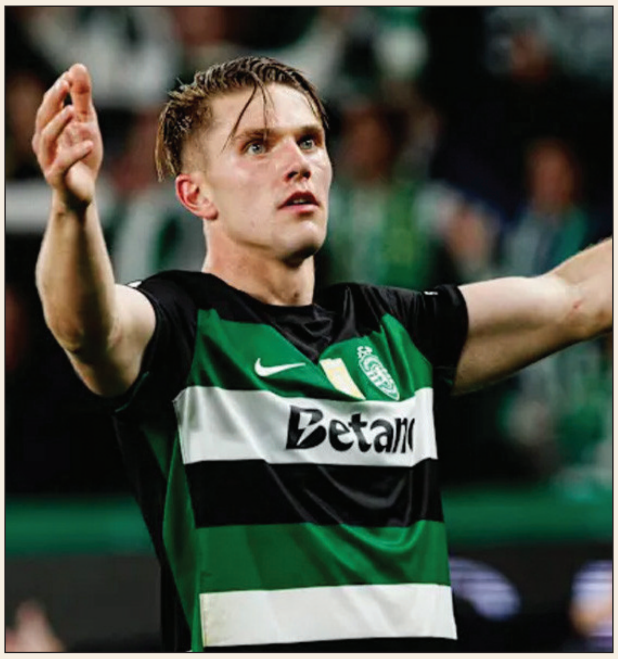

গয়োকেরেসকে নিয়ে ‘ব্ল্যাকমেইলের’ অভিযোগ

পোস্ট ডেস্ক : এই গ্রীষ্মেই পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং সিপি ছাড়তে পারেন ক্লাবটির সুইডিশ স্ট্রাইকার ভিক্টর গয়োকেরেস-এমন গুঞ্জন জোরালো হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আলোচনার মাঝে ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্রেদেরিকো ভারান্দাস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কম দামে গয়োকেরেসকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছা নেই তাদের। বরং তিনি উল্টো অভিযোগ করেছেন, গয়োকেরেসের এজেন্ট তাকে ‘ব্লযাকমেইল’ করছেন।

গত দুই মৌসুমে স্পোর্টিংয়ের হয়ে নিয়মিত গোল করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন গয়োকেরেস।

ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই ক্লাব-আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাকে দলে নিতে আগ্রহী। স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদও এই সুইডিশ তারকাকে নিয়ে আগ্রহী বলে শোনা যাচ্ছে।

গুঞ্জন রয়েছে, স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে গয়োকেরেসের একটি ‘জেন্টলম্যান্স অ্যাগ্রিমেন্ট’ রয়েছে, যার আওতায় তিনি ৬০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি ও ১০ মিলিয়ন ইউরো বোনাসে ক্লাব ছাড়তে পারেন-যা তার ১০০ মিলিয়ন ইউরোর রিলিজ ক্লজের চেয়ে অনেক কম। তবে এই ধারণা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন স্পোর্টিং প্রেসিডেন্ট।

ভারান্দাস বলেন, ‘স্পোর্টিং রিলিজ ক্লজ দাবি করবে না, কিন্তু হুমকি, ব্লযাকমেইল বা অপমানের কাছে নত হবে না। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি-গয়োকেরেস ৬০ মিলিয়ন + ১০ মিলিয়নে ক্লাব ছাড়ছে না। আমি কখনোই এই শর্তে সম্মতি দিইনি।’

এখন পর্যন্ত গয়োকেরেসকে নিয়ে আমরা কোনো ধরনের প্রস্তাব পাইনি-না আজ, না গত গ্রীষ্মে।’

এই পরিস্থিতিতে গয়োকেরেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এদিকে, আর্সেনাল ইতোমধ্যে লাইপজিগের তরুণ ফরোয়ার্ড বেঞ্জামিন শেশকোর সঙ্গে চুক্তির চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ম্যানইউ কোচ রুবেন আমোরিম নজর রেখেছেন ব্রেন্টফোর্ডের ফরোয়ার্ড ব্রায়ান এমবিউমোর দিকে।

নাপোলিতে ডি ব্রুইনা

পোস্ট ডেস্ক : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক তারকা কেভিন ডি ব্রুইনা। এই মৌসুমের ইতালিয়ান লিগের শিরোপা জয়ী ক্লাব নাপোলিতে যোগ দিচ্ছেন তিনি।

বিশ্বস্ত ফুটবল সাংবাদিক জিয়ানলুকা দি মার্জিওর তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব শেষ করে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে নেপলসে পাড়ি জমাবেন বেলজিয়ান তারকা, যেখানে তিনি মেডিকেল টেস্ট সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করবেন।

৩৩ বছর বয়সী ডি ব্রুইনা ইতোমধ্যেই নাপোলির নতুন কোচ আন্তোনিও কন্তের অধীনে দুই বছরের একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই চুক্তিতে আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

এক দশক ম্যানচেস্টার সিটিতে কাটিয়ে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি এফএ কাপ, একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জয় করেছেন ডি ব্রুইনা। ইংলিশ ফুটবলে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এই মিডফিল্ডারের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি মাসের শেষ দিকে।

ডি ব্রুইনা দ্রুত নতুন ক্লাবে যোগ দিতে আগ্রহী থাকলেও বেলজিয়ামের হয়ে নর্থ ম্যাসিডোনিয়া ও ওয়েলসের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ খেলার জন্য ট্রান্সফার সম্পন্ন করতে সাময়িক বিলম্ব হয়।

ম্যানচেস্টার সিটিতে রায়ান শেরকি

পোস্ট ডেস্ক : ক্লাব বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফরাসি ক্লাব অলিম্পিক লিওর তরুণ মিডফিল্ডার রায়ান শেরকিকে ৩৬ মিলিয়ন ইউরোতে দলে ভিড়িয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি।

লিও থেকে আসা ফ্রান্স জাতীয় দলের ২১ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছে সিটি। এই খেলোয়াড়ের জন্য ৩৬ মিলিয়ন ইউরোর প্রাথমিক ট্রান্সফার ফির পাশাপাশি অতিরিক্ত পারফরম্যান্স-ভিত্তিক অর্থ লিওকে দিতে হবে সিটির।

ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য ফিফার খেলোয়াড় নিবন্ধন সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগে এই চুক্তির ঘোষণা এসেছে।

ইংল্যান্ড ফিরার আগে যা বললেন হামজা

পোস্ট ডেস্ক : এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে গেলেও বুক চিতিয়ে লড়েছে বাংলাদেশ। মাঠে হার মানলেও মানসিকভাবে এখনই হারতে নারাজ জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার হামজা চৌধুরী। দলের সকল খেলোয়াড়ের প্রাণপণ চেষ্টা আর সাহসী পারফরম্যান্স প্রশংসা কুড়িয়েছে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছ থেকেও।

ম্যাচ শেষে কাবরেরা বলেন, ‘হামজাদের নিয়ে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।

এদিকে ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার আগে নিজের ফেসবুক পোস্টে হামজা লিখেছেন, ‘আমরা যে ফলাফল চেয়েছিলাম তা হয়নি। তবে দল হিসেবে আমরা গর্বিত হতে পারি। এখনই থেমে যাওয়ার সময় নয়। ইনশাআল্লাহ, আমরা খুব শিগগিরই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবো। সবাইকে ধন্যবাদ ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য। দেখা হবে অক্টোবরে।’

খেলা শেষ হওয়ার পর আজ ভোরেই ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেন লেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। একই দিন কানাডার উদ্দেশে দেশ ছাড়েন অভিষিক্ত তরুণ ফুটবলার শমিত সোম।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে। ৯ অক্টোবর নিজেদের মাঠে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এরপর ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে ফিরতি ম্যাচ খেলবে জামাল ভূঁইয়ারা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মতো বাজে দিন কেটেছে ভারতেরও। শেষ মুহূর্তের পেনাল্টিতে হংকংয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে তারা।

দুটি ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ও ভারতের পয়েন্ট সমান-এক। এক জয় ও এক ড্র নিয়ে চার পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর ও হংকং।

জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানই সংকট সমাধানের উপায়

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন অনেকটা হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে মতান্তর তীব্র হতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের রাজনীতিতে বিরাজমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পদত্যাগ করার কথা বিবেচনা করছেন।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে পদত্যাগ না করার অনুরোধ জানালে তিনি তার বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি মন্তব্য করেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করার পর দেশে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই চাচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচন ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হোক।

জাপানের টোকিওতে নিক্কেই ফোরামে দেওয়া এক বক্তব্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে অন্তর্বর্তী সরকার একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা দেশের জনগণের ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। ড. ইউনূস বলেন, আগামী বছর জুনের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছে। এমনকি তাদের প্রত্যাশামতো ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে পারেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিকে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের কিছু বক্তব্য নিয়েও মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। অফিসার অ্যাড্রেসে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জানান, তিনি মনে করেন আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত। বিএনপির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের মতান্তর শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েই নয়; আরও কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার মনে করছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার অন্যতম দাবি হচ্ছে রাষ্ট্র সংস্কার করতে হবে। সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের হোতাদের বিচার চায় মানুষ। আর বিএনপি মনে করছে, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। আগে দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে হবে। ন্যূনতম সংস্কার সম্পন্ন করে ডিসেম্বরের মধ্যেই যাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার বলছে, সংস্কারবিহীনভাবে নির্বাচনের আয়োজন করা হলে পরিস্থিতি আগের মতোই হবে। মূলত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়েই সংকট তৈরি হয়েছে।

সব মিলিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কালো মেঘের ঘনঘটা লক্ষ করা যাচ্ছে। কীভাবে এ সংকট নিরসন করা যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সৃষ্ট সংকট যদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা না যায়, তাহলে জটিলতা শুধু বাড়তেই থাকবে। সেই সুযোগে পরাজিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ড. ইউনূস বেশ দক্ষ ও জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনো বাংলাদেশির চেয়ে তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বেশি। কিন্তু তিনি যাদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছেন, তাদের কারও কারও ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। অধিকতর যোগ্যতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা গেলে তা আরও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারত। কোনো কোনো উপদেষ্টা সম্পর্কে বাজারে নেতিবাচক প্রচারণা রয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে দুধরনের পদ্ধতি আছে। একটি হচ্ছে, সাময়িকভাবে ব্যথা নিরাময়ের স্বল্পকালীন পদ্ধতি এবং অন্যটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী নিরাময় পদ্ধতি। অন্তর্বর্তী সরকার হচ্ছে সংকট সমাধানে সাময়িক উপশম পদ্ধতি। সাময়িক সমাধানের পদ্ধতিকে দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিতে পরিণত করতে গেলেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কখনোই দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমাধানের পন্থা হতে পারে না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখায় বিরাজমান সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সরকারব্যবস্থাই উত্তম পদ্ধতি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দীর্ঘস্থায়ী হলে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জটিলতা শুধু বাড়তেই থাকবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পদ্ধতি সাময়িক সময়ের জন্য জনপ্রিয় হতে পারে; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদের জন্য জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্তর্বর্তীকালীন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাময়িক জনপ্রিয় সরকার পদ্ধতি হলেও এর কোনো জনভিত্তি নেই। রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘদিন রাজনীতিচর্চার মাধ্যমে জনভিত্তি গড়ে তোলে। তারা চাইলেই তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির সমর্থনে বিপুল জনসমাগম ঘটাতে পারে।

আমলাদের আন্তরিক সহায়তা ছাড়া কোনো সরকারই সফল হতে পারে না। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনভিত্তি না থাকার কারণে আমলারা এ সরকারব্যবস্থাকে ভয় পায় না। তারা বরং নানাভাবে অন্তর্বর্তীকালীন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমলাদের একাংশের অসহযোগিতার বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এ সরকারের কাজের গতি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে মন্থর হয়ে পড়েছে। এজন্য মূলত আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতাই দায়ী। বিভিন্ন সেক্টর থেকে আন্দোলন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক সরকার আমলে এসব আন্দোলনকারী কোথায় ছিলেন? কেউ তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন, এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে যখন-তখন রাস্তায় নেমে আসা এবং পথচারী ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সবচেয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি। সাধারণত গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হলে কয়েকদিন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে থাকে। কিন্তু এবার যতই দিন যাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। গণ-আন্দোলনোত্তর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকীকরণে পুলিশবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পুলিশবাহিনী তৃণমূল পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে এবং অপরাধীদের সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে অবহিত থাকে। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের দলীয় ক্যাডারের মতো ব্যবহার করার ফলে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। পুলিশবাহিনীর সদস্যদের অনেকেই এখন দূরবর্তী এলাকায় দায়িত্ব পালনে যেতে ভয় পাচ্ছে। পুলিশবহিনী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন ঘটাতে না পারায় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' শুরু করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও রহস্যজনক কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন একটা উন্নতি হচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে টার্গেট কিলিং হচ্ছে। এতে রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছেন। এদিকে ভয়ংকর তথ্য হচ্ছে, দেশের বাইরে পলাতক বাংলাদেশি মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালদের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার মিশনে দেশে পাঠানো হচ্ছে। একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী সম্প্রতি সেনাবাহিনীর সদস্যদের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিরোধী দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে হত্যার জন্য তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই নয়, অন্তর্বর্তী সরকার যেসব সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তার কোনোটিতেই তেমন একটা গতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে এ সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে।

এ মুহূর্তে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার এবং অন্য যেসব স্বল্পমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম আছে তা শেষ করে দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা যেতে পারে। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড, পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনাসহ যেসব সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে, সেগুলো চলমান রেখে দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান বিভিন্ন সময় বলেছেন, সংস্কার যদি স্বল্প হয়, তাহলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে। আর যদি সংস্কার কার্যক্রম বড় হয়, তাহলে আগামী বছর জুনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়া হবে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচন যে কোনো মূল্যেই হোক, আগামী বছর জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত আছে। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল চাচ্ছে ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে পারে।

গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাজে লাগানো যাবে না। বিগত সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ২৮ লাখ কোটি টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এই অর্থ ফেরত আনার কাজ সহজ হবে না। সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা না হলে দেশ ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হতে পারে। তাই জনপ্রত্যাশার প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা করা যেতে পারে। সেটাই হবে আন্তর্বর্তী সরকারের সম্মানজনক প্রস্থানের পথ।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

MAC recommends against £38K minimum income for spouse visa

Family Route: Financial Requirements Review

June 2025

Post Desk: The Migration Advisory Committee's (MAC's) review of the financial requirements for family visas, including the Minimum Income Requirement (MIR), has been published on 10th June 2025.
Importantly, the review recommends against the increase in the MIR to over £38,000 proposed under the previous Conservative government. The MIR is currently set at £29,000 and the previous government set out its intention to make two further increases by early 2025, firstly to £34,500 and then to £38,700, the same amount as the Skilled Worker (SW) route salary threshold. Home Secretary Yvette Cooper commissioned the MAC in September 2024 to review the policy, noting that the financial requirements are intended to maintain the economic wellbeing of the UK whilst respecting family life.
Recommending again the increase, the MAC states in its review: "The future MIR proposed under the previous government was equivalent to the SW salary threshold, which is currently £38,700. Given the Family route that we are reviewing has a completely different objective and purpose to the Work route, we do not understand the rationale for the threshold being set using this method. We do not recommend the approach based on the SW salary threshold as it is unrelated to the Family route and is the most likely to conflict with international law and obligations (e.g. Article 8)."
Overall in its review, the MAC acknowledges that there is no simple technical answer to setting financial requirements to neatly balance the UK's economic wellbeing with the right to family life. Any such decision involves complex social, ethical, and fiscal trade-offs. The review explores these trade-offs in detail.
The MAC considered four possible approaches to setting the MIR: by assessing standards of living, alignment with the welfare system, overall fiscal impact on public services, and comparisons to average earnings. While the Committee does not prescribe a definitive threshold, it identifies a reasonable range for the sponsor's income between £19,000 and £28,000 per year. Within that, most of the practical models — such as one based on working full-time at the National Living Wage — suggest a narrower band of £23,000 to £25,000. "A threshold at this level would allow most British workers in full-time minimum-wage jobs to qualify," the MAC says.
The Committee notes that setting the threshold higher may reduce net migration and lower any potential cost to taxpayers. However, it also warns that doing so could increase the number of families affected by separation and hardship. In contrast, a lower threshold would allow more families to reunite but might carry higher fiscal costs. Importantly, the MAC raises doubts about whether assessing only the sponsor's income provides a complete picture of a family's financial situation, and questions whether a higher income requirement would be consistent with the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
The review states: "If the government instead wishes to focus on the economic wellbeing of the country and seeks to reduce the overall burden of the route on taxpayers, we have highlighted how difficult it is to have a targeted approach to such an objective by placing an income requirement on the sponsor at a specific level in an attempt to reduce fiscally negative main applicants. In this case, the MIR will primarily function as a method of reducing overall numbers on the route and therefore reduce the aggregate fiscal cost. We cannot sensibly guide the government as to a net migration objective for the route, nor are we clear on whether such a policy is consistent with Article 8. The government could in essence choose any level for the MIR to achieve a predicted reduction in visas – but whether it does that by raising the MIR or capping the route and running a lottery does not fundamentally change what they are trying to achieve."
The review also highlights the serious personal consequences that the MIR can have, particularly on British children separated from one of their parents. The MAC expresses concern about the emotional and developmental impact of such separations and urges the Home Office to review its policies to minimise these outcomes wherever possible.
Professor Brian Bell, Chair of the MAC, said in the review's covering letter: "Our analysis and research show that the MIR can have significant negative impacts on families." In its review, the MAC highlights: "The impacts include stress and mental health problems caused by separation, as well as financial problems caused by the lack of support from the partner. The impacts on British children separated from one of their parents are particularly concerning. There is evidence of mental health problems among children, difficulty establishing meaningful parental relationships with the absent partner, and feelings of rejection."
The MAC continues: "More broadly, we think that the Home Office needs to review the situation of families with children, especially when they are applying out of country. We are not convinced that the current system sufficiently takes into account the negative impacts of separation on British children. In particular, we recommend a review of eligibility for the Parent route to consider making parents of British children eligible regardless of their relationship status. We cannot sensibly evaluate how many applicants this may impact and therefore what the potential change to net migration would be if such an approach were implemented."
Reunite Families UK, an NGO supporting and advocating for people affected by the financial requirements for family visas, said in response to the MAC report: "Today is a pivotal day for bi-national couples and families: for the first time people on the spouse/partner visa route were listened to by a Committee that wanted to learn what life is really like when you want to live in the UK ... Reunite Families UK would like to thank the Migration Advisory Committee for the way it has conducted this review, by talking to people currently on this visa route and considering the human impacts of the rules - something that since their introduction in 2012 had never been properly considered." Siurce EIN

Together We Stand With Our International Living Legend Reformist Dr Muhammad Yunus

By Shofi Ahmed

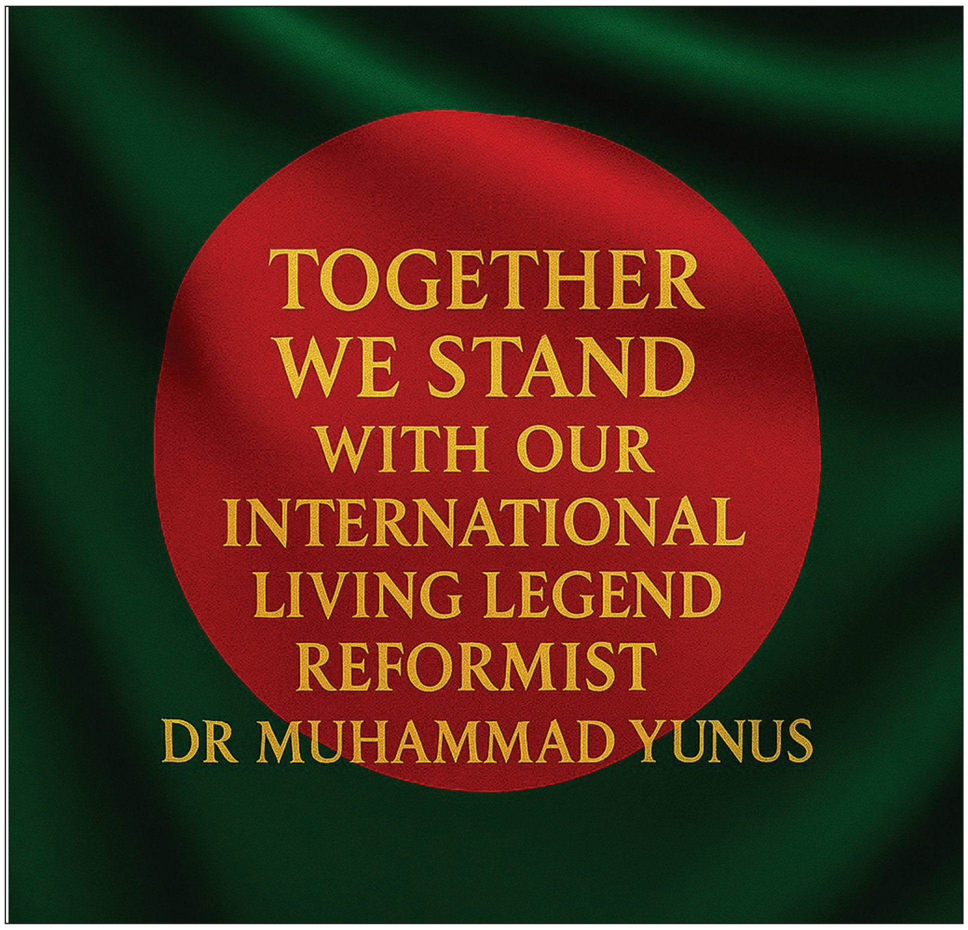

If building a better Bangladesh is truly what we want, then patience is not a sacrifice — it's an investment. A future shaped under the vision of Nobel Laureate Dr Muhammad Yunus is a future worth waiting for. His leadership, marked by integrity, foresight, and a rare absence of self-interest, offers us a once-in-a-generation opportunity. Let's brush aside the election for some more times. We saw elections time and again but yet to see the reform that our beloved country deserves.

In a Bangladesh guided by Yunus, our reserves are strengthening, yet we see no signs of elite looters bleeding the system dry. Corruption has become a common symptom of governance, but not under his watch. Critics are free to speak, without the chilling fear of reprisal. There are no shadows like Hawa Bhaban or Ayna Ghor. Instead, the political air is clear — focused on development, innovation, and inclusivity.

Isn't that the Bangladesh we all want? A nation that thrives not on political slogans but on meaningful reform? Then why the rush for another quick election — one that may just return us to the same vicious cycle of nepotism and exploitation?

Under the Awami League, we witnessed unprecedented looting of banks and public assets. But can the return of the BNP guarantee anything better? Our political history suggests otherwise. In contrast, Yunus has no political dynasty to defend, no corrupt cronies to protect. He doesn't need our vote to stand on red carpets at the White House, Buckingham Palace or the Japanese Imperial Palace. Those doors are already open to him, because of who he is — a global icon of human development and economic innovation.

But here we are, letting him go — immaturely, imprudently, and tragically. Visionaries like Dr Yunus are rare. They come once in a long while. The wise among us understand that a true patriot doesn't always wear a party badge; sometimes, he carries a vision too vast for small politics.

So why aren't we utilising this extraordinary talent to fix our deeply wounded political and economic systems? Why are we still buying the illusion of democracy, when most of our major parties operate as family-run dynasties? Take away the family names, and ask yourself — how many would still support Tareq Zia or Joy? Very few. Our people are not fools. We know the difference between merit and inheritance.

Yet, somehow, we keep allowing these inherited figures to dominate national life. Our neighbours — India and Pakistan — have started moving beyond dynastic rule. It's high time we did the same. If not for the sake of fairness, then at least for our survival in the AI-led digital global village.

A reformed, corruption-resistant Bangladesh under Yunus's leadership wouldn't just look better — it would work better. It would unlock vast opportunity, particularly for our youth. With over 65% of Bangladesh's population under the age of 35, we have one of the largest young workforces in the world. Dr Yunus's vision directly empowers this demographic. Under his model, Bangladesh can lead in remote digital employment, tech-enabled social business, and green innovation. Imagine millions of young Bangladeshis working remotely for companies in Europe, the US, and East Asia — no visa queues, no brain drain. Just skill, internet, and opportunity.

Yunus has already built systems to make this happen. His Grameen initiatives — from social businesses in healthcare to education and energy — can be scaled to support AI literacy, coding bootcamps, and micro-entrepreneurship. His advocacy for universal basic digital infrastructure is not a pipe dream. It's a real, actionable strategy. Under his leadership, even rural youth could be trained to join the global digital economy — working as freelance designers, developers, data analysts, and virtual assistants from their homes in Sylhet, Barisal or Bogura.

He understands the urgency. The world is not waiting. AI, automation, and remote work are changing the global economy at lightning speed. While traditional political parties bicker over elections and legacy, Yunus is focused on the future.

We, the people, let's get our acts together to rise above the family banners and celebrity politics. Let's love the country like it deserves and vote for substance. For reform. For intelligent governance. That means backing people like Dr Yunus — not because he is famous, but because he is functional. Because he has the integrity, the brainpower, and the international credibility to take Bangladesh to its next chapter.

Let's not squander this moment. Let's stand together — with our living legend, our reformist, our own Dr Muhammad Yunus. Bangladesh needs him now more than ever.

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Bangladesh's Political Trajectory Revolution Without Rice?

Imran A. Chowdhury BEM

Bangladesh, the world's eighth most populous nation, stands at the precipice of a dangerous political deadlock. A country of nearly 200 million people cannot afford to be suspended in a state of perpetual transition, where promises of reform ring hollow and revolutionary slogans drown out the cries of empty stomachs. With an economy battling inflation, unemployment, and crumbling institutions, the current political limbo is not merely a constitutional crisis — it is a ticking time bomb threatening the very survival of the nation.

As one of the most densely populated nations on earth, Bangladesh faces a relentless daily struggle: to feed, clothe, educate, and employ its people. Yet, instead of addressing these urgent, bread-and-butter issues, the political class seems engrossed in an endless, self-serving theatre of "reform", "caretaker governance", and the mirage of a "neutral transition". In reality, these are nothing but smokescreens to prolong power struggles and suppress dissent.

The Futility of Cosmetic Revolutions

The romanticism of political revolution often comes with a dangerous cost in nations like Bangladesh, where state stability hangs by a thread and the poor make up the majority. Each so-called revolution—whether from the streets or the barracks—has failed to deliver economic justice. Each military-backed caretaker regime or technocratic intervention has touted reforms in governance, only to unravel in corruption, repression, and elite entrenchment.

The political vocabulary is rich: electoral reform, institutional transparency, anti-corruption drives. Yet none of these fill the grain sacks in village homes or reduce the price of onions in city markets. Bangladesh's working class—the rickshaw pullers, garment workers, farmers, migrant labourers—remain where they've always been: voiceless spectators in a high-stakes political circus.

Bangladesh does not need a new breed of saviours with sterile manifestos. It needs a functioning state that feeds its people, provides justice, ensures education, and heals the wounds of inequality.

A Crisis of Priorities: Feeding Power, Not the People

In today's political landscape, parties and power brokers seem more preoccupied with dismantling opponents than feeding their people. What is governance if not the provision of basic needs? What is leadership if not the ability to alleviate poverty? The obsession with rewriting constitutions, disbanding institutions, and restructuring electoral commissions has led to one indisputable truth — no one is restructuring rice fields or building trust in rural health clinics.

The country's political architects — both in uniform and in suits — forget that 200 million mouths are not fed with ideology. They are fed with rice, lentils, vegetables, and clean water. They need schools, hospitals, and jobs, not flags and factional slogans.

Every day spent in this transition phase without a stable, people-focused government is another day stolen from the future of Bangladesh. Every press briefing on constitutional reform is a distraction from the child going to bed hungry.

When the State Becomes a Battleground

The current trajectory, where the interim government struggles for legitimacy and the military signals displeasure from behind the scenes, is eerily reminiscent of Bangladesh's darker years. The warning signs are clear. Students protest, religious fundamentalists gain ground, foreign powers meddle with agendas, and civil society is either silent or silenced.

Bangladesh is walking dangerously close to civil unrest. The wedge between classes, the mistrust between the governed and the governors, and the erosion of institutions could turn political disillusionment into something far more dangerous — anarchy. No nation can afford that, least of all one with a fragile economy and exploding population.

If these trends continue unchecked, Bangladesh will not only experience further political instability but risks slipping into starvation and structural collapse. The danger is not in revolution; it is in revolution without food.

The Mirage of Reform Without Economic Reality

Much of the political elite speak of grand reforms — judicial independence, electoral reengineering, digital governance. But these reforms cannot materialise in a vacuum of economic hopelessness. The average Bangladeshi does not ask for digital transparency when there is no gas in the kitchen or medicine in the clinic. They ask for survival. They ask for dignity. These do not come from top-down reforms but from jobs, food security, fair wages, and access to justice.

It is time for political actors to accept a difficult truth: without economic grounding, political reform is a façade. Hungry people do not wait for legislative amendments — they rise.

Bangladesh Deserves Better

In 1971, Bangladesh fought not only for independence but for dignity, justice, and the right to live as a free and fed people. That dream is now being mocked by the very power structures that claim to guard it. Corruption has become endemic. Power is centralised. Political discourse is weaponised. And now, with an illegitimate interim structure and an increasingly assertive military, the country once again risks turning into a battleground of egos, not a home for its people.

If Bangladesh is to survive the coming decade, the focus must shift immediately from rhetoric to rice, from politics to people, from conflict to consensus.

Conclusion: The Last Window of Sanity

This is the final warning bell. Bangladesh cannot afford to drift any further. What it needs is not a political saviour, but political humility — the kind that builds institutions, not personalities; the kind that feeds the hungry before feeding ideologies.

To avoid starvation, civil war, or another lost generation, the political establishment must stop talking about power-sharing and start talking about rice prices, job creation, rural clinics, and education reform. That is the only revolution that matters. That is the only governance worth fighting for.

Because no flag, no ideology, no doctrine will matter when there is no rice on the plate.

Imran Chowdhury BEM is a distinguished columnist and writer known for his bold commentary on South Asian geopolitics, Bangladesh's turbulent political history, and diaspora affairs. A former councillor and freedom fighter's son, he brings depth, historical insight, and lived experience to his writing. His columns blend sharp critique with a call for justice, democracy, and social equity, making him a compelling voice in contemporary political discourse.

Year: 22 ◆ Issue: 1058 ◆ Friday 13 June - Thursday 19 June 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সিন্ধু অববাহিকায় ভারত বড় জলাধার তৈরি করবে

--১৭ পৃষ্ঠায়

সরকারের ব্যয় সংকোচন ৪৬ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালীন বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর ব্যয় সংকোচন প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ রয়েছে। এই পাঁচ বিভাগের মোট ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৪৬,৩০৮.০৪ কোটি টাকা।

বুধবার (৪ জুন) সকালে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আজাদ মজুমদার তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেছেন।

পোস্টে তিনি লেখেন, 'সরকার কী করছে? প্রায়ই শুনি। আমরা বলি, তবু অনেকেই মানতে চান না। আজ মনে হলো একটা উদাহরণ সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ

সবাইকে জানানো দরকার। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পুনঃমূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে প্রায় সব প্রকল্পেই অযৌক্তিকভাবে ইস্টিমেটেড ব্যয় বা প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে। সরকার এই খরচ কমিয়ে এনেছে।'

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ব্যয় সংকোচন হয়েছে প্রায় ১০ হাজার ৮৫৪.৩২ কোটি টাকা, সেতু বিভাগে ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৭ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৮ হাজার ৩৬.৯০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যয় সংকোচন ৭ হাজার ৪৫৪.৩১ কোটি টাকা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ব্যয় সংকোচন ১২ হাজার ৪২৫.৫১ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে এই পাঁচ বিভাগের মোট ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৪৬ হাজার ৩০৮.০৪ কোটি টাকা।

তিনি লেখেন, এই টাকাটা লুটপাটের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সরকার জনগণের এ টাকাটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। এ টাকা দিয়ে জ্বালানি খাতে সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে।

প্রেস উইংয়ের পাঠানো ব্যয় সংকোচনের তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ব্যয় সংকোচন: --১৭ পৃষ্ঠায়

স্ত্রীকে ভিডিও কলে রেখে ফাঁস নিলেন স্বামী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাভারে স্ত্রীকে ভিডিও কলে রেখে খলিলুর রহমান (৪৫) নামে এক ব্যক্তি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। সোমবার রাতে সাভার পৌরসভার ব্যাংক কলোনি মহল্লায় ভাড়া বাসায় তিনি ফাঁস নেন। মঙ্গলবার সকালে ওই বাসা থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে সাভার মডেল থানা পুলিশ।

নিহত খলিলুর রহমান ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার রোয়াইল ইউনিয়নের চরসুঙ্গর এলাকার ডাক্তার জলিলের ছেলে। তিনি রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার ২৭ নম্বরে একটি বেসরকারি --১৭ পৃষ্ঠায়

আলজাজিরার বিশ্লেষণ

ক্ষমতার শেষ প্রান্তে নেতানিয়াহু?

পোস্ট ডেস্ক : ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যেদিকেই তাকান, চারপাশে শুধু সংকটই যেন ঘনিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজা উপত্যকায় তার সরকারের যুদ্ধ নিয়ে সমালোচনা বাড়ছে। গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছেন বিদেশি নেতারা, এমনকি সাবেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীরাও। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েল ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছে।

কারণ গাজায় যে দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ছবি এখন বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে।

নিজ দেশে নেতানিয়াহু তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। অনেকেই মনে করেন, তিনি শুধু ক্ষমতা ধরে রাখতেই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন। আইনি দিক থেকেও তার বিরুদ্ধে

চলমান দুর্নীতির মামলায় কৌঁসুলিরা এখন তাকে জেরা শুরু করেছেন।

রাজনৈতিক দিকেও তিনি বিপদের মুখে। তার জোট সরকার ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

নিজের পুরো রাজনৈতিক জীবনে নেতানিয়াহু কখনো এতটা চাপে পড়েননি। কিন্তু সত্যিই কি এটাই ইসরায়েলের --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বে নজিরবিহীনভাবে কমছে জন্মহার

পোস্ট ডেস্ক : স্বামী আর পাঁচ বছরের সন্তানসহ ভারতের মুম্বাইয়ে বসবাস করেন নম্রতা নানগিয়া। মেয়ের জন্মের পর থেকেই আরেকটি সন্তান নেওয়ার কথা ভাবছিলেন তারা। কিন্তু খরচ বহন করা সম্ভব হবে কি- এ চিন্তা জেঁকে বসেছে মনে।

একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কাজ করেন নম্রতা। --০৯ পৃষ্ঠায়

বিয়ে করলেই নাগরিকত্ব পাবেন যেসব দেশের

পোস্ট ডেস্ক : জন্মসূত্রে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। তবে বিশ্বায়নের যুগে সম্ভাবনার দ্বার খুলতে অনেকেই চান নিজ দেশের পাশাপাশি অন্য দেশের নাগরিকত্ব থাকুক। এ ক্ষেত্রে অনেকেই ভিনদেশি মানুষকে বিয়ে করে নাগরিকত্ব নেন। একসময় চিঠিই ছিল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। মানুষ পত্রমিতালির মাধ্যমে খুঁজে নিতেন বন্ধু বা প্রিয়জন। দিন বদলেছে। প্রযুক্তির কল্যাণে আজকাল ভিনদেশি মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা কিংবা জীবনসঙ্গী খুঁজে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। এ ছাড়া বিদেশে পড়তে যাওয়া বা কাজের সূত্রে অন্য দেশে ভ্রমণের ফলে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। যা গড়ায় বিয়ে পর্যন্ত। পৃথিবীতে এমন কিছু --০৯ পৃষ্ঠায়

হজে গিয়ে ২২ বাংলাদেশির মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : চলতি বছর হজপালন করতে সৌদি আরবে গিয়ে সর্বশেষ মঙ্গলবার (১০ জুন) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ --০৯ পৃষ্ঠায়

গ্রেটা থুনবার্গকে বহিষ্কার করল ইসরাইল

পোস্ট ডেস্ক : পরিবেশবাদীকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ মঙ্গলবার রাতে সুইডেনে ফিরেছেন। ইসরাইল তাকে ও অন্য কর্মীদের গাজার উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি ত্রাণবাহী জাহাজ থেকে আটক করে। পরে কিছু কর্মীকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠায়।

তেল আবিব থেকে এএফপি জানায়, গাজাবাসীর জন্য খাদ্য ও ত্রাণবাহী জাহাজ 'ম্যাডলিন'-এ ছিলো ১২ জন কর্মী। তাদের মধ্যে থুনবার্গসহ চারজনকে জোর করে ইসরাইল থেকে

বের করে দেওয়া হয়। বাকিদেরও জোর করা হলে তারা তা অস্বীকার করেন। তবে সবাইকে ১শ' বছরের জন্য ইসরাইলে প্রবেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। --০৯ পৃষ্ঠায়

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে যেভাবে যারা

পোস্ট ডেস্ক : এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন চেহারার ক্লাব বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টে অংশ নিবে ৩২টি দল।

অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় সর্বোচ্চ ১২টি ক্লাব ইউরোপ থেকে অংশগ্রহণ করছে। এরপরই রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার ছয়টি ক্লাব। এশিয়া ও আফিকা এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কনকাকাফ থেকে খেলবে চারটি করে ক্লাব। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ওশেনিয়ার --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk